

Aurelius Ambrosius

**Explanatio Symboli** (বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা)

**De Sacramentis** (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ)

**De Mysteriis** (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ)

লাতিন পাঠ্য : এই [লিংকে](#) যাওয়ার পর, বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যার জন্য পর পৃষ্ঠায় ; সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গের জন্য ১৩ পৃষ্ঠায়, ও রহস্যগুলি প্রসঙ্গের জন্য ৮৬ পৃষ্ঠায় scroll করুন।

To get the Latin texts, after reaching the above link : for **Explanatio Symboli** scroll to next page ; for **De Sacramentis** scroll to pg. 13 ; and for **De Mysteriis** scroll to pg. 86.

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium [বাইবেল](#) - [উপাসনা](#) - [খ্রিস্টমন্ডলীর পিতৃগণ](#)

[AsramSoftware](#) - [Donations](#)

[Maheshwarapasha](#) - Khulna - Bangladesh

First digital edition : February 13, 2018

**Version 2.4** (December 15, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় [শেষ সংস্করণ](#) চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে [এখানে](#) ক্লিক করুন।

আউরেলিউস আন্সোজ

বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা  
সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ  
রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

# সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু আহ্বানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’

শব্দার্থ

বিশ্বাস-সত্রের ব্যাখ্যা

সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ ও রহস্যগুলি প্রসঙ্গ সংক্রান্ত বিস্তারিত ভূমিকা

মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

বিশপ আহ্বানের লেখাগুলোতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ

বিশপ আহ্বানের মিস্তাগোগিয়া

দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা-প্রয়োগ, অর্থাৎ সাক্রামেণ্টীয়তা

সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ

১ম পুস্তক

২য় পুস্তক

৩য় পুস্তক

৪র্থ পুস্তক

৫ম পুস্তক

৬ষ্ঠ পুস্তক

## রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

(লিংশুলো পুস্তকের সার্বিক বিষয়বস্তু লক্ষ করে। বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া এর বিকল্প লিং।)

রহস্যগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপন

বাপ্তিস্মে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাসমূহ

জল ও পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম গ্রহণ

পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকারিতার ভিত্তি

বাপ্তিস্মে খ্রিস্টের কার্যকারিতা

খ্রিষ্টাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন

শুভ্র পোশাক

এউখারিস্তিয়া

রুটি ও আঙুররস খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত হয়ে ওঠে

# সঙ্কেতাবলি

## পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

যোশুয়া

বিচারক (বিচারকগণ)

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

বিলাপ (বিলাপ-গাথা)

জাখা (জাখারিয়া)

মালা (মালাখি)

## নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

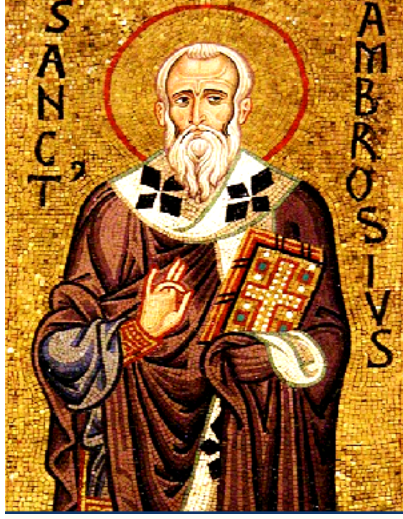
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)  
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)  
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)  
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)  
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)  
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)  
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)  
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)  
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

# ভূমিকা

## সাধু আম্বোজের সংক্ষিপ্ত জীবনী



আউরেলিউস আম্বোজ ৩৩৯ (অথবা ৩৪০) সালে গাল্লিয়ায় অবস্থিত আউগুস্তা ত্রেভেরোরুম-এ (আজকাল [ত্রিয়র](#), জার্মানি) এক রোমীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেইকালে শহরটি ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের গাল্লিয়া প্রদেশের প্রধান শহর, এবং আম্বোজের পিতা ছিলেন সেখানকার প্রদেশপাল। পরিবারটি বেশ কয়েক পুরুষ ধরে খ্রিষ্টিয়ান ছিল, এবং তিন ভাইবোনের মধ্যে আম্বোজ কনিষ্ঠজন ছিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল, আম্বোজও প্রশাসনিক জীবনে যোগ দেবেন, কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর পরে তিনি [রোমে](#) গিয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কালক্রমে আইন ও সাহিত্য ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে রোমের পৌরসভার নানা পদে নিযুক্ত হন।

৩৭০ সালে তিনি উত্তর ইতালির প্রদেশের প্রশাসক পদে নিযুক্ত হন; প্রদেশের প্রধান শহর [মিলান](#) হওয়ায় তিনি সেইখানে বসতি করেন। শাসন অনুশীলনে তিনি পারদর্শী বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেওয়ায় অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

৩৭৪ সালে মিলানের বিশপের মৃত্যুর পরে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন বিশপ নিয়োগের ব্যাপারে তীব্র অনৈক্য দেখা দিলে প্রদেশপাল আম্বোজ সকলের মন প্রশমিত করার লক্ষ্যে প্রধান গির্জায় যান; তাঁর জীবনীর রচয়িতা পাউলিনুস এবিষয়ে বর্ণনা করেন যে, একটি বালক হঠাৎ করে চিৎকার করে বলে উঠল, ‘আম্বোজই বিশপ’। কিন্তু আম্বোজ তেমন দায়িত্ব গ্রহণে নিজেকে অপ্রস্তুত বোধ করে সরাসরি দায়িত্বটি অগ্রাহ্য করেন; তাছাড়া সেইকালের প্রথা অনুসারে তিনি তখনও বাস্তিস্মও পাননি, ঐশতত্ত্বও অধ্যয়ন করেননি।

পাউলিনুসের বর্ণনা অনুসারে আম্বোজ জনতার মন পাল্টাবার লক্ষ্যে নিজের সুনাম কলঙ্কিত করতেও চেষ্টা করেন, তথা আইন বিরুদ্ধ কয়েকটা পদক্ষেপ নেন ও নিজের

ঘরে কয়েকটা বেশ্যাকেও আনেন ; কিন্তু জনতা নিজেদের মতে স্থির থাকায় তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁকে খুঁজে বের করে জনগণ সম্রাটের দরবারে আবেদন জানায় ; তবেই এমনটি মনে ক’রে যে, এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, আল্ভোজ সম্মতি জানান ; তাই সাত দিনের মধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ৭ই ডিসেম্বর ৩৭৪ সনে বিশপ পদে নিযুক্ত হন। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখেন, ‘বিশপ পদ এড়াবার জন্য আমি কতই না চেষ্টা করেছিলাম ; অবশেষে যখন আমাকে বাধ্য করা হল তখন যাচনা করেছিলাম যেন নিয়োগটা কিছুকালের মত স্থগিত হয় ; কিন্তু না, আমার যত আপত্তি তারা ফিরিয়ে দিল আর আমাকে সেই পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল।’ যাই হোক, বিশপ পদ গ্রহণ করার পর তিনি অধিক দায়িত্ববোধ দেখিয়ে বাইবেল ও ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়নে মনোযোগ দেন।

বিশপ হওয়ার পর পরেই তিনি ত্যাগী জীবন পালন করে তাঁর বিপুল সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, তাঁর ঘরের দরজা সবসময়ই খোলা রাখেন, ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত নাগরিকদের মঙ্গল সাধনে আশ্রয় চেষ্টা করে থাকেন। বন্দি-উদ্ধারের প্রকল্পে গির্জাঘরের মূল্যবান সমস্ত কিছু বিক্রি করার ফলে যখন কেউ না কেউ তাঁর সমালোচনা করে, তখন উত্তরে তিনি বলেন, ‘প্রভুর উদ্দেশে সোনার চেয়ে মানুষকেই বাঁচানো শ্রেয় ; আসলে তিনি সোনা ছাড়াই প্রেরিতদূতদের পাঠিয়েছিলেন ও বিনা সোনায় মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। সাক্রামেণ্টগুলির জন্য সোনার তো প্রয়োজন হয় না, আর সোনা দিয়ে যা কেনা যায় না, তা যে সোনার জোরেই মূল্যবান হয়ে ওঠে তা নয়।’

পরিচালনা অনুশীলনে তাঁর ন্যায়বিচার ও উপদেশ দানে তাঁর জ্ঞান ছিল সর্বস্বীকৃত ; রবিবার বাদে তিনি প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত নানা ধরনের মণ্ডলীগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধান কার্যে বিচারাসনে বসতেন, বিকালে নিজের কক্ষে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করতেন, ও সন্ধ্যাবেলায় শহরের মহাগির্জায় উপাসনা চালিয়ে ভক্তদের ধর্মীয় চেতনা



বৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান করতেন। এবিষয়ে সাধু আগস্তিন নিজেই সাক্ষী ; সেসময় সুশিক্ষিত কিন্তু অবিশ্বাসী আগস্তিনের ধারণা ছিল, বাইবেল মূল্যহীন রূপকথারই সংকলন যা কেবল অশিক্ষিতদেরই জন্য বিশ্বাসের বিষয়। অথচ বিশপ আল্ভোজের ঘরের কাছাকাছি

গিয়ে দেখে তিনি এতেই অবাক হতেন যে, বিশপ আন্সেজ দীর্ঘ সময় ধরে বাইবেলের একটিমাত্র পৃষ্ঠা ধ্যানে রত থাকতেন। তখন সঙ্ক্যাকালীন উপাসনায় গোপনে যোগ দিয়ে বিশপের উপদেশ শুনতে শুনতে একদিন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাইবেল রূপকথা মাত্র নয়, বাইবেলের প্রতিটি কথায় জীবন নিহিত; তাই মনপরিবর্তন করে তিনি ২৫শে এপ্রিল ৩৮৭ সালে পাস্কা-রাতে অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে বিশপ আন্সেজের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

বিশপ আন্সেজ নানা প্রার্থনা-সঙ্গীত সৃষ্টি করেন যা আজকালেও আন্সেজ-স্মৃতিসঙ্গীত বলে পরিচিত; উপাসনা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও এখনও প্রচলিত যা আন্সেজীয় উপাসনা-রীতি বলে পরিচিত। ছবিতে প্রদর্শিত যে গির্জা (উপরে) তা হল বিশপ আন্সেজের নির্মিত সেই গির্জা যেখানে তিনি ‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ এর উপদেশগুলো উচ্চারণ করেছিলেন (অবশ্যই, গির্জাটি কালক্রমে বারবার সংস্কার করা হয়েছে)।

তিনি ৪ঠা এপ্রিল ৩৯৭ সালে মিলানে মৃত্যুবরণ করেন।

## ‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’

বিশপ আন্সেজ-লিখিত ‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ আজকালের মানুষের কাছেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লেখা, কেননা এতে দেখা যায় সেকালের মণ্ডলী বাপ্তিস্ম-প্রার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য খুবই তৎপর ও যত্নশীল ছিল।

‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ এমন উপদেশসামগ্রী যা পাস্কা-অষ্টাহ ধরে সেই নবদীক্ষিতদের উদ্দেশ্য করে প্রদান করা যারা পাস্কাপর্ব উপলক্ষে দীর্ঘ চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকাল ধরে দৈনিক ধর্মশিক্ষায় যোগ দিয়েছিল (১ দ্রঃ)। এ শিক্ষা পদ্ধতি নতুন ছিল না, বরং ছিল মণ্ডলীর আদিকালীন পদ্ধতি খ্রিস্টবিশ্বাসে নব আগত বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য (পদ্ধতির নাম ছিল ‘কাতেখেসিস’ (κατήχησις), লুক ১:৪; প্রেরিত ১৮:২৫; ১ করি ১৪:১৯; গা ৬:৬ দ্রঃ); মণ্ডলীর আদিকালের পরেও পদ্ধতিটি আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট ও অরিগেনেসের লেখায়ও উল্লিখিত। বিশপ আন্সেজের সময়ে যেমন, তেমনি তার আগেও এ কাতেখেসিস পাস্কাপর্বের আগেকার চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালে প্রত্যেক দিন প্রদান করা হত, পাস্কা-রাতে প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হত, ও পাস্কা থেকে পঞ্চাশত্তমী রবিবার পর্যন্ত, অথবা অন্তত পাস্কা-

অষ্টাহ ধরেই, আবার প্রত্যেক দিন নব-দীক্ষিতদের অতিরিক্ত গভীরতর কাতেখেসিস প্রদান করা হত। এ কাতেখেসিস এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত ছিল যে, বিশপগণ নিজেরাই তা প্রদান করতেন, ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ধর্মশিক্ষকদের জন্য তা বিস্তারিত ভাবে লিখিত আকারে পাঠিয়ে দিতেন (যেমন সাধু আগস্তিনের ‘অশিক্ষিতদের জন্য কাতেখেসিস’, নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির ‘কাতেখেসিস প্রসঙ্গ’, মল্লুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসের ‘বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, ও রহস্যগুলি বিষয়ক কাতেখেসিস’, সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ‘বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত কাতেখেসিস’, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ‘কাতেখেসিস’ ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে একথা স্বরণযোগ্য যে, গ্রীকভাষী লেখকদের মধ্যে (যেমন মল্লুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ইত্যাদি ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকের লেখকদের মধ্যে) এই কাতেখেসিসগুলো ‘মিস্তাগোগীয়’ (μυσταγωγική - মিস্তাগোগিকে) অর্থাৎ রহস্যগুলি বিষয়ক কাতেখেসিস বলে অভিহিত ছিল। এপ্রসঙ্গে নিচে ১-২ দ্রঃ।

## শব্দার্থ

- ‘লেবীয়, যাজক, মহাযাজক’। পুরাতন নিয়মে এরা ছিলেন উপাসনাকর্মে নিযুক্ত সেবাকর্মী। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে যে ঐশতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, সেটি অনুসারে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহ নূতন নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহের দৃষ্টান্ত বা পূর্বছবি বলে পরিগণিত ছিল। তাই বিশপ আন্দ্রোজের ভাষায় লেবীয়, যাজক ও মহাযাজক বলতে যথাক্রমে পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপ বোঝায়।



অবস্থিত।

- ‘বাপ্তিস্মালয়’। খ্রিস্টমণ্ডলীর আদিকালে (ও বিশপ আন্দ্রোজের সময়েও) দীক্ষাপ্রার্থীরা জলে নেমেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। যে স্থানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, সেটির নাম ছিল বাপ্তিস্মালয়। সেটির অবকাঠামো এমন যা গির্জার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত, আর তার অভ্যন্তরে থাকত জলকুণ্ড। ছবিতে প্রদর্শিত যে বাপ্তিস্মালয়, তা ৫ম শতাব্দীর নির্মাণকাজ যা রাভেন্না শহরে

• ‘জলকুণ্ড’। বাপ্তিস্মালয়তে যে স্থানে প্রার্থীরা জলে নামত, সেটির নাম ছিল জলকুণ্ড। দীক্ষার্থীরা জলকুণ্ডের এক দিকে নেমে অপর দিকে পার হত যেখানে তাদের



অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন বিশপ। ছবিতে প্রদর্শিত জলকুণ্ডটি হল মিলানের বাপ্তিস্মালয়ের সেই জলকুণ্ড (সেটির অবশিষ্টাংশ) যা বিশপ আন্দ্রোজ নির্মাণ করিয়েছিলেন ও যাতে সাধু আগস্তিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার, এটিই সেই জলকুণ্ড যার কথা বিশপ আন্দ্রোজ এই লেখায় বারবার উল্লেখ করেন (৬, ৮, ১৪,

২৩, ২৮, ৩১ নং)।

## বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

‘বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’, বা আরও সূক্ষ্মভাবে: ‘দীক্ষাপ্রার্থীদের কাছে বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ হল প্রথম লিখিত দলিল যা আমাদের বিশ্বাস-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলো পুনর্গতন করার সুযোগ দেয়, এবং সেজন্য ‘প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্রের’ উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‘বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যার’ ঐশাত্তিক ভাষা ও তাতে সম্বলিত ক’টা বিধি ভিত্তি করে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশপ আন্দ্রোজ ‘বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ সম্ভবত ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকেই লিখেছিলেন, কেননা, প্রথমত, কোন না কোন সূত্র সম্পূর্ণ রূপে সঠিক নয় অর্থাৎ ৪৩১ সালে অনুষ্ঠিত এফেসস মহাসভার জারীকৃত সূত্র অনুযায়ী নয়; দ্বিতীয়ত, সেসময়ে অধিকাংশ বাপ্তিস্মপ্রার্থী বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, এবং তৃতীয়ত, বিশ্বাস-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলো গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রথা পরবর্তীকালে এমনিই বিলীন হয়েছিল। অন্যদিকে বিশপ আন্দ্রোজ যদিও বলেন, তিনি এক্ষেত্রে রোম-পরম্পরা অনুসরণ করছেন, তবু তিনি বিশ্বাস-সূত্রে যোগ করা ক’টা শব্দের (যেমন ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা-অনাক্রম্য’ শব্দদ্বয়ের) সমালোচনা করেন। বস্তুতপক্ষে আমরা জানি, মিলান-আসনে বিশপ আন্দ্রোজের পূর্বসূরী বিশপ আউক্সেন্টিউস ছিলেন আরিউস-ভ্রান্তমতপন্থী, ও উল্লিখিত শব্দ দু’টো বিশ্বাস-সূত্রে যোগ করেছিলেন। এই ভিত্তিতে বলা পেতে পারে, লেখাটা ৩৮০-৩৯০ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিশপ আন্দ্রোজই যে তা লিপিবদ্ধ করলেন এমন নয়, বরং তিনি বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের কাছে তা সম্প্রদান করতে করতে একজন শ্রুতিলেখকই তা লিখেছিলেন।

রচনা-শৈলীর দিক থেকে লেখাটা হয় তো তত উৎকৃষ্ট বা অলঙ্কারপূর্ণ গবেষণামূলক নাও হতে পারে, কিন্তু রোম বিশ্বাস-সূত্রের প্রথম পাঠ্য-প্রমাণ হিসাবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই যে বিশ্বাস-সূত্র এটার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ও ২৫০ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ‘বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ সত্যিকারে এমন মহান বিশপেরই উপস্থাপিত ধর্মশিক্ষা, যিনি ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরই হাতে এমন কাজ নেন যা তত তুচ্ছ নয় যা যেকোন একজনের উপরেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত। এইভাবে আমরা মণ্ডলীর জীবনে কাতেখেসিস সংক্রান্ত ভূমিকার গুরুত্ব দেখতে পাই: যিনি বিশ্বাস সম্প্রদান করেন, তিনি সেই বিশপের নামে তা করেন যিনি প্রৈরিতিক পরম্পরার প্রতিনিধি। গোটা

কাতেখেসিস (ক্রুশের চিহ্ন, বিশ্বাস-সূত্র তিন বার পুনরাবৃত্তি, শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ, ‘স্মৃতি ও স্মরণের’ উপরে জোরদার, ইত্যাদি) হল কাতেখেসিস প্রদানের বিষয়ে একটা স্পষ্ট শিক্ষা।

ভূমিকায় বিশপ আন্সেজ বিশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি ও সেটার নাম ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রার্থীদের ক্রুশের চিহ্ন করতে আহ্বান করার পর, প্রথম বারের মত নিজেই বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করেন। তারপর বিশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা আসে যা ত্রিত্ব ও মাংসধারণ-রহস্য সংক্রান্ত। এই পর্যায়ে বিশ্বাস-সূত্র দ্বিতীয় বারের মত আবৃত্তি করা হয়, ও বিশপ প্রার্থীদেরও তা আবৃত্তি করার জন্য আহ্বান করেন। এসময় থেকে, প্রতিটি সূত্র ভিত্তিক আরও বেশি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এবং নতুন করে ক্রুশের চিহ্ন করার পর, সূত্রগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ ক’রে ও স্বল্প কথায় তা সংক্ষিপ্ত ক’রে বিশ্বাস-সূত্র তৃতীয় বারের মত আবৃত্তি করা হয়। ব্যাখ্যা শেষে বিশপ আন্সেজ প্রার্থীদের তা মুখস্থ করার জন্য আহ্বান করেন ও তা লিখতে ও অদীক্ষিতদের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) ভূমিকা
- ২) বিশ্বাস-সূত্রের নাম ও উৎপত্তি
- ৩) বিশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা
- ৪) নানা ভ্রান্তমত ও বিশ্বাস-সূত্র
- ৫) খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র
- ৬) স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম
- ৭) রোম ‘বিশ্বাস-সূত্রের’ প্রতি বিশ্বস্ততা
- ৮) চার পদ-বিশিষ্ট স্তবকের মাধ্যমে বিশ্বাস-সূত্র পুনরাবৃত্তি
- ৯) বিশ্বাস-সূত্র মুখস্থ করার জন্য আহ্বান

## ১ ভূমিকা

এতক্ষণে নিরীক্ষাসমূহের (১) রহস্যগুলি উদ্ঘাপন করা হল। অনুসন্ধান করা হয়েছিল, কারও দেহে কোনও অশুদ্ধতা লেগে থেকেছিল কিনা। অপশক্তি-বিতাড়নের

মধ্য দিয়ে, দেহের শুধু নয়, প্রাণেরও পবিত্রীকরণ অনুসন্ধান করা হয়েছিল ও প্রয়োগ করা হয়েছিল। এখন এটাই তোমাদের কাছে বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান করার সময় ও দিন (২), সে যে বিশ্বাস-সূত্র হল আত্মিক মুদ্রাঙ্কন, সেই যে বিশ্বাস-সূত্র হল আমাদের অন্তরের জপের বস্তু ও সদা বর্তমান রক্ষা স্বরূপ, আমাদের বুকের নিশ্চিত ধন।

## ২ বিশ্বাস-সূত্রের নাম ও উৎপত্তি

সর্বপ্রথমে, আমাদের সেই নামের অর্থ বোঝা উচিত। গ্রীক ভাষায় তা ‘symbolam’ [সিম্বোলাম] (৩) বলে, লাতিন ভাষায় তা ‘conlatio’ [কন্লাতিও] অর্থাৎ অবদান বলে। বণিকেরাই বিশেষভাবে প্রায়ই ‘অবদান’ কথা তখনই ব্যবহার করে যখন তারা অর্থ জড় করে ও ব্যক্তিগত অবদান থেকে এমন একটা একক পরিমাণ সংগ্রহ করা হয় যা অক্ষত ও অলঙ্ঘনীয় রাখা হয়, যাতে কেউ সেই অবদান বা বণিক-সম্পর্ক প্রতারণা করার চেষ্টা না করে। অতএব, একই বণিকদের মধ্যে এটাই রীতি : যে কেউ জালিয়াতি করে তাকে অসৎ বলে দূর করে দেওয়া হয়।

তাই পবিত্র প্রেরিতদূতগণ একত্রিত হয়ে বিশ্বাসের সারকথা সঙ্কলিত করলেন (৪), যাতে আমরা শীঘ্রই ও সংক্ষিপ্ত ভাবে গোটা বিশ্বাসের ধারা উপলব্ধি করতে পারি। সেই সমস্ত বিষয় স্মৃতিতে ও স্মরণে চিরকাল ধরে রাখার জন্য সংক্ষিপ্ততা প্রয়োজন। আমি জানি, বিশেষ ভাবে পূর্বাঞ্চলগুলোতে (৫), কেউ কেউ প্রতারণার মাধ্যমে ও কেউ কেউ ধর্মাগ্রহের মাধ্যমে (অর্থাৎ ভ্রান্তমতপন্থীরাই প্রতারণার মাধ্যমে ও কাথলিকেরাই ধর্মাগ্রহের মাধ্যমে) ব্যস্ত ছিল; তাই, আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা যা প্রথম সম্প্রদান করা হয়েছিল, সেই ভ্রান্তমতপন্থীর প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদের অনুপ্রবিষ্ট করার চেষ্টা করে তাতে সত্যমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কিছু যোগ করতে করতে কাথলিকেরা, সেই জালিয়াতি এড়াবার প্রচেষ্টায়, এক প্রকার ধর্মভক্তি বা হয় তো অসতর্কতারই কারণে, প্রাচীনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সীমা প্রকাশ্যে অতিক্রম করল বলে মনে হয়।

## ৩ বিশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা

সেজন্য পবিত্র প্রেরিতদূতগণ একত্রে সম্মিলিত হয়ে সংক্ষিপ্ত একটা বিশ্বাস-সূত্র প্রস্তুত করলেন।

তোমরা ত্রুশের চিহ্ন (৬) কর! (ত্রুশের চিহ্ন করার পর বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করা হয়) (৭)।

এই বিশ্বাস-সূত্রে (৮) অনন্তকালীন ত্রিত্বের ঈশ্বরত্ব খুবই স্পষ্টভাবে ধারণকৃত: যাঁরা অনন্য কাজ সম্পাদন করেন, সেই পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ সেই আরাধ্য ত্রিত্ব প্রকাশিত। আমাদের বিশ্বাস এমন যে, আমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সমানভাবে বিশ্বাস করি। যেখানে মহিমার কোন পার্থক্য নেই (৯), সেখানে বিশ্বাসেরও কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

তারপর, আমি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি যে, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি, তিনি সেই একমাত্রজন যিনি যুক্তিগততা বিশিষ্ট ও সিদ্ধ প্রাণ সহ (১০) এই মাংস (১১) ও দৈহিক রূপ ধারণ করলেন। এই দেহের সত্য (১২) [অর্থাৎ বাস্তবতা] অনুসারে, তিনি ‘মানুষেরই মত’ (১৩) মানুষ হলেন, কিন্তু তাঁর আপন [ঐশ্বরিক] প্রজননের অনন্য বিশেষাধিকার ধরে রাখেন। কেননা তিনি কোন পুরুষের বীজ থেকে জন্ম নেননি, বরং, যেইভাবে বিশ্বাস-সূত্রটা বলে, সেই অনুসারে ‘তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে জনিত হলেন’। তুমি কি জান স্বর্গীয় স্রষ্টার সেই অনন্য বিশেষাধিকার কি? তিনি ‘মানুষেরই মত’ মানুষ হলেন যেন আমাদের রোগ-ব্যাদি নিজের মাংসে বহন করতে পারেন, কিন্তু নিজের সেই অনন্তকালীন মহিমার বিশেষাধিকার নিয়েই তিনি এসেছিলেন।

তাহলে এসো, আমরা বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করি! (এবং এটা আবৃত্তি করার পর, তিনি [তথা বিশপ] বলে চলেন:)

এতে রয়েছে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের কথা (১৪)। আমাদের কি দুঃসাহস-মনে প্রেরিতদূতদের দ্বারা স্থির করা সীমা অতিক্রম করা উচিত? আমরা কি হয় তো প্রেরিতদূতদের চেয়েও বিচক্ষণ?

## ৪ নানা ভ্রান্তমত ও বিশ্বাস-সূত্র

কিন্তু তুমি আমাকে বলছ: ‘তারপরে ভ্রান্তমতপন্থীরা উঠে দাঁড়াল! কেননা প্রেরিতদূতও বলেন, তোমাদের মধ্যে ভ্রান্তমতপন্থীদের দেখা দেওয়া আবশ্যিক, যেন সৎমানুষের পরীক্ষা করা যায় (১৫)।

তবে কি? সরলতাই দেখ, শুদ্ধতাই দেখ। যখন পাতৃপাসিও-মতপন্থীদের আবির্ভাব হয়েছিল, তখন এই অঞ্চলের কাথলিকেরাও ভেবেছিল, তারা ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা-অনাক্রম্য’ শব্দদ্বয় যোগ করতে পারে, কেমন যেন ঈশ্বরের পুত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিলেন (১৬)। যখন তিনি মাংসে দৃশ্যমান ছিলেন, তখন সেই মাংসই দৃশ্যমান ছিল, তাঁর ঈশ্বরত্ব নয়। মাংসই যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিল, ঈশ্বরত্ব নয়। পরে তিনি কি বলেন, তা শোন, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন? (১৭)। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এই কথা তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়েই বলেছিলেন। তিনি মানুষ হিসাবে একথা বলেছিলেন, তিনি মাংস অনুসারেই একথা বলেছিলেন, কেমন যেন মাংস ঈশ্বরত্বকে বলছিল, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?

এসো, এটা মেনে নিই যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অসুস্থতায় সুস্থতা আনার লক্ষ্যে চিকিৎসকের মত প্রতিকার ব্যবহার করেছিলেন। সেসময়ে, যখন কতিপয় ভ্রান্তমতপন্থীরা মনের গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিল, তখন যদি এর প্রতিকারের প্রয়োজন না হত, তাহলে এর কোনও প্রতিকার খোঁজা হত না। আর যদিও সেই সময়ে এটা খোঁজা প্রয়োজন ছিল, তবু এখন আর এটার প্রয়োজন নেই। কেন? সাবেল্লিউস-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকল, সাবেল্লিউস-পন্থীরা বিচ্যুত হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমা অঞ্চলগুলোতে। আরিউস-পন্থীরা (১৮) সেই ‘প্রতিকার’ বিষয়ে নিজেদের পক্ষে এক প্রকার অপবাদ খুঁজে পেয়েছে কারণ, যেহেতু আমরা রোম মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্র অনুসরণ করি, সেজন্য তারা এটা সমর্থন করে যে, সর্বশক্তিমান পিতা অদৃশ্য ও যন্ত্রণা-অনাক্রম্য; ও এক্ষেত্রে তারা নাকি বলে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে, বিশ্বাস-সূত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণা-অনাক্রম্য পুত্রকে নির্দেশ করার জন্য ঠিক তাই বলে?

তাতে কি? যেখানে বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ, সেখানে প্রেরিতদূতদের শিক্ষাই যথেষ্ট : কোন নিশ্চয়তা দাবি করা যাবে না, এমনকি বিশপদের কাছে থেকেও নয়। কেন? কারণ উত্তম গম শ্যামাঘাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

## ৫ খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র

বিশ্বাস-সূত্র এইভাবে শুরু হয় (১৯): আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে, এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি: তোমরা এইভাবেই বল, ‘তাঁর একমাত্র পুত্র’। তোমরা ‘একমাত্র প্রভু’ বলবে না। ঈশ্বরই একমাত্র, তিনিই একমাত্র ও প্রভু। কিন্তু, পাছে তারা আমাদের অপবাদ দিয়ে এমনটা বলে যে, আমরা পুত্রকে [পিতার সঙ্গে] এক ব্যক্তি বলে ঘোষণা করি (২০), সেজন্য আমরা বলি, ‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু (... সেই খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি)’।

যেহেতু আমি পিতা ও পুত্রের ঈশ্বরত্বের কথা বলেছি, সেজন্য এখন আমরা সেই পুত্রের মাংসধারণের কথায় আসি: ‘তিনি ... জন্ম নিলেন, ... ও সমাহিত হলেন’। এখানে তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও সমাধির কথাও স্বীকৃত। তিনি ‘তৃতীয় দিনে ... পুনরুত্থান করলেন’। এখানে তাঁর পুনরুত্থানের কথাও ঘোষিত। তিনি ‘স্বর্গে আরোহণ করলেন, পিতার ডান পাশে আসীন আছেন’। তুমি দেখতে পাচ্ছ, মাংসটা কোনভাবেই ঈশ্বরত্বকে খর্ব করতে পারেনি (২১); বরং, খ্রিষ্ট মাংসধারণ থেকে মহৎ বিজয়ের স্বীকৃতি লাভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে, এটা কেমনটা হয় যে, মৃত্যু থেকে আরোহণ করার পর তিনি পিতার ডান পাশে আসীন আছেন? (২২)। তিনি পিতার কাছে, বলতে গেলেই, ‘সদিচ্ছার’ ফল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তোমার দু’টো বিষয় আছে: ‘তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন, তিনি পিতার ডান পাশে আসীন আছেন’। তাই মাংস ঈশ্বরত্বের কোনও ঘাটতি ঘটতে পারেনি। এক্ষেত্রে দু’টো ব্যাখ্যা রয়েছে: হয় আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ‘ডান পাশে আসীন আছেন’ ও তাঁর ঈশ্বরত্বের বিশেষাধিকার গুণে ও তাঁর ঐশ্বরিক প্রজননের সত্তারও বিশেষাধিকার গুণে ‘মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন’, না হয় সেই অনন্তকালীন

বিজয়ী হিসাবে যিনি ‘পিতা ঈশ্বরের জন্য’ উত্তম রাজ্য অর্জন করলেন (২৩), তিনি তাঁর বিজয়ের বিশেষাধিকার নিজের জন্য দাবি করলেন।

‘তিনি পিতার ডান পাশে আসীন আছেন ... মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন’। হে মানুষ, শোন! সন্দেহ না করেই তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। খোদ বিশ্বাস ভালবাসা থেকেই উদ্ভূত। যে ভালবাসে, সে কিছুই অপসারণ করে না। যে বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে, সেই কিছুই অপসারণ করে না। মহত্তর কারণে, যে প্রভুকে ভালবাসে, তারও পক্ষে কিছু অপসারণ করা উচিত নয়। আমি কেন বলছি, ‘তিনি আসীন আছেন?’ যে ভালবাসে, তার ভয় পাওয়ারও কারণ আছে: ‘সেই স্থান থেকে ... মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন’। তিনি নিজেই আমাদের বিচার করবেন। অতএব, তুমি যাঁকে বিচারক হিসাবে পাবে, তাঁর কাছ থেকে কিছু অপসারণ করার ব্যাপারে সাবধান। কেন এই রহস্য? পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সেই বিচার কি একমাত্র বিচার নয়? সেই ইচ্ছা কি একমাত্র নয়? সেই মহিমা কি একমাত্র নয়? কেন তোমাকে বলা হচ্ছে, পুত্র তোমার বিচার করবেন, যদি না এই কারণেই [তা বলা হচ্ছে] যে, যেন তুমি বুঝতে পার, পুত্রের কাছ থেকে কিছুই অপসারণ করা উচিত নয়?

তবে দেখ: তুমি তো পিতাতে বিশ্বাস কর, পুত্রেতেও বিশ্বাস কর। আর তৃতীয় স্থানে কার কথা বলতে হবে? ‘এবং আমি পবিত্র আত্মায়’। তুমি যেই সাক্রামেন্ট গ্রহণ কর না কেন, তুমি এই ত্রিত্বেই তা গ্রহণ করবে। কেউ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। অতএব, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আরাধ্য ত্রিত্বের মধ্যে একমাত্র কার্যকলাপ, একমাত্র পবিত্রতাদানকারী কর্মকাণ্ড, একমাত্র মহিমা বিদ্যমান রয়েছে (২৪)।

## ৬ শ্রম্ভার সৃষ্টিকর্ম

আমরা শ্রম্ভাতে কীভাবে বিশ্বাস করি, তা সঠিক ভাবে বুঝে নাও, পাছে হয় তো তুমি বলবে, ‘কিন্তু তিনি মণ্ডলীতেও আছেন, পাপের ক্ষমাতেও আছেন, পুনরুত্থানেও আছেন’। তবে কি? কারণটা একই রকম: আমরা যেমন খ্রিষ্টেতে বিশ্বাস করি, আমরা যেমন পিতাতে বিশ্বাস করি, একইভাবে আমরা ‘মণ্ডলীতেও’, ‘পাপের ক্ষমায়ও’ ও

‘মাংসের পুনরুত্থানেও’ বিশ্বাস করি। এর কারণ কী? যে স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে, সে স্রষ্টার কর্মেও বিশ্বাস করে। অন্যদিকে, যাতে তুমি বিশ্বাস না কর যে এটা আমাদের মনের উদ্ভাবনা, সেজন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ কর : তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ (২৫)। অতএব, তোমার যা আছে, তা এটাই। এখন তোমার বিশ্বাস আরও বেশি করে উজ্জ্বল হবে যদি তুমি এটা বিবেচনা কর যে, খাঁটি ও শর্তহীন বিশ্বাস তোমার স্রষ্টার কাজ পর্যন্ত, তথা ‘পবিত্র মণ্ডলী’ ও ‘পাপের ক্ষমা’ পর্যন্তই প্রসারিত হতে হবে।

তাহলে বিশ্বাস দ্বারাই (২৬), এটা বিশ্বাস কর যে, তোমার সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়। এই কারণেই তুমি সুসমাচারে পড়েছ যে, প্রভু বললেন, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিদ্রাণ সাধন করেছে (২৭)। ‘পাপের ক্ষমা’, ‘মাংসের পুনরুত্থান’। এটা বিশ্বাস কর যে, মাংসও পুনরুত্থান করবে। প্রকৃতপক্ষে, এমন কি প্রয়োজন ছিল যে, খ্রিষ্ট মাংস ধারণ করবেন, এমন কি প্রয়োজন ছিল যে, খ্রিষ্ট ক্রুশে আরোহণ করবেন, এমন কি প্রয়োজন ছিল যে, খ্রিষ্ট মৃত্যু আশ্বাদ করবেন, সমাধি গ্রহণ করবেন ও পুনরুত্থান করবেন, যদি না তোমার পুনরুত্থানের খাতিরে? এসমস্ত কিছুই তোমার পুনরুত্থানের রহস্য। খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বৃথা (২৮)। কিন্তু, যেহেতু তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, সেজন্য আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়।

## ৭ রোম ‘বিশ্বাস-সূত্রের’ প্রতি বিশ্বস্ততা

এজন্যই আমি বলেছি, প্রেরিতদূতগণ বিশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন করলেন। যে সব বণিক এই পণ্যের বিনিময় করে, ও যারা অর্থায়নে সহযোগিতা করে, তাদের যদি এই নিয়ম থাকে যে, কেউ যদি নিজের অবদান (২৯) লঙ্ঘন করে, তাহলে তাদের অসৎ ও অশিশু বলে গণ্য করা হবে, তাহলে আমাদের আরও সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমাদের পিতৃগণের বিশ্বাস-সূত্র থেকে কিছু অপসারণ করা না হয়, যেমনটা তুমি সাধু যোহনের সেই ঐশপ্রকাশ পুস্তকে পড়তে পার, যা প্রামাণিক পুস্তক বলে বিবেচিত হয় ও বিশ্বাসের ভিত্তির জন্য মহৎ উপকারিতা রাখে; সেখানে, ও অন্যান্য স্থানেও, আমাদের প্রভু যিশু

খ্রিস্টকে স্পষ্টভাবে ‘সর্বশক্তিমান’ (৩০) বলে স্মরণ করা হয়। একই পুস্তকে তিনি বলেন, যদি কেউ কিছু যোগ করে বা অপসারণ করে, সে তার নিজের বিচার ও শাস্তি স্থির করে (৩১)। যখন একজনমাত্র প্রেরিতদূতের লেখা থেকে কিছু যোগ বা অপসারণ করতে নেই, তখন আমরা কেমন করে প্রেরিতদূতগণের দ্বারা সম্প্রদান করা ও সঙ্কলিত বিশ্বাস-সূত্রকে দূষিত করব? আমাদের কিছুই অপসারণ করা বা যোগ করা উচিত নয়। এটাই সেই বিশ্বাস-সূত্র যা সেই রোম মণ্ডলী সংরক্ষণ করে যেখানে প্রেরিতদূতদের প্রধান সেই পিতর আসন নিয়েছিলেন ও যেখানে তিনি সাধারণ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি নিয়ে এসেছিলেন।

## ৮ চার পদ-বিশিষ্ট স্তবকের মাধ্যমে বিশ্বাস-সূত্র পুনরাবৃত্তি

অতএব, যেমন বারোজন প্রেরিতদূত আছেন, তেমনি বিশ্বাসের বারোটা সূত্র আছে (৩২)।

তোমরা ত্রুশের চিহ্ন কর! (তা হওয়ার পর:)

‘আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে ... এবং তাঁর একমাত্র পুত্র ... যিনি ... কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন’ :

এখানে পিতার ঈশ্বরত্ব, পুত্রের ঈশ্বরত্ব, পুত্রের মাংসধারণ ঘোষিত, যেমনটা আমি বলেছি।

‘পন্টিয় পিলাতের আমলে ... সমাহিত হলেন’।

এখানে তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও সমাধি ঘোষিত। দেখ, চারটা সূত্র!

এসো, অন্যান্য সূত্র দেখি:

‘তৃতীয় দিনে ... মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন’।

এখানে আরও চারটা সূত্র ঘোষিত। তাতে সর্বমোট, আটটা সূত্র।

এসো, আরও চারটা সূত্র দেখি:

‘এবং আমি পবিত্র আত্মায় ... মাংসের পুনরুত্থান [বিশ্বাস করি]’।

দেখ, সেই বারোজন প্রেরিতদূতের মন অনুসারে আমাদের অবশ্যই এই বারোটা সূত্রও বুঝতে হবে।

## ৯ বিশ্বাস-সূত্র মুখস্থ করার জন্য আহ্বান

আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিতে চাই যে, বিশ্বাস-সূত্রকে লেখা উচিত নয়, কারণ তোমাদের এটা ফেরত দিতে হবে (৩৩)। কিন্তু কেউই যেন এটা না লেখে। কেন? কারণ আমরা সেইভাবে এটাও গ্রহণ করেছি যে, তা লেখা উচিত নয়। তবে কী করতে হবে? তা মুখস্থ কর। কিন্তু তুমি আমাকে বলছ, ‘যদি এটা লেখা না থাকে, তাহলে কীভাবে তা মুখস্থ করা যাবে?’ এটা যদি লেখা না থাকে তবে তা আরও ভালভাবেই মনে রাখা যেতে পারবে। ‘কোন্ কারণে?’ তোমরা শোনো: তুমি যা লেখ, তা তো প্রতিদিন জপ করায় পর্যালোচনা শুরু কর না, কারণ তুমি এতে নিশ্চিত যে, তুমি তা পুনরায় পড়তে পারবে। কিন্তু তুমি যা লেখ না, তা ভুলে যাওয়ার ভয়েতে প্রতিদিন তা পর্যালোচনা শুরু কর।

এটা মহৎ প্রতিরক্ষা: প্রাণ ও দেহের নানা ব্যাঘাত ঘটে, যেমন: যে কখনও ক্ষান্ত হয় না, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী [অর্থাৎ শয়তান] থেকে প্রলোভন আসে, শারীরিক কোন না কোন কম্পন, পেটের রোগ: বিশ্বাস-সূত্রটা পর্যালোচনা কর ও নিজের অন্তরে তা পরীক্ষা কর। সর্বোপরি, তা নিজের অন্তরে পর্যালোচনা কর। কেন? যেখানে বিশ্বাসীরা আছে, সেখানে তা জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করো না, পাছে তুমি দীক্ষাপ্রার্থীদের বা ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে তার পর্যালোচনা শুরু কর (৩৪)।

(১) ‘নিরীক্ষাসমূহ’: মিলান মণ্ডলীতে দীক্ষাগ্রহণ প্রস্তুতি সংক্রান্ত প্রাথমিক অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই। বিশপ আলব্রোজ নিজেই নিরীক্ষাসমূহের উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করেন, তথা, কোনও অপবিত্রতা অবশিষ্ট রয়েছে কিনা তা যাচাই করা, এবং দেহ ও প্রাণকে পবিত্র করা। এই ইঙ্গিত, অন্যান্য ইঙ্গিতের মত, মূল্যবান। উপদেশের চেয়ে ‘বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ হল ‘বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান’ অনুষ্ঠানের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রকৃতপক্ষে এখানে দীক্ষাগ্রহণ প্রস্তুতি সংক্রান্ত কতগুলো দিক উল্লিখিত যা সেকালের বা পরবর্তীকালের কোনও সাক্রামেন্ট-গ্রন্থ বাঁচিয়ে রাখেনি, বিশেষভাবে এই কারণে যে, তেমন সাক্রামেন্ট-গ্রন্থগুলোর সঙ্কলন এমন এক সময় হয়েছিল যখন শিশুদের বাপ্তিস্মই সাধারণ নিয়ম হয়ে উঠেছিল।

(২) ‘বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান করার সময় ও দিন’: সেই ‘দিনটা’ অর্থাৎ সেই রবিবার ছিল তালপত্র রবিবার, যা বিষয়ে বিশপ আন্দ্রেজ একটা পত্রে লিখেছিলেন ‘পরের দিন, দিনটা রবিবারই ছিল, পাঠগুলো ও উপদেশের পরে, প্রার্থীদের বিদায় দেওয়া হয়েছিল, এবং মহাগির্জায়, বাপ্তিস্মালয়ের পাশে, যে যে প্রার্থী প্রস্তুত ছিল, তাদের প্রত্যেকের কাছে বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান করা হয়েছিল’ (পত্র ২০:৪)। ‘প্রস্তুত’ বলতে তাদেরই বোঝায় যারা সময়মত দীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তুতির জন্য নাম নিবন্ধিত ক’রে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ট গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল যেহেতু তারা নিজেরাই তা পাবার জন্য অনুরোধ করেছিল।

(৩) ‘সিস্বোলাম’: সেইকালে ‘সিস্বোলা’ বলতে একটা সাধারণ ভোজসভার জন্য আর্থিক অবদান বোঝাত; তবু এক্ষেত্রে সেই ‘সিস্বোলন’ শব্দটা এমন একটা বাণিজ্যিক সমীতির কথা ইঙ্গিত করে যেখানে মূলধন ছিল তার সদস্যদের দেওয়া অবদানের ফল। আরও, সিস্বোলন শব্দটার আরেকটা ব্যুৎপত্তি ছিল ‘রশিদ’ বা ‘প্রতীক-চিহ্ন’ (আকুইলেইয়ার বিশপ রুফিনুস, বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা, ২ দ্রঃ)।

(৪) ‘প্রেরিতদূতগণ একত্রিত হয়ে বিশ্বাসের সারকথা সঙ্কলিত করলেন’: একথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বিশ্বাস-সূত্র গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন পরম্পরাগত ব্যাখ্যা রয়েছে।

(৫) ‘পূর্বাঞ্চলগুলোতে’: কথাটা যেভাবে ব্যক্ত, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, এটা পশ্চিমকে বাদ দেয় না। একথা দ্বারা বিশপ আন্দ্রেজ যে নিকেয়া-কন্স্টান্টিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্রকে নির্দেশ করছেন, তা তত সমর্থনযোগ্যও নয়। যদিও এমনটা মনে হয় না যে, তিনি কোনও নির্দিষ্ট বিশ্বাস-সূত্রের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন, তবু এটাও হতে পারে যে, তিনি মিলান-আসনে তাঁর পূর্বসূরী বিশপ আউক্সেন্তিউসের (৩৫৫-৩৭৪) কথা ভাবছিলেন যিনি তথাকথিত ‘রোম সূত্রে’ কিছু ধারা যোগ করেছিলেন।

(৬) ‘ক্রুশের চিহ্ন’: এখন বিশপ আন্দ্রেজ প্রার্থীদের ক্রুশের চিহ্ন করার জন্য আহ্বান করেন। সেকালে, দৈনিক ক্রুশের চিহ্ন করার প্রথা ইতিমধ্যে বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় শতাব্দী থেকে, ক্রুশের চিহ্ন করার প্রথা উপাসনাকর্মে প্রবর্তিত হয়েছিল। ক্রুশচিহ্নটা বিশ্বাস ও পরিব্রাজনের স্বীকারোক্তির একটা চিহ্ন।

(৭) ‘ক্রুশের চিহ্ন করার পর’: মন্তব্যটা শ্রুতিলেখকেরই কথা।

(৮) ‘এই বিশ্বাস-সূত্রে’: বিশপ আন্দ্রেজ যে বিষয়গুলো বিকশিত করতে যাচ্ছেন, তা হল দু’টো: ১) ঈশ্বরত্ব ও মাংসধারণ-রহস্য; ২) ত্রিত্বধর্মী কাঠামো ও খ্রিস্টীয় তত্ত্ব উপস্থাপনা। ২-৪ অনুচ্ছেদে সার্বিক একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয় যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বারা অনুসরণ করা হবে।

রোম মণ্ডলীতে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত 'খ্রিস্টদের বিশ্বাস-সূত্রের' প্রকৃত লিপি না থাকায়, এখানে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা বিশপ আন্দ্রোজের ব্যাখ্যা ভিত্তি করেই সঙ্কলন করা হয়েছে:

(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem ;

আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে,

(২) Et in Christum Jesum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,

এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাস করি,

(৩) qui natus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine,

যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন,

(৪) sub Pontio Pilato passus, mortuus et sepultus,

পন্টিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও সমাহিত হলেন,

(৫) tertia die resurrexit a mortuis,

তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,

(৬) ascendit ad caelos,

স্বর্গে আরোহণ করলেন,

(৭) sedet ad dexteram Patris,

পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,

(৮) unde venturus est judicare vivos et mortuos ;

সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

(৯) Et in Spiritum sanctum,

এবং আমি পবিত্র আত্মায়,

(১০) sanctam ecclesiam,

পবিত্র মণ্ডলী,

(১১) remissionem peccatorum,

পাপের ক্ষমা,

(১২) carnis resurrectionem.

মাংসের পুনরুত্থান [বিশ্বাস করি]।

(৯) 'যেখানে মহিমার কোন পার্থক্য নেই': এটাই লক্ষণীয় বিষয় যে, বিশপ আন্দ্রোজ সমস্বরূপের কথা নয়, কিন্তু সমমহিমারই কথা বলেন। পোপ দামাসুসের 'দলিলটা' 'একমাত্র ঈশ্বরত্ব, মহিমা ও প্রতাপকেই' বর্ণনা করে। এগুলো সবই ঈশ্বরত্বের গুণাবলি।

- (১০) ‘যিনি যুক্তিমততা বিশিষ্ট ও সিদ্ধ প্রাণ সহ’: এই কথা আপোল্লিসারিউসের ভ্রান্তমতকে লক্ষ করে। আপোল্লিনারিউস ও তার ভ্রান্তমত সম্পর্কে নাজিয়াঙ্কুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির লেখা দ্রঃ।
- (১১) ‘এই মাংস’: ‘এই’ ইঙ্গিতটা প্রভু যিশুর ধারণ-করা-মাংসের বাস্তবতার উপরে জোর দেয়।
- (১২) ‘এই দেহের সত্য’: এক্ষেত্রে বিশপ আল্বোজ ‘সাত্রামেস্তগুলি প্রসঙ্গ’-তে বলেন, ‘খ্রিষ্ট মাংস ধারণ করলেন, ‘মাংসই যেন’ নয়, কিন্তু এই মাংসের সত্যকেই [অর্থাৎ বাস্তবতাকেই] ধারণ করলেন (সাত্রামেস্তগুলি প্রসঙ্গ, ১:১৭ দ্রঃ)।
- (১৩) ‘মানুষেরই মত’: ফিলি ২:৭ লাতিন পাঠ্য।
- (১৪) ‘এতে রয়েছে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের কথা’: ঐশশাস্ত্র হল অখন্ড বাইবেল, এবং এইজন্যই তাতে কোনও কিছুই যোগ বা বিয়োগ করতে নেই। ‘প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্র’ বাইবেল অনুসারেই প্রণয়ন করা, বাইবেলের নানা পাঠ্যাংশের তৈরী এমন একটা নকশিকাঁথার মত যেখানে মথি ২৬:২৬-২৮ ও ১ করি ১:৫, ৩-৫ ভিত্তিক কাঠামো প্রকাশ্য। বিশ্বাস-সূত্রের ঘোষিত প্রতিটি সত্যের ক্ষেত্রে, সেটার ভিত্তির জন্য বাইবেলেরই দিকে ফিরে তাকাতে হবে। বিশপ আল্বোজ কেমন যেন এই যুক্তি ব্যক্ত করেন: যখন শাস্ত্র প্রৈরিতিক ও বিশ্বাস-সূত্র শাস্ত্রের উপরে ভিত্তি করে, তখন অবশ্যই বিশ্বাস-সূত্র প্রৈরিতিক অধিকারের অধিকারী। একই যুক্তি ৭ নং -এ ব্যবহৃত। বিশপ আল্বোজের অনেক আগে সাধু ইরেনেউস ও অরিগেনেস ইতিমধ্যেই বিশ্বাস-সূত্রের প্রৈরিতিক অধিকার সমর্থন করেছিলেন, যদিও তাঁরাও সেটার রচনা-ক্ষণ জানতেন না।
- (১৫) ১ করি ১১:১৯। ‘পাতৃপাসিও’ মতপন্থীরা এমন ভ্রান্তমত সমর্থন করত যার ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার পার্থক্য বিলীন হয়ে যেত। তাদের মতে, খ্রিষ্ট যিশুতে যিনি জন্ম নিয়েছিলেন, ও যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ঈশ্বরের সেই পুত্র ও পিতা একই। মতবাদের নাম ‘পাতৃপাসিও’, অর্থাৎ ‘পিতার যন্ত্রণাভোগ’, কারণ তাদের ভ্রান্তমত অনুসারে প্রভুর যন্ত্রণাভোগে পিতাও সেই যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।
- (১৬) ‘ঈশ্বরের পুত্র দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিলেন’: তেমনটা সমর্থন করা ভ্রান্তমত বটে, কেননা ঈশ্বরের পুত্র তথা ঐশবাণী দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন; যখন ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হন, তখনই সেই মানব-যিশুই দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু আপাতত বিশপ আল্বোজ এব্যাপারে ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করতে চান না। পূর্বে, ‘পাতৃপাসিও’ ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধ লড়াই করার জন্যই ‘পিতার’ সাথে ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন’ সূত্রদ্বয় যোগ করা হয়েছিল (অর্থাৎ ‘আমি অদৃশ্য ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি’। এই সংযোজনের ফলে সেই সময়ে অপব্যবহারেরই সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও বিশপ আল্বোজের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপদটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, ও সেইজন্য বিশপ আল্বোজ এব্যাপারে ঐশতাত্ত্বিক সমস্যা উত্থাপন করতে চান না। বস্তুতপক্ষে, মিলান-আসনে বিশপ আল্বোজের

পূর্বসূরী বিশপ আউক্সেত্তিউস ‘পাতৃপাসিও’ ভিত্তিক সংযোজন সহ একটা বিশ্বাস-সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণা সাপেক্ষ নন’ শব্দ দু’টো অন্তর্ভুক্ত ছিল; তিনি আরিউসের ভ্রাতৃত্বের পন্থী ছিলেন বিধায়ই পিতার প্রতি পুত্রের অধীনতা বজায় রাখার জন্য এ শব্দ দু’টো বজায় রেখেছিলেন। বিশপ আন্সেজ এখন এই সংযোজন করা শব্দ দু’টো অপসারণ করেন কারণ এগুলো ক্ষতি করে, এবং সেইসাথে তিনি বিশুদ্ধ রোম বিশ্বাস-সূত্রকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অভিপ্রায় করেন। এটাও ভুলে যেতে নেই যে, তিনি এমন পরিস্থিতিতে প্রচার করেন যেখানে তাঁর মণ্ডলী আধা-আরিউসপন্থী ও কাথলিকদের মধ্যে বিভক্ত ছিল।

(১৭) সাম ২২:২; মথি ২৭:৪৬।

(১৮) ‘আরিউস-পন্থীরা’ যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। একথা ‘সাত্রামেত্তগুলি প্রসঙ্গ’-তেও আলোচিত (২য় পুস্তক ২২; ৫ম পুস্তক ১; ৬ষ্ঠ পুস্তক ১:৫, ১০; ২:৭ দ্রঃ)। কেননা আরিউস-পন্থীদের বিপরীতে বিশপ আন্সেজ কাথলিক মণ্ডলীর সমর্থিত বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়ান: তিনি অন্যত্র লিখেছেন, সেই ‘প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্র’ সৃষ্ট হোক যা রোম মণ্ডলী সর্বদা দুর্নীতি ছাড়াই রক্ষা করে’ (পত্র ৫২:৫); ‘আমি সবকিছুতে রোম মণ্ডলীকে অনুসরণ করতে চাই’ (সাত্রামেত্তগুলি প্রসঙ্গ, ৩:২)।

এই অনুচ্ছেদে, ‘সাবেল্লিউস’ নামও উল্লিখিত: লিবিয়া দেশের তলেমাইস শহরের এই সাবেল্লিউস ৩য় শতাব্দীর ভ্রাতৃত্ববাদী; তার মতবাদ, নিচে, ২০ নং টীকায়, আলোচিত।

(১৯) ‘বিশ্বাস-সূত্র এইভাবে শুরু হয়’: এখানে তিনটা প্রধান ধফা বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু হয়। ‘নিগূঢ়ত্ব প্রথা’ অনুসারে (অর্থাৎ রহস্যময় বিষয়গুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রথা অনুসারে) শ্রুতিলেখকই বিশ্বাস-সূত্রকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করেন না। মোটা হাতের লেখা হল বিশ্বাস-সূত্র, ও ছোট হাতের লেখা হল বিশপ আন্সেজের ব্যাখ্যামূলক কথা।

এই অনুচ্ছেদে বিশপ আন্সেজ পিতা ও পুত্রের ঈশ্বরত্বের কথা তুলে ধরেন; ‘মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিস্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত’ (১ করি ৮:৬)। পিতা ও পুত্র উভয়েরই দ্বারা, যৌথ ভাবে, সাধিত সৃষ্টিকর্মই হল পিতা ও পুত্রের প্রভুত্বের ঐক্য।

(২০) ‘পাছে তারা আমাদের অপবাদ দিয়ে এমনটা বলে যে, আমরা পুত্রকে [পিতার সঙ্গে] এক ব্যক্তি বলে ঘোষণা করি’: উপরোল্লিখিত সেই সাবেল্লিউসের ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরত্বের সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে একীভূত করত; ঈশ্বর নানা ‘ধরন’ অনুসারেই ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সেই একমাত্র ব্যক্তি-ঈশ্বর সময় সময় পিতা-ভূমিকা, ও সময় সময় পুত্র ভূমিকা রাখতেন। এধারণার বিপক্ষেই বিশপ আন্সেজ ‘একমাত্র’ শব্দটা পিতা-ব্যক্তি ও পুত্র-ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করেন (অর্থাৎ, ‘একমাত্র’ পিতা ঈশ্বর ও ‘একমাত্র’ পুত্র যিশু খ্রিস্ট। আরও, যারা ‘এক-প্রভু’ সমর্থন করত, সেই ভ্রাতৃত্বপন্থীদের বিরুদ্ধে, বিশপ আন্সেজের ব্যাখ্যা অনুসারে, ‘প্রভু’ শব্দটা পিতা ও পুত্রের সেই ঈশ্বরত্বের উপরে জোর দেয়, যে-ঈশ্বরত্ব পিতা ও পুত্রের সমান অধিকার।

‘প্রভু’ যে ‘ঈশ্বরত্বকে’ নির্দেশ করে, তা এ বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত : ‘যে প্রভুকে ভালবাসে, তার পক্ষে কিছু অপসারণ করা উচিত নয়’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৫:৩)।

‘সেজন্য আমরা বলি, ‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু (... সেই খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি)’ : সাধু আলোজের যুক্তি বাংলায় তত স্পষ্ট নয় ; তা বুঝবার জন্য আমাদের এটা জানা দরকার যে, লাতিন ভাষায় ‘একমাত্র’ শব্দটা ‘পুত্রের’ আগে নয়, পরেই বসে, কেমন যেন আমরা বলতাম, ‘এবং তাঁর পুত্র, সেই একমাত্র, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি’ ; তাতে অবশ্যই একজন মনে করতে পারত, আমরা আমাদের প্রভুকে ‘একমাত্র প্রভু’ বলে সমর্থন করি

(২১) ‘মাংসটা কোনভাবেই ঈশ্বরত্বকে খর্ব করতে পারেনি’ : একথাও আরিউস-মতবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত, কারণ তারাই বলত, যিশুকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করলে পিতার ঈশ্বরত্বের খর্ব হয়।

(২২) লুক ২:১৪।

(২৩) ১ করি ১৫:২৪।

(২৪) পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরত্বের সমস্ত গুণাবলির অংশভাগী, এধারণা বারে বারে বলায় বিশপ আলোজ পিতার সঙ্গে পুত্র ও পবিত্র আত্মার সম-ঈশ্বরত্বকে প্রমাণ করেন। এসমস্ত কিছু বিশপ আলোজের লেখাগুলোতে বারে বারে ব্যবহৃত ‘কর্মকাণ্ড’ শব্দতে অন্তর্ভুক্ত। বিশপ আলোজের ভাষায় ‘পবিত্রীকরণ’ শব্দটা সেই সাক্রামেন্টগুলিকে নির্দেশ করে যেগুলো সাক্রামেন্ট-গ্রহণকারীদের পবিত্রীকৃত করে (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ৬:৫ দ্রঃ)।

(২৫) যোহন ১০:৩৮।

(২৬) ‘বিশ্বাস দ্বারাই’ : এক্ষেত্রে অর্থ দু’টো : ১) বিশ্বাস-সূত্রে বিশ্বাস কর ; ২) বিশ্বাস কর : পাপের ক্ষমা হবে।

(২৭) মথি ৯:২২; মার্ক ১০:৫২; লুক ১৭:১৯।

(২৮) ১ করি ১৫:৪ দ্রঃ।

(২৯) বিশপ আলোজের উদাহরণ বুঝবার জন্য এটা মনে রাখা উচিত যে, যা বাংলায় ‘বিশ্বাস-সূত্র’ বলে, সেই ‘সিম্বোলন’ গ্রীক ও লাতিন শব্দের অর্থ উদাহরণের উল্লিখিত ‘অবদান’ও বোঝাত। সেই অনুসারে, যে বণিকেরা নির্দিষ্ট ‘সিম্বোলন’ (অর্থাৎ অবদান) ক্ষেত্রে চালাকি করে তারা যেমন অবিশ্বস্ত বলে পরিগণিত, তেমনি যে খ্রিষ্টিয়ানেরা নিজেদের ‘সিম্বোলন’ (অর্থাৎ বিশ্বাস-সূত্র) অমান্য করে, তারাও অবিশ্বস্ত বলে পরিগণিত।

(৩০) প্রকাশ ১:৮ দ্রঃ।

(৩১) প্রকাশ ২২:১৮-১৯ দ্রঃ।

- (৩২) ‘যেমন বারোজন প্রেরিতদূত আছেন, তেমনি বিশ্বাসের বারোটা সূত্র আছে’: বিশপ আন্ড্রোজ হলেন প্রথম লেখক যিনি প্রত্যেক প্রেরিতদূতের নামেতে বিশ্বাস-সূত্রের একটা একটা সূত্র আরোপ করেন।
- (৩৩) ‘তোমাদের এটা ফেরৎ দিতে হবে’: চল্লিশাকালীন কাতেখেসিস গুলোর শুরুতে প্রার্থীদের কাছে যে বিশ্বাস-সূত্র ‘সম্প্রদান’ করা, অর্থাৎ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, চল্লিশাকালীন কাতেখেসিস শেষে ‘ফেরৎ অনুষ্ঠানে’ প্রার্থীরা তা ফেরৎ দিত, অর্থাৎ যা শিখেছিলেন তা মণ্ডলীর নিযুক্ত সেবাকর্মীদের সামনে আবৃত্তি করত।
- (৩৪) ‘পাছে তুমি দীক্ষাপ্রার্থীদের বা ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে তার পর্যালোচনা শুরু কর’: উপরোল্লিখিত সেই ‘নিগূঢ়তত্ত্ব প্রথা’ অনুসারে, যা অনুসারে বিশ্বাস-সূত্রের রহস্যময় কথা অন্য ধর্মের মানুষদের জানানো নিষেধ ছিল।

# সাক্রামেণ্ডগুলি প্রসঙ্গ ও রহস্যগুলি প্রসঙ্গ সংক্রান্ত বিস্তারিত ভূমিকা

এই ভূমিকা ‘সাক্রামেণ্ডগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ লেখা দু’টোই লক্ষ করে।

## মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

ভূমিকার এই বিশেষ অংশ সাধু আল্ভোজ, যেরুশালেমের সাধু সিরিল, সাধু জন খ্রিসোস্টমোস ও মল্লুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসের লেখাগুলোর ভূমিকায় স্থান পায় যেহেতু বিশেষভাবে এই চারজনই ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ লিখেছিলেন।

### ১। মিস্তাগোগিয়া

আজকালে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা সাক্রামেণ্ডগুলি বিষয়ক, বিশেষভাবে খ্রিস্টীয় দীক্ষার সাক্রামেণ্ডত্রয় তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেণ্ডত্রয় বিষয়ক কাতেখেসিস, ও উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীতি সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দেশ করে। আজকালের এই অর্থ প্রাচীনকালের অর্থের চেয়ে কেবল এতেই ভিন্ন যে, প্রাচীনকালে খ্রিস্টীয় দীক্ষার সাক্রামেণ্ড বলতে বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া বোঝাত না, শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই বোঝাত, কেননা দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেণ্ড বাপ্তিস্ম সাক্রামেণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্যই, খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে এমন সময়ও হল যখন ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দ এমন বৃহত্তর অর্থ বহন করত যা উপাসনাকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীতি লক্ষ করত, যার ফলে প্রবীণ (পুরোহিত) শ্রেণিভুক্তি ও রুগীদের লেপনও মিস্তাগোগিয়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হল।

‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দ  $\mu\upsilon\epsilon\omega$  (মুয়েও বা মিয়েও) গ্রীক শব্দ থেকে আগত যা প্রাচীন গ্রিস দেশে, খ্রিস্টমণ্ডলীর উদ্ভবের আগেও, সবসময় ধর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ছিল, ও অর্থ ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা দেওয়া ও ফলত ধর্মীয় রহস্যগুলিতে প্রার্থীদের প্রবেশ করানো বা দীক্ষা দেওয়া বোঝাত। এইভাবে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা সবসময়ই  $\mu\upsilon\sigma\tau\acute{\eta}\rho\iota\omicron\nu$  (মুস্তেরিওন বা মিস্তেরিওন) অর্থাৎ ‘রহস্য’,  $\mu\upsilon\sigma\tau\acute{\iota}\kappa\acute{o}\varsigma$  (মুস্তিকোস বা মিস্তিকোস)

অর্থাৎ ‘রহস্য সংক্রান্ত’ বা ‘রহস্যময়’, ও μύστικος (মুস্তেস বা মিস্তেস) অর্থাৎ ‘রহস্যগুণিতে দীক্ষিত’ শব্দগুলোর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

খ্রিস্টমণ্ডলীর আগমনে, গ্রীকভাষী পিতৃগণের মধ্যে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা নানা অর্থ বহন করত : আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে ও সাক্ষ্যদাতা বলে অভিহিত সাধু মার্কিমোসের কাছে শব্দটার অর্থ ছিল, যেকোন ধর্মক্রিয়া উদ্‌যাপন করা ; স্তুদিও-মঠের সন্ন্যাসী থেওদরসের কাছে উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা ; অরিগেনেস ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের কাছে সার্বিক অর্থে খ্রিস্টীয় দীক্ষায় সদ্য দীক্ষিতদের কাছে সেই দীক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান ; নিসার বিশপ সাধু থ্রেগরি ও নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু থ্রেগরির কাছে এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান ; আন্তিওখিয়া ও আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীগুলোর কাছে, পবিত্র শাস্ত্রে আবৃত ও মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে উদ্‌যাপিত রহস্যের লিখিত বা মৌখিক ব্যাখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, অরিগেনেস ও আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে ‘মিস্তাগোগিয়া’ বলতে পবিত্র শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও সেইসঙ্গে নূতন নিয়মে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পুরাতন নিয়মের ‘দৃষ্টান্তগুলো’, ও মণ্ডলীর প্রচার করা চরমকালীন বাস্তবতা সমূহ ব্যাখ্যা করা বোঝাত।

## ২। কাতেখেসিস

‘কাতেখেসিস’ (κατήχησις) : যে ধর্মশিক্ষা চল্লিশাকালে ও পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রদান করা হত, তা ‘কাতেখেসিস’ বলা হত ; এ গ্রীক শব্দটার অর্থ এমন আলোচনা বা উপদেশ বোঝায় যা শ্রোতাদের কানে দীর্ঘ দিন ধরে ধ্বনিত হতে থাকবে ; এই উদ্দেশ্যে যাঁরা উপদেশ দিতেন, তাঁরা নানা কথা-বিশেষ ব্যবহার করতেন ; যেমন ‘ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি’, ঈশ্বরের ‘অনির্বচনীয় অনুগ্রহ’, ‘সুশৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনাচরণ, ঈশ্বরের মঞ্জুর করা ‘অগণন’ মঙ্গল বা আশীর্বাদ, ইত্যাদি। এইভাবে, সবসময় একই শব্দ-বিশেষ ব্যবহার করার ফলে, শব্দগুলো শ্রোতাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকবে বলে আশা করা যেতে পারত।

কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু খ্রিস্টীয় দীক্ষা (অর্থাৎ বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া) বিষয়ক ছিল।

যে কাতেখেসিস পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দেওয়া হত, সেগুলো ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ (κατήχησις μυσταγωγική - কাতেখেসিস মিস্তাগোগিকে) বলে অভিহিত ছিল কারণ কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই কেন্দ্র করে দেওয়া হত।

বাপ্তিস্ম বিষয়ক এই বারোটা কাতেখেসিস বাদে বিশপ জনের বাকি কাতেখেসিস সবগুলো হারিয়ে গেছে।

অবশ্যই, বিশপ আন্সোজের বেলায় এটা স্বীকার্য যে, তিনি লাতিনভাষী হওয়ায় ‘মিস্তাগোগিয়া’ বা ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ গ্রীক শব্দগুলো কখনও ব্যবহার করেননি; কিন্তু যেহেতু তিনিও বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে দীক্ষা গ্রহণের পরেই সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করতেন, সেজন্য তাঁর ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ ও ‘সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ’ লেখাধর ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ বলে পরিগণিত।

### ৩। দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ হল বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতির একটা বিশেষ নাম যা বর্তমানকালের ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীনকালে প্রচলিত বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য প্রবর্তন করলেন। যেহেতু প্রাচীনকালের ব্যাখ্যাতাগণ, ব্যাখ্যা দানকালে প্রায়ই τύπος (তুপোস বা তিপোস অর্থাৎ ‘দৃষ্টান্ত’) গ্রীক শব্দ ব্যবহার করতেন, সেজন্য তাঁদের সেই পদ্ধতি আজকালে ‘তিপোস ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ তথা ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ বলে অভিহিত।

প্রকৃতপক্ষে নূতন নিয়মের মধ্যেও শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত, যেমন ‘আদম তাঁরই দৃষ্টান্ত’, অর্থাৎ আদম খ্রিস্টেরই τύπος (তুপোস) অর্থাৎ দৃষ্টান্ত (রো ৫:১৪); অন্যান্য পদ যা τύπος (তুপোস) / দৃষ্টান্ত শব্দটা ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করে, তা হল ১ করি ১০:৬, ১১।

আরও, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ ছাড়া, ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ বলে পরিচিত আরও একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যা যিশুর জন্মের আগেও ইহুদীরা ব্যবহার করত ও নূতন নিয়মে সাধু পল দ্বারা ও পরবর্তীকালে মণ্ডলীর পিতৃগণ দ্বারাও ব্যবহৃত ছিল। সেবিষয়ে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির লেখা দ্রষ্টব্য।

## বিশপ আন্দ্রোজের লেখাগুলোতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ

সর্বপ্রথমে এটা স্মরণযোগ্য যে, তাঁর লেখাগুলোতে, বিশেষভাবে ‘মিস্তাগোগীয়’ (রহস্যগুলি বিষয়ক) লেখাগুলোতে বিশপ আন্দ্রোজ তিনটা বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্কের উপরে, তথা পুরাতন নিয়ম, নূতন নিয়ম ও মণ্ডলীর উপাসনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানরীতির মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরে জোর দেন। তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরে জোর দেবার জন্য তিনি দু’টো পদ্ধতি ব্যবহার করেন, ১) দৃষ্টান্ত ভিত্তিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পদ্ধতি, ও ২) বিশেষ বিশেষ লাতিন শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতি, যেমন :

mysterion (মিস্তেরিওন) যার অর্থ ‘রহস্য’,  
figura (ফিগুরা) যার অর্থ ‘দৃষ্টান্ত’,  
umbra (উম্ব্রা) যার অর্থ ‘ছায়া’,  
forma (ফর্মা) যার অর্থ ‘রূপ’ বা ‘নকশা’,  
typus (তিপুস) যার অর্থ ‘ধরন’,  
imago (ইমাগো) যার অর্থ ‘প্রতিমূর্তি’,  
species (স্পেসিয়েস) যার অর্থ ‘বাহ্যিক চেহারা’,  
similitudo (সিমিলিতুদো) যার অর্থ ‘সাদৃশ্য’,  
sacramentum (সাক্রামেন্টুম) যার অর্থ ‘সাক্রামেন্ট’।

অবশ্যই, এ শব্দগুলোর মধ্যে বেশ ক’টা শব্দ রয়েছে যা বাইবেলেও ব্যবহৃত হয়েছিল, যেমন হিব্রুদের কাছে পত্রে; কিন্তু সেইকালে উল্লিখিত শব্দগুলো কম-বেশি পরিমাণে গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের অর্থও বহন করত। যাই হোক, এ শব্দগুলো আদৌ সমার্থক শব্দ ছিল না, বরং এক একটা শব্দ সাধারণত নিজ নিজ নির্দিষ্ট অর্থ অনুসারেই ব্যবহৃত ছিল।

বিশপ আন্দ্রোজ এই শব্দগুলো তিনটা লক্ষ্যে ব্যবহার করেন :

১) তিনি পুরাতন ও নূতন নিয়মের বাস্তবতা সমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যক্ত করেন (উদাহরণ স্বরূপ, পুরাতন নিয়মের মোশি হলেন ছায়া বা দৃষ্টান্ত, এবং নূতন নিয়মের প্রভু যিশু হলেন সেই ছায়া বা দৃষ্টান্তের সত্যকার বাস্তবতা বা পূর্ণতা) : এই ভাবে বিশপ আন্দ্রোজ পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শন করেন।

২) যেমন পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি প্রথম সৃষ্টি ও নূতন সৃষ্টির মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা একই শব্দগুলো দ্বারা প্রদর্শিত। নতুন সৃষ্টি

সেটাই যা ‘খ্রিষ্টে থাকার’ (২ করি ৫:১৭) মধ্য দিয়ে হয়; ‘নতুন সৃষ্টি’ যে কি, তা স্পষ্ট : নতুন সৃষ্টি হল খ্রিষ্টমণ্ডলী-কাল।

৩) কিন্তু শব্দগুলো বিশেষভাবে সাক্রামেন্টগুলির ঘটিত পরিভ্রাণের সঙ্গে মানব-ইতিহাসে বাস্তবেই ঘটা পরিভ্রাণের ঐক্য তুলে ধরে; অর্থাৎ, সাক্রামেন্টগুলি যে পরিভ্রাণ এনে দেয় ও যে পরিভ্রাণ বাস্তবে ঘটে, সেই পরিভ্রাণ এক। এ প্রক্রিয়া দু’টোর মধ্যকার ঐক্য-সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই উল্লিখিত শব্দগুলো ব্যবহৃত, যার ফলে সাধিত ঐক্য সাক্রামেন্টের বিশিষ্টতা বাতিল করে না, বাস্তব পরিভ্রাণের বিশিষ্টতাও বাতিল করে না।

আরও, উল্লিখিত শব্দগুলো ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ বলে অভিহিত সেই বিশেষ ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যা মিস্তাগোগিয়াকে চিহ্নিত করে। শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

• ‘রহস্য’: ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার’ লক্ষ্যই, বিবিধ ঘটনা বা ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজে বের করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সার্বিক পরিকল্পনার ঐক্য প্রদর্শন করা। তাতে ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ অতীত, বর্তমান ও ভাবী কাল একত্রিত করে; উদাহরণ স্বরূপ, সেকালে এধারণা প্রচলিত ছিল যে, খ্রিষ্টের আগমনের আগে পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের সেই ‘রহস্য’ অর্থাৎ সেই পরিকল্পনা গুপ্ত রাখত যা এখন প্রকাশ্য হয়ে ওঠে যখন মণ্ডলী পুরাতন নিয়ম পাঠ করে। এটাই ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োগে ব্যক্ত হয়, কেননা পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ‘অতীত’, নূতন নিয়মের বা মণ্ডলীর বর্তমান কালের সঙ্গে একত্রিত হয় (অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ করে)। তাই, বিশপ আন্সোজের জন্য ‘রহস্য’ বিশেষভাবে হল এমন উপায় যা দ্বারা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যায়।

অন্য কথায়, ঈশ্বরের পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন পুরাতন ও নূতন নিয়মের নানা ঘটনায় প্রদর্শিত : যখন মানুষ নানা ভাবে সাধিত ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে, তখন সে সেই ‘রহস্যই’ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ ‘রহস্য’ শব্দটা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরের কোনও কিছুই কখনও নির্দেশ করে না। ফলত, সেই ‘রহস্য’ খুঁজে বের করে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরের একমাত্র পরিকল্পনা আছে যা পরিভ্রাণ-ইতিহাসে নানা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাছাড়া মনে রাখা উচিত যে, ‘রহস্যগুলি’ শব্দটা, বহুবচনে, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ট দু’টোও নির্দেশ করে; ও ‘রহস্য’ শব্দটা, একবচনে, বাপ্তিস্ম বা এউখারিস্তিয়া নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে, নিচে, ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দের বিস্তারিত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

• **‘দৃষ্টান্ত’** : পুরাতন নিয়মের এমন ঘটনা বা ব্যক্তি তখনই ‘দৃষ্টান্ত’ বলে চিহ্নিত, যখন সেই ঘটনা বা সেই ব্যক্তি কেবল নূতন নিয়মেরই একটা ঘটনায় বা একজন ব্যক্তিতে সিদ্ধিলাভ করে; অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের ‘দৃষ্টান্ত’ বলে চিহ্নিত ঘটনা বা ব্যক্তি সাধারণ জ্ঞানের আলোতে উপলব্ধ হতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে সেই ঘটনা বা ব্যক্তি যে কেমন ভূমিকা রাখে তা আবৃত হয়ে থাকে, সেই ঘটনা ও ব্যক্তি অপূর্ণাঙ্গই হয়ে থাকে; কেবল নূতন নিয়মে সাধিত সিদ্ধিই পুরাতন নিয়মের সেই ‘দৃষ্টান্তের’ নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করে ও উপলব্ধ করে তোলে। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ‘রহস্য’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ কি এক নয়? না: ‘রহস্য’ ধারণা আমাদের বোঝাতে চায় যে, ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তি হল সার্বিক ভাবেই ঈশ্বরের একক পরিত্রাণের অভিব্যক্তি; অন্য দিকে ‘দৃষ্টান্ত’ ধারণা সেই একক পরিকল্পনায় স্থিত নানা রহস্যগুলির মধ্যকার সম্পর্ক ও সেগুলোর চরম সিদ্ধিও ব্যক্ত করে। ভাষাগত দিক দিয়ে, ‘দৃষ্টান্তের’ বাস্তব সিদ্ধি ‘সত্য’ অর্থাৎ সিদ্ধতাপ্রাপ্ত বাস্তবতা বলে অভিহিত। এর অর্থ এ যে, এক একটা ‘দৃষ্টান্তের’ মধ্যে সেটার নিজস্ব ‘সত্য’ উপস্থিত যা অজ্ঞাত, গুপ্ত, দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু ‘দৃষ্টান্তের’ সিদ্ধিক্ষেপেই সেই অজ্ঞাত, গুপ্ত ও অদৃশ্য ‘সত্য’ বিশ্বাসের আলোতে দৃশ্য, প্রকাশ্য ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। এক কথায়: ‘রহস্য’ অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা একক হওয়ায়, তা, বলতে গেলে, স্থিতিশীল; ও ‘দৃষ্টান্তগুলো’ বহুবিধ হওয়ায় সেই একক স্থিতিশীলতা গতিশীল ও বহুবিচিত্র করে তোলে। ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনা সেই একক ‘রহস্য’ মানব-ইতিহাসের নানা ঘটনায় নানা ‘দৃষ্টান্তের’ মধ্য দিয়ে নানাভাবে সিদ্ধিলাভ করে যতদিন না একক ‘রহস্যটা’ (পরিত্রাণ-পরিকল্পনা) চরম ও পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধি লাভ করে। তবে এধারণা ছাড়া এটা মনে রাখা উচিত যে, ‘দৃষ্টান্তের’ ‘সত্য’ অর্থাৎ দৃষ্টান্তের যা (নূতন নিয়মে) হওয়ার কথা দৃষ্টান্তের সিদ্ধিক্ষেপে আসে না, বরং, যেমন বলা হয়েছে, প্রতিটি দৃষ্টান্তের স্বীয় ‘সত্য’ সেই দৃষ্টান্তেই উপস্থিত ও দৃষ্টান্তের সিদ্ধিক্ষেপে কেমন যেন দৃষ্টান্ত থেকে বের হয়ে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত ঘটনা বা ব্যক্তিতে জ্ঞাত ও দৃশ্য হয়। আরও একটা প্রশ্ন: পুরাতন নিয়মের একটা ‘দৃষ্টান্ত’ কেমন করে নূতন নিয়মে তার যা হওয়ার কথা তথা তার নিজস্ব ‘সত্য’ (সিদ্ধি) ধারণ করতে পারে? উত্তর হল, কারণ যত ‘দৃষ্টান্ত’ ও সেগুলোর নিজস্ব ‘সত্য’ ঈশ্বরের একক পরিকল্পনা-রহস্যে আদি থেকেই বিদ্যমান।

‘রহস্য’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ এর মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষেত্রে, বিশপ আন্দ্রোজ প্রায়ই বলেন, ‘দৃষ্টান্তে রহস্য’ বা ‘রহস্যের দৃষ্টান্ত’: এতে তিনি বোঝাতে ইচ্ছা করেন যে, ‘দৃষ্টান্তে’

যে ‘রহস্য’ রয়েছে, দৃষ্টান্তের মধ্যস্থতা-ভূমিকাই সেই রহস্যকে প্রকাশ করা; ‘রহস্যের দৃষ্টান্ত’ ধারণা একই অর্থ বহন করে অর্থাৎ রহস্যে যা আবৃত, ‘দৃষ্টান্ত’ তা বোধগম্য করার জন্য ভূমিকা রাখে। ‘দৃষ্টান্ত’ শব্দের অর্থ ভালভাবে বোঝা দরকার, কারণ ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ শব্দটা অধিক ব্যহৃত।

• **‘ছায়া’** : ‘ছায়া’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ একই ধারণা মনে হতে পারে, অথচ শব্দ দু’টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কেননা ‘দৃষ্টান্ত’ সেই নূতন নিয়মেরও কোন না কোন ঘটনা বা ব্যক্তিকে লক্ষ করে যা একদিন সিদ্ধিলাভ করার কথা; অন্য দিকে ‘ছায়া’ কেবল পুরাতন নিয়মেরই কোন না কোন ঘটনা বা ব্যক্তিতে আরোপিত হতে পারে: সেই অনুসারে, উদাহরণ স্বরূপ, এটা বলা যেতে পারে যে, পুরা পুরাতন নিয়ম হল নূতন নিয়মের ছায়া। বা আরও সহজে বলা যেতে পারে, ‘ছায়া’ শব্দটা ‘পুরাতন নিয়ম’ ও পুরাতন নিয়মের ঘটনা বা ব্যক্তিদের বিকল্প শব্দ স্বরূপ। নূতন নিয়মও ‘ছায়া’ শব্দটা ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করে, যেমন কল ১:১৭; হিব্রু ৮:৫, ১০:১।

• **‘বাহ্যিক চেহারা’** : এই শব্দটা উপরোল্লিখিত ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘ছায়া’ ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, এই অর্থে যে, ‘বাহ্যিক চেহারা’ ‘দৃষ্টান্তের’ বাহ্যিক রূপ বর্ণনা করে, কিন্তু ‘দৃষ্টান্তের’ অন্তর্নিহিত ‘সত্য’ স্পর্শ করে না। পবিত্র শাস্ত্রে, পুরাতন বা নূতন নিয়মে হোক না কেন, যা যা কিছু সদৃশ, তা ‘বাহ্যিক চেহারা’ ধারণা দিয়েও চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাক্রামেন্ট ক্ষেত্রে শব্দটা খুবই ব্যবহৃত, কেননা ‘বাহ্যিক চেহারা’ শব্দটা সাক্রামেন্টগুলির দৃষ্টিগোচর বা স্পর্শযোগ্য দিক নির্দেশ করে।

• **‘প্রতিমূর্তি’** : শব্দটা ঐশ্বরিক প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের কাছে যা অগম্য, তা ‘প্রতিমূর্তি’ দ্বারা বোধগম্য ও দর্শনযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন, খ্রিষ্ট হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যেহেতু ঈশ্বর খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। কোন ‘প্রতিমূর্তির’ কোন ‘বাহ্যিক চেহারা’ থাকতে পারে না; বরং ‘প্রতিমূর্তি’ ও সেই ‘প্রতিমূর্তি’ যা প্রকাশিত করে অর্থাৎ প্রতিমূর্তির দ্বারা যা দর্শনীয়, সেই দু’টোর মধ্যে সত্তাময় সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ দু’টো অবিচ্ছেদ্য; সেই অনুসারে বিশপ আন্ড্রোজ ত্রিত্ব ক্ষেত্রে বলেন, যেহেতু পুত্র হলেন পিতার প্রতিমূর্তি, সেজন্য পিতা ও পুত্র ঈশ্বরত্বে সমান। এবিষয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে: সাধু পল বলেন, খ্রিষ্ট হলেন ‘অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি’ (কল ১:১৫): কিন্তু, যা অদৃশ্য, তার কেমন প্রতিমূর্তি থাকতে পারে? গ্রীক (প্লেটো) দর্শন অনুসারে জগতে সবকিছুই একটা সত্তার অধিকারী, যেমন সিংহ সিংহত্ব সত্তার অধিকারী, মানুষ মানব সত্তার অধিকারী, ইত্যাদি; এবং ‘প্রতিমূর্তি’ শব্দটা ঠিক

সেই সত্তা প্রকাশ করে, যার ফলে, একটা সিংহ ক্ষেত্রে প্রতিমূর্তিটা সেই সিংহের বাহ্যিক চেহারা বা গুণাবলি নয়, তার সিংহত্ব-সত্তাই দেখায়, ও যেকোন মানুষ ক্ষেত্রে প্রতিমূর্তিটা এক একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি গুণাবলি নয়, কিন্তু তার সাধারণ মানব-সত্তা দেখায়। তেমনিভাবে, সাধু পলের সেই বাণী ক্ষেত্রে, পিতা ও পুত্র উভয়ই ঈশ্বরত্ব-সত্তার অধিকারী হওয়ায়, পিতার প্রতিমূর্তি হিসাবে পুত্র পিতার চেহারাকে নয়, তাঁর ঈশ্বরত্ব-সত্তাকেই দেখান। সুতরাং, প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি, ছবি ইত্যাদি শব্দ একই অর্থ বহন করে না।

তবে, বিশপ আন্সেজ অনুসারে, একটা কিছু যেভাবে দেখতে অন্য কিছু হয় (অর্থাৎ, একটা কিছু যেভাবে অন্য কিছুর মত হয়) , তা ‘অনুকরণ’ বলে: উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিমূর্তি সেই খ্রিষ্টে পথ চলা বলতে সুসমাচার পালন করা, অর্থাৎ প্রতিমূর্তি সেই খ্রিষ্টের অনুরূপ হওয়া বোঝায়। বাপ্তিস্ম জনিত নবজন্মই তেমন খ্রিষ্টের অনুসরণ করা ও তাঁর অনুরূপ হয়ে ওঠা সম্ভব করে তোলে: এটাই বাপ্তিস্মের সাক্রামেন্টীয়তা বা সাক্রামেন্টীয় কার্যকারিতা, ও তেমন সাক্রামেন্টীয় কার্যকারিতার ফলে মানুষ ঈশ্বরের দিকে চলতে চলতে ঈশ্বরে রূপান্তরিত ও তাঁর অনুরূপ হয়।

• ‘সাদৃশ্য’: যেহেতু ‘প্রতিমূর্তি’ ও ‘সাদৃশ্য’ শব্দদ্বয় বাইবেলের একই পদে (আদি ১:২৬ দ্রঃ) পাশাপাশি উল্লিখিত (ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্টি করলেন), সেজন্য, হয় তো, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রাচীনকালে শব্দ দু’টো পরিপূরক অর্থে গণিত ছিল। যেভাবে বলা হয়েছে, সেই অনুসারে, ‘প্রতিমূর্তি’ ধারণা সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত; অন্যদিকে, বিশপ আন্সেজের লেখাগুলোতে, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সেই সাক্রামেন্ট দু’টোর ‘সাক্রামেন্টীয়তা’ বা সাক্রামেন্টীয় কার্যকারিতার নামান্তর। বিষয়টা সাধু পলের ব্যবহৃত ভাষায় সমর্থিত ও প্রমাণিত, কেননা তিনি বাপ্তিস্ম বিষয়ে বলেন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করায় মানুষ প্রভুর সঙ্গে ‘মৃত্যুর সাদৃশ্যে’ সংযুক্ত হয় (রো ৬:৫); ‘আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি’ সাধু পলের এবাণী ব্যাখ্যা করে বিশপ আন্সেজ বলেন, ‘মৃত্যুতেই’, এর অর্থ কী? অর্থ হল, যেমন খ্রিষ্ট মরলেন, তেমনি তোমারও পক্ষে মৃত্যুকে আশ্রয় করা উচিত; যেমন খ্রিষ্ট পাপের কাছে মরলেন ও ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত আছেন, তেমনি তোমারও পক্ষে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে পাপের আগেকার আকর্ষণের কাছে মরা উচিত ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা পুনরুত্থান করা উচিত। তাই মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু শারীরিক মৃত্যুর সত্যকার বাস্তবতায় নয়, কিন্তু সাদৃশ্যেই

মৃত্যু। কেননা যখন তুমি ডুব দাও, তখন মৃত্যু ও সমাধির সাদৃশ্য ধারণ কর, সেই ক্রুশের সাক্রামেন্ট গ্রহণ কর’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ২:২৩)।

এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশপ আন্দ্রেজ বলেন, ‘এমনটা হতে পারে তুমি বলবে, ‘আমি রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখতে পাই না’। কিন্তু সেই আঙুরসই রক্তের সাদৃশ্যের অধিকারী। কেননা তুমি যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ করেছ, তেমনি ভাবে তুমি মূল্যবান রক্তের সাদৃশ্যও পান কর’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ৪:২০)

এই ভিত্তিতে বিশপ আন্দ্রেজ এটা বলেন যে, যেহেতু বাপ্তিস্মে রয়েছে প্রভুর মৃত্যুর সাদৃশ্য, সেজন্য ধারণাটা এউখারিস্তিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ এউখারিস্তিয়াও প্রভুর মৃত্যুর সাদৃশ্য, যেহেতু আঙুরস হল প্রভুর রক্তের সেই সাদৃশ্য যা প্রভুর মৃত্যুকে নির্দেশ করে।

তাই ‘প্রতিমূর্তি’ ও ‘সাদৃশ্য’ ধারণা দু’টো এক না হয়েও তবু অধিক সম্পর্কযুক্ত। ধারণা দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে বলা যেতে পারে: সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ‘প্রতিমূর্তি’ ধারণা একেবারে তাত্ত্বিক ধারণা; অন্যদিকে ‘সাদৃশ্য’ ধারণা তাত্ত্বিক ‘প্রতিমূর্তিকে কেমন যেন ইন্দ্রিয়গোচর করে তোলে, ও সেইজন্য পিতৃগণের ধর্মতত্ত্বে ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সাক্রামেন্টগুলির সেই সাক্রামেন্টীয়তা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যা অদৃশ্য রহস্যকে দৃষ্টিগোচর করে। এক কথায়, এটা বলা যেতে পারে যে, সাক্রামেন্টগুলি ক্ষেত্রে ‘সাদৃশ্য’ বলতে সাক্রামেন্টীয়তা বা সাক্রামেন্টীয় কার্যকারিতা বোঝায়: ‘তুমি তা দেখেছ যা তোমার দেহের চোখ দিয়ে ও মানব-অনুভূতি দিয়ে দেখতে সক্ষম ছিলে; যা সাধিত হল, তা তুমি দেখনি, কিন্তু তাই দেখেছ যা দৃষ্টিগোচর। যা অদৃশ্য, তা, যা দৃশ্য, তার চেয়ে আরও বেশি মহৎ, কারণ ‘যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী’ (২ করি ৪:১৮; সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ১:১০)।

• ‘ধরণ’ শব্দটা, সাক্রামেন্ট তত্ত্ব ক্ষেত্রে ও বাইবেল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে, সেকালের পিতৃগণ দ্বারা সবচেয়ে ব্যবহৃত শব্দ ছিল; প্রকৃতপক্ষে সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ও মল্লুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস প্রায়ই কেবল এ শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু লাতিন পিতৃগণ, ফলত বিশপ আন্দ্রেজও সেই শব্দের স্থানে প্রায়ই ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘রূপ’ শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন।

• ‘সাক্রামেন্ট’ : শব্দটা ‘রহস্য’ শব্দের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রাখে, ও উভয় শব্দ পরিত্রাণ-ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত এবং সাক্রামেন্টগুলি ও মিস্তাগোগীয় শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত। বিশপ আন্সেজ বাইবেল-ইতিহাসে বহু ‘সাক্রামেন্ট’ দেখতে পান; অর্থাৎ, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এমন ইন্দ্রিয়গোচর নানা বাস্তবতা দ্বারা, তথা নানা ঘটনা ও ব্যক্তির মধ্যস্থতা দ্বারা প্রকাশ পায়, যা ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় গুপ্ত ও রহস্যময় বাস্তবতার ‘চিহ্ন’ হয়ে ওঠে; এই প্রসঙ্গে পুরাতন নিয়মের তেমন ‘সাক্রামেন্টগুলি’ (যা আজকালের তথাকথিত সাক্রামেন্টগুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না) নূতন নিয়মের দিকে, খ্রিষ্টেরই দিকে কেমন যেন আকর্ষণ করে।

আপাত দৃষ্টিতে, ‘সাক্রামেন্ট’ ধারণা ‘দৃষ্টান্ত’ ধারণার যতই কাছাকাছি ধারণা বলে মনে হতে পারে না কেন, তবু পার্থক্য স্পষ্ট, কেননা, যেমন উপরে বলা হয়েছে, ‘দৃষ্টান্ত’ ধারণা কেবল পুরাতন নিয়মে প্রযোজ্য ধারণা, কিন্তু ‘সাক্রামেন্ট’ পুরাতন ও নূতন নিয়মেও প্রযোজ্য ধারণা; বাস্তবিকই ‘সাক্রামেন্ট’ খ্রিষ্ট ও তাঁর মুক্তিদায়ী ক্রুশের বেলায়ও প্রযোজ্য, যেমন: খ্রিষ্টের ক্রুশ আমাদের ‘পরিত্রাণের সাক্রামেন্ট’, অর্থাৎ কার্যকর চিহ্ন। বাস্তবিকই এ শব্দ দ্বারা পুরাতন নিয়মের কতগুলো ‘দৃষ্টান্ত’ পূর্ণতা লাভ করে, যেমন, আদিপুস্তকের সেই যোসেফ যেমন আপন বিশ্বাসঘাতক ভাইদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তেমনি খ্রিষ্ট আপন ক্রুশের ‘সাক্রামেন্ট’ দ্বারা আমাদের লজ্জাকর অবস্থা থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন; আরও, আমাদের ত্রাণকর্তা কতগুলো সামসঙ্গীতে আপন যন্ত্রণাভোগের ‘সাক্রামেন্টগুলি’ প্রকাশ করলেন, কেননা সামসঙ্গীতে যা পূর্বচিহ্নিত হয়েছিল, তা সুসমাচারে সিদ্ধি লাভ করল। আরও, ‘সাক্রামেন্ট’ হিসাবে প্রভুর ক্রুশই সমস্ত পরিত্রাণ-ইতিহাসকে অর্থপূর্ণ করে, কেননা ক্রুশ দৃশ্যগত ভাবে সেই কাঠেই পূর্বলক্ষিত হয়েছিল যা মোশি তেতো জলে ফেললে সেই জলকে মিষ্ট করেছিল।

তাতে, যা একটু উপরে বলা হয়েছে, সেই অনুসারে এটা মনে নিতে হবে যে, ‘সাক্রামেন্টের’ প্রকৃত স্বীয় অর্থ হল ‘চিহ্ন’, এমন ‘চিহ্ন’ যা মানুষের কাছে যথেষ্ট বোধগম্য হলেও তবু তা ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মের মধ্যস্থ বা মাধ্যম বলে উপলব্ধি করা দরকার। তাতে ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্টের’ মধ্যকার পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেননা শব্দ দু’টোই প্রাচীন ইতিহাসে পূর্বসাধিত নানা চিহ্ন নির্দেশ করে, কিন্তু ‘রহস্য’ শব্দটা ঈশ্বরের সেই কর্মের অদৃশ্য ও অগম্য দিক তুলে ধরে, ও ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দটা সেই কর্মের বাহ্যিক দিকের উপরেই বেশি জোর দেয়। এই পার্থক্য বিশপ আন্সেজের এ বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত: ‘রহস্যের সাক্রামেন্ট’, যা, অন্য কথায়, ‘রহস্যময় বাস্তবতার

অভিব্যক্তি' বোঝায়। এক্ষেত্রে বিশপ আল্ভোজের কথা এ, 'এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে বাপ্তিস্মের আগেই ব্যক্ত করব বলে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে আমাদের বিষয়ে এমনটা মনে করা হত, ব্যাখ্যা করার চেয়ে আমরা বরং রহস্যগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছি। তাছাড়া, কোনও উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির খোদ আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক প্রবল ভাবেই প্রবেশ করবে' (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ২)। এতে 'রহস্যগুলি' ও 'সাক্রামেন্টগুলির' মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট দেখতে পাই: 'সাক্রামেন্টগুলি' শব্দটা সাক্রামেন্ট সম্পাদনের অনুষ্ঠানরীতিকে নির্দেশ করে, 'রহস্যগুলি' শব্দটা পবিত্র শাস্ত্রের রহস্যময় অর্থকে নির্দেশ করে। এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু একটু নিচে এটা দেখব যে, বিশপ আল্ভোজ সময় সময় 'রহস্য' ও 'সাক্রামেন্ট' শব্দ দু'টো সমার্থক শব্দ বলে ব্যবহার করেন।

## বিশপ আল্ভোজের মিস্তাগোগিয়া

উপরের অধ্যায়ের শেষ ব্যাখ্যা ছিল 'সাক্রামেন্ট' ধারণা বিষয়ক। এখন বিশপ আল্ভোজের মিস্তাগোগিয়ার (রহস্যগুলির অর্থাৎ বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়ার) ঐশতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু করার জন্য উপরে দেওয়া একটা অংশই বিশেষ উপকারে আসে। তাঁর 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' লেখা থেকে উদ্ধৃত অংশটা এ, 'এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে বাপ্তিস্মের আগেই ব্যক্ত করব বলে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে আমাদের বিষয়ে এমনটা মনে করা হত, ব্যাখ্যা করার চেয়ে আমরা বরং রহস্যগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছি। তাছাড়া, কোনও উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির খোদ আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক প্রবল ভাবেই প্রবেশ করবে'। একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়: সাক্রামেন্টগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য কেনই বা তিনি 'সাক্রামেন্ট' না বলে বরং 'সাক্রামেন্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য' বলেন? প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত, কারণ 'সাক্রামেন্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করব' এর আগে তিনি এমনটা বলেননি, 'রহস্যগুলির প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করব', কিন্তু বলেছিলেন,

‘রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলব’। এমনটা কি হতে পারে যে, ‘রহস্যগুলি’ ও সাক্রামেণ্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্যের’ মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে? হ্যাঁ, পার্থক্য রয়েছে।

উপরের একই অধ্যায়ে ‘রহস্য’ ক্ষেত্রে মূলত বলা হয়েছিল, ‘রহস্যই’ পরিত্রাণ, অর্থাৎ পরিত্রাণ-ইতিহাসের গভীরতম বিষয়বস্তু বহুল পরিত্রাণদায়ী ঘটনা দিয়ে গঠিত, ও সেই বিষয়বস্তু আজ মানবের কাছে ‘সাক্রামেণ্টের’ মধ্য দিয়ে অর্থাৎ উপাসনাকর্মের মধ্য দিয়ে লভ্য। তবে ‘সাক্রামেণ্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য’ হল ‘সাক্রামেণ্টের’ বা উপাসনারীতির লক্ষ্য, অর্থাৎ ‘রহস্য’ (তথা পরিত্রাণ) ও সাক্রামেণ্টের সেই মধ্যকার সংযোগ যা ইতিমধ্যে ‘সাক্রামেণ্টীয়তা’ বা ‘সাক্রামেণ্টীয় কার্যকারিতা’ বলে চিহ্নিত করেছি। কোনও কোনও স্থানে বিশপ আন্দ্রোজ এই ‘সংযোগের’ উপর জোর দেবার জন্য বিশেষ একটা শব্দ তথা ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা ব্যবহার করেন, সেই একই অর্থে যে অর্থে তিনি ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন: ‘এমনটা হতে পারে তুমি বলবে, ‘আমি রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখতে পাই না’। কিন্তু সেই আঙুরসই রক্তের সাদৃশ্যের অধিকারী। কেননা তুমি যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ করেছ, তেমনি ভাবে তুমি মূল্যবান রক্তের সাদৃশ্যও পান কর, যাতে রক্ত বিষয়ে কোন ঘৃণা না থাকে ও সেইসঙ্গে মুক্তিকর্মের মূল্য কার্যকারিতা রাখে। তাতে তুমি এটা শিখেছ যে, যা তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রিস্টের দেহ’ (সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ, ৪:২০)। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে, ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সাক্রামেণ্টের রূপ বোঝায় না; তাই, তিনি যদি সাক্রামেণ্টের রূপটা নির্দেশ করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি বলতেন, ‘সাক্রামেণ্টের বাহ্যিক চেহারা’, যে ‘বাহ্যিক চেহারা’ প্রকৃতপক্ষে হল ‘সাদৃশ্যের’ বিপরীত ধারণা, কেননা ‘সাদৃশ্য’ ধারণাটা সাক্রামেণ্টের সেই অদৃশ্য অগম্য দিক নির্দেশ করে যা ‘শিক্ষার’ মধ্য দিয়ে জ্ঞাতব্য (সেই উদ্ধৃতাংশে তিনি বলেন, ‘তাই তুমি শিখেছ যে, যা তুমি গ্রহণ কর’ ইত্যাদি)। প্রকৃতপক্ষে ‘সাক্রামেণ্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য’ ধারণাটা বিশপ আন্দ্রোজের বহু আগেও (যেমন অরিগেনেসের লেখায়ও) এই অর্থে ব্যবহৃত ছিল যা অনুসারে ‘সাক্রামেণ্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য’ বলতে সাক্রামেণ্টের অদৃশ্য অগম্য বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা বোঝায়।

এসমস্ত কিছু উপস্থাপন করার পরে, এই অধ্যায়ের উপসংহার স্বরূপ এটা বলা যেতে পারে যে, বিশপ আন্দ্রোজের মিস্তাগোগিয়ার লক্ষ্যই দীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে রহস্য-জ্ঞানে চালনা করা; অন্য কথায়, মিস্তাগোগিয়া এমন দীক্ষা-প্রক্রিয়ার মত যা উপাসনাকর্ম উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তকে সেই পরিত্রাণ-ইতিহাসে প্রবেশ করায় যা মানব-ইতিহাসে ঘটতে থাকে। বা আরও সংক্ষিপ্ত ভাবে:

মিস্তাগোগিয়া হল বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া উপাসনাকর্মের সেই নানা অনুষ্ঠানরীতি বিষয়ক দীক্ষা-প্রস্তুতি স্বরূপ যে অনুষ্ঠানরীতি হল রহস্যের বাস্তব রূপ স্বরূপ।

এজন্য এখন বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ক উপাসনাকর্মের নানা অনুষ্ঠানরীতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

### ১। ‘উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৩)

বিশপ আন্দ্রেজ ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ লেখায় সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ ঘ্রাণ কর যা সাক্রামেন্টগুলির প্রভাবে ফুৎকারের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই তোমাদের কাছে তুলে ধরেছিলাম, যখন উন্মোচন-রহস্য [অনুষ্ঠানরীতি] উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম, এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও (মার্ক ৭:৩৮), যাতে যারা অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৩): এখানে বিশপ আন্দ্রেজ অনুষ্ঠানরীতিকে ‘সাক্রামেন্ট’ ও ‘রহস্য’ বলে অভিহিত করেন। তবে শব্দ দু’টো কি একই অর্থ বহন করে, নাকি, যেমন ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করে এসেছি, শব্দ দু’টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

প্রশ্নের উত্তর বিশপ আন্দ্রেজের পরবর্তী কথায় পাওয়া যায়, কেননা সেই বধির ও বোবা মানুষের অলৌকিক আরোগ্যলাভ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তা ‘রহস্য’ বলে চিহ্নিত করেন, ‘আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই বধির ও বোবা মানুষকে নিরাময় করলেন’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৪): লক্ষণীয় বিষয়, সেই অলৌকিক ঘটনা পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত বিধায় প্রকৃতপক্ষেই পরিদ্রাণ-ইতিহাসের একটা ঘটনা (যেইভাবে উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল)। তাতে এটাও লক্ষণীয় যে, বিশপ আন্দ্রেজ মণ্ডলীর সম্পাদিত অনুষ্ঠানরীতি, ও বধির মানুষকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টের সাধিত অলৌকিক কর্মের মধ্যে সত্তাময় সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। ঘটনা দু’টোর মধ্যকার সত্তাময় সমতা এজন্যই নিশ্চিত, কেননা সেকালের ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’-পদ্ধতি বিষয়ে উপরে উল্লিখিত শব্দগুলোই তা যথার্থ বলে প্রমাণিত করে।

বস্তুতপক্ষে, যেমন উপরে বারবার বলা হয়েছে, ঈশ্বরের একক পরিদ্রাণ-পরিকল্পনা ইতিহাসের এমন নানা ঘটনা ও ব্যক্তি দিয়ে ঘটিত যা, সবগুলোই বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত

হওয়ায় অবশ্যই পরস্পর-পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কিত ও ঈশ্বরের একক পরিদ্রাণ-পরিকল্পনার সেই সিদ্ধির দিকে ধাবিত যেখানে সেগুলো এক একটাও সিদ্ধিলাভ করবে। অর্থাৎ, সেই নানা ও ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি এমন সত্তাময় সম্পর্কে একত্রিত, যে সত্তা হল খোদ পরিদ্রাণ (অর্থাৎ, একক পরিদ্রাণ-পরিকল্পনার মত সেই এক একটাও পরিদ্রাণদায়ী)। প্রাচীনকালের এই ধারণার ফলে, উপাসনাকর্মের যে অনুষ্ঠানরীতি একটা ঐতিহাসিক পরিদ্রাণদায়ী ঘটনা লক্ষ করে, সেই অনুষ্ঠানরীতি পরিলক্ষিত ঐতিহাসিক পরিদ্রাণদায়ী ঘটনার সত্তার অংশী হয়ে ওঠে; বা অন্য কথায়, ঐতিহাসিক পরিদ্রাণদায়ী একটা ঘটনার বৈশিষ্ট্য, উপাসনাকর্মের যে যে অনুষ্ঠানরীতি সেই ঘটনা লক্ষ করে, সেই ঘটনা অনুষ্ঠানরীতিকে নিজের বৈশিষ্ট্যের অংশী করে তোলে। এর অর্থ হল, ঐতিহাসিক পরিদ্রাণদায়ী ঘটনা ও সেটার সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানরীতি একক বাস্তবতা স্বরূপ দাঁড়ায়। ঐশতত্ত্বে যে প্রক্রিয়া ‘communicatio idiomatum’ (কম্মুনিকাতিও ইদিয়মাতুম) বলে পরিচিত, তা একপ্রকারে বিশপ আন্সেজের এখানে ব্যবহৃত ব্যাখ্যা-পদ্ধতির সমান।

যাই হোক, বিশপ আন্সেজ ঠিক এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন যখন সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত প্রভুর সম্পাদিত ‘রহস্যকে’ (অর্থাৎ, সেই বধির ও বোবা মানুষের আরোগ্যকে) ‘উদ্‌যাপন’ বলে চিহ্নিত করেন ও খ্রিষ্ট যা একদিন সম্পাদন করেছিলেন, তা মণ্ডলীর আজ-সম্পাদিত ‘এই রহস্য’ বলে চিহ্নিত করেন: তাতে এটা দাঁড়ায় যে, উপাসনাকর্মে মণ্ডলীর ‘উদ্‌যাপন করা’ অনুষ্ঠানরীতি যথার্থ ভাবে ‘রহস্য’ বলে চিহ্নিত করা যায়, অর্থাৎ যে বিশেষ শব্দ শাস্ত্রে বর্ণিত পরিদ্রাণ-ইতিহাসের একটা ঘটনা চিহ্নিত করে, সেই একই শব্দ তথা ‘রহস্য’ শব্দটা মণ্ডলীর সম্পাদিত কর্মও চিহ্নিত করে: উভয় কর্ম (প্রভুর আরোগ্যদান ও মণ্ডলীর অনুষ্ঠানরীতি) নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে ও একাধারে একীভূত। তাই, ‘রহস্যটা’ একক, যদিও খ্রিষ্টের সাধিত অলৌকিক কর্ম নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে ও মণ্ডলীর সম্পাদিত ‘এফ্ফাথা-রহস্য উদ্‌যাপনও’ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

## ২। ‘কতই না প্রাচীন এই রহস্য’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৯)

যখন বিশপ আন্সেজ এমনটা বলেন যে, বাপ্তিস্মে পবিত্র আত্মা কার্যকর ভাবেই ক্রিয়াশীল, তখন প্রমাণ স্বরূপ তিনি পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মার কার্যকর ক্রিয়াশীলতা উল্লেখ করেন: যেমন সৃষ্টিষ্কণে পবিত্র আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন (আদি ১:২ লাতিন পাঠ্য), তেমনি, বিশপ আন্সেজ বলেন, পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্মষ্কণে

উপস্থিত ও কার্যকর। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ বলে পরিচিত সেকালের বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা অনুসারে, একটা বিষয়ের উপরে অন্য একটা বিষয়কে স্থাপন করাটাই হল সেই বিশেষ ব্যাখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার ফলে, আমাদের ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যাতা যেমন পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকের উপরোল্লিখিত বাণী থেকে বাপ্তিস্মে পার হতে পারেন, তেমনি বাপ্তিস্ম থেকে আদিপুস্তকের সেই বাণীতেও পার হতে পারেন। এধরনের ব্যাখ্যার ফলে বিশপ আন্দ্রোজ বাপ্তিস্মকে সৃষ্টিলগ্নে স্থান দিতে পারেন। এই ভিত্তিতে ও এই অর্থেই তিনি বলেন, ‘ভেবে দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা জগতের উদ্ভব-লগ্নেও দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্বপ্রদর্শিত’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৯): এখানে বাপ্তিস্ম ‘সাক্রামেন্ট’ নয়, ‘রহস্য’ হিসাবেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, কেননা যে বাপ্তিস্ম প্রকৃতপক্ষে নূতন নিয়মেরই বিষয়, সেই বাপ্তিস্মের পূর্বকার দৃষ্টান্ত পুরাতন নিয়মেরই বিষয় বলে এমনকি বিশ্বসৃষ্টির একটা বিশেষ বিষয় বলেই উপস্থাপিত। ঠিক এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বিশপ আন্দ্রোজ বলতে পারেন, আদিলগ্নের বাপ্তিস্মতে যেমন, তেমনি আজকালের বাপ্তিস্মতেও পবিত্র আত্মা ক্রিয়াশীল ভাবে উপস্থিত। তেমন ব্যাখ্যা শেষে বিশপ আন্দ্রোজ জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ (অর্থাৎ ড্রুশ) দেখতে পাচ্ছ, কপোত লক্ষ করছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ করছ?’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ১০)। এই ব্যাখ্যার যুক্তি ব্যক্ত করা হোক: যখন বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীতিতে পবিত্র আত্মার কার্যকর উপস্থিতিই হল আদিপুস্তকের সেই ঘটনার প্রকৃত ও রহস্যময় অর্থ, তখন বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্টকে ‘রহস্য’ বলে চিহ্নিত করা আবশ্যিক, বিশেষভাবে এই কারণে যে, তেমন ঘটনা-রহস্য আজকালের ঘটনা নয় বরং এমন প্রাচীনকালেরই ঘটনা-রহস্য যা বিশ্বজগতের আদিলগ্নেই স্থিত।

**৩। এ এমন ‘রহস্য যা সেইসঙ্গে পবিত্রীকরণও’** (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৩:৫)

মিলান মণ্ডলীর বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমন অনুষ্ঠান যা রোম মণ্ডলী পালন করত না। যাই হোক, সেই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেউ না কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছিল এই ভিত্তিতে যে, পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান বিনম্রতা ও আতিথেয়তারই চিহ্ন হওয়ায় তা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে স্থান পাবার উপযোগী নয়, ফলত তেমন ‘প্রথা রহস্যেতে সম্পাদন করতে নেই, বাপ্তিস্মতেও নয়, নবজন্মতেও নয়’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৫): শব্দ তিনটা এটা একেবারে স্পষ্ট করে যে, উল্লিখিত সেই ‘রহস্য’ বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করে, ফলত, এপর্যন্ত উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অনুসারে এটা অনুমান করা যেতে পারত যে, ‘রহস্য’ শব্দের স্থানে ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দটাই ব্যবহৃত

হবে। পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানের সপক্ষে বিশপ আন্দ্রোজ বলেন, ‘একটা বিনম্রতা সংক্রান্ত ব্যাপার, অন্যটা (অর্থাৎ বাপ্তিস্ম) পবিত্রীকরণই সংক্রান্ত ব্যাপার’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৫); এবং পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান যে প্রকৃতপক্ষে পবিত্রীকরণ ঘটায়, সেই লক্ষ্যে তিনি মণ্ডলীর অনুষ্ঠানরীতি বর্ণনা না করে বরং সুসমাচারে বর্ণিত সেই পা ধোয়ানো ঘটনাই উল্লেখ করেন যা মণ্ডলীর প্রথার ভিত্তি স্বরূপ; তাতে এটা স্বীকার্য যে, প্রভুর সম্পাদিত পা ধোয়ানোটা অবশ্যই পবিত্রীকরণ বলে গণ্য, এবং তা যখন পবিত্রীকরণ বলে গণ্য, তখন তা অবশ্যই একটা ‘রহস্য’; ও যখন তা একটা ‘রহস্য’, তখন তা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে স্থান পাবার অবশ্যই উপযোগী, এবং উপসংহার স্বরূপ বিশপ আন্দ্রোজ বলেন, ‘রহস্যটা যে সেইসঙ্গে পবিত্রীকরণও, তার প্রমাণ স্বরূপ এটা শোন: আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই’ ((সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৩:৫)।

তাই বিশপ আন্দ্রোজের মতে সুসমাচারের পা ধোয়ানো বর্ণনা শুধু বিনম্রতার নয়, কিন্তু পবিত্রীকরণেরও অভিব্যক্তি: ‘সেই সমস্ত ধর্মময়তা দেখ, বিনম্রতা দেখ, অনুগ্রহ দেখ, পবিত্রীকরণ দেখ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই’, কেননা প্রভুর সঙ্গে ‘অংশের’ অধিকারী হওয়া বলতে প্রভুর ‘সহভাগিতায়’ থাকা বোঝায়। এসমস্ত যুক্তির জোরে বিশপ আন্দ্রোজ প্রমাণ করলেন, পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান পবিত্রীকরণ হওয়াতে তা নিজেই ‘রহস্য’ (অর্থাৎ তা সাক্রামেন্ট নয়)।

বিশপ আন্দ্রোজ ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’-তেও একই যুক্তি উপস্থাপন করেন, এমনকি আরও স্পষ্টভাবেই তা উপস্থাপন করেন, কেননা প্রভু যিশুর সম্পাদিত পা ধোয়ানো কর্মটা বিষয়ে আলোচনা করার পর তিনি তা ‘রহস্য’ বলে চিহ্নিত করেন: ‘যখন তিনি পিতরের কাছে এলেন ও পিতর বললেন, আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না, তখন পিতর রহস্যটি লক্ষ করলেন না আর সেইজন্য সেবাকর্মটা অস্বীকার করলেন’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৩১), এবং একথা বলার পর বিশপ আন্দ্রোজ ‘রহস্য’ যে কি, তা ব্যাখ্যা করেন: যেহেতু সাপ আদিমানুষের পায়ে কামড় দিয়েছিল, সেজন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাপ দূর করে দেওয়ার জন্য মানুষদের পা ধুয়ে দেওয়া একান্তই আবশ্যকীয় ব্যাপার: ‘পিতর শুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার ছিল, কেননা তিনি ছিলেন সেই প্রথম মানুষের পাপের উত্তরাধিকারী, যাকে সেসময়ে সাপ উল্টিয়ে দিয়েছিল ও ভুল করতে প্ররোচিত করেছিল। কাজেই তাঁর পা দু’টো ধৌত করা হয়, যাতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: বাস্তবিকই বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের পাপ মার্জনা করা হয়’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৩২)। অতএব, পা

ধোয়ানোটা একেবারে আবশ্যিকীয়, এবং এমন নিজস্ব সাক্রামেন্টীয় কার্যকারিতা বা সাক্রামেন্টীয়তার অধিকারী যা বাপ্তিস্মের সাক্রামেন্টীয়তার সমান, কেননা পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানরীতির ‘রহস্য’ এতেই স্থিত যে, বিনম্র সেবাকর্মের দ্বারাই প্রভু জগতের মুক্তিকর্ম সাধন করেছিলেন, ‘একইসময় এটাও লক্ষ কর যে, রহস্যটি বিনম্রতা-সেবাকর্মেই নিহিত, (...) বাস্তবিকই, (...) পরিত্রাণের স্বয়ং প্রণেতা নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৩৩)। ব্যাপারটা তেমনটা হলে, তবে এটাও পুনরায় প্রমাণিত যে, ‘রহস্য’ গভীরতর একটা বিষয়বস্তুকে তথা প্রভুর সাধিত ‘মুক্তিকর্মেই’ লক্ষ করে।

এক্ষেত্রে বিশপ আন্দ্রোজের বলার আরও কিছু আছে বটে; কিন্তু এবিষয়ে যা বলে এসেছি তা তাঁর যুক্তি যে সেকালের ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার’ সঙ্গে পূরা মিল রাখে, তা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট: বাকি কেবল একটা ধাপ রয়েছে, অর্থাৎ বিশপ আন্দ্রোজের এটা প্রমাণ করতে হবে যে, সুসমাচারে বর্ণিত পা ধোয়ানো প্রকৃতপক্ষে পবিত্রীকরণ ঘটায়: প্রমাণটা এইভাবে উপস্থাপিত: প্রভুর সম্পাদিত পা ধোয়ানোটা পবিত্র শাস্ত্রের এমন পরিত্রাণদায়ী ঘটনা, যা উপাসনাকর্মে উপনীত হয়ে নিজের পরিত্রাণদায়ী ক্ষমতা (অর্থাৎ প্রভুরই পরিত্রাণদায়ী ক্ষমতা) রাখে: বিশপ আন্দ্রোজের কাছে এর চেয়ে মহত্তর যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করা আর কি দরকার হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে কোন দরকার নেই, কেননা পবিত্র শাস্ত্রের একটা পরিত্রাণদায়ী ঘটনা মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে সম্পাদিত হলে তা উপাসনাকর্মে পরিত্রাণদায়ী করে তোলে: পা ধোয়ানো যেমন যখন সেইকালে প্রভুর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল তখন পবিত্রীকরণ ঘটিয়েছিল, তেমনি মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম যখন প্রভুর সম্পাদিত সেই পবিত্রকারী কর্মক্রিয়া পুনরায় বাস্তবায়িত করে, তখন সেই পরিত্রাণদায়ী ও পবিত্রকারী কর্মক্রিয়া সেকালের মতই আজও একইভাবে পরিত্রাণদায়ী ও পবিত্রকারী কার্যকারিতা রাখে।

#### ৪। ‘দ্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রীকৃত জল’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ১৪)

এবার সেই তিক্ত জল সংক্রান্ত বর্ণনা লক্ষ করা হবে যা মোশি তাতে এক টুকরো কাঠ ফেললে মিষ্ট হয়ে গেছিল (যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ)। উপরোল্লিখিত ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োগের ফলে, মারার যে তিক্ত জল মিষ্ট হয়ে গেছিল, সেই জল বাপ্তিস্মের জলেরই সমান হয়ে ওঠে যা কেবল রূপান্তরিত হওয়ার পরেই জীবনদায়ী হয়। মারার জলাশয়ে কাঠ ফেলবার সময়ে মোশি নবীয় ভূমিকা পালন করছেন যেনই পরিলক্ষিত, যার ফলে পুরাতন নিয়মের সেই ঘটনা এমন বিষয়েরই ‘দৃষ্টান্ত’ হয়ে ওঠে যা অনুসারে

বাপ্তিস্মে জল তখনই মাত্র পবিত্রীকরণের অধিকারী হয়ে ওঠে যখন ত্রুশের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসারে, মোশি যে জলে কাঠ ফেলেছিলেন, তেমন কর্মটা, ‘দৃষ্টান্তেই’, প্রকৃত ও সত্যকার বাপ্তিস্ম বলে গণ্য।

বিশপ আল্ভোজের ব্যবহৃত ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ একেবারে বাস্তবমুখী, যার ফলে, মোশির জলে কাঠ ফেলা-কাজটাও তিনি ‘বাপ্তিস্ম’ বলেন: ‘যখন বাপ্তিস্ম একটা দৃষ্টান্তে তত মহৎ প্রভাবের অধিকারী, তখন সত্যে (অর্থাৎ বাস্তবতায়) তা আর কতই না মহত্তর প্রভাবের অধিকারী হবে?’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ১৩)।

একই ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় বিশপ আল্ভোজ ‘সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ’-তে ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দ, ও ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’-তে ‘রহস্য’ শব্দ ব্যবহার করেন; সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গের পাঠ্য এ: ‘তাই জল তিক্ত, কিন্তু খ্রিস্টের ত্রুশ তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রামেন্ট গ্রহণ করার পর তা মিষ্টি ও সুপেয় হতে শুরু করে’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ১৩); ও রহস্যগুলি প্রসঙ্গের পাঠ্য এ: ‘মারা তিক্ত জলের উৎস ছিল: মোশি তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্টি হয়ে উঠল। কেননা প্রভুর ত্রুশের প্রচারিত বাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ত্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রীকৃত হলেই জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশি, অর্থাৎ নবী, যেমন সেই জলের উৎসে সেই কাঠ ফেলেছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ত্রুশের প্রচারিত বাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহের উদ্দেশে মিষ্টি হয়ে ওঠে’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ১৪)। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়: কেনই বা বিশপ আল্ভোজ এক স্থানে ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দ ও অন্য স্থানে ‘রহস্য’ শব্দ ব্যবহার করেন? এব্যাপারে তিনটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে: ১) সাক্রামেন্ট ও রহস্য শব্দদ্বয় একই অর্থ বহন করে; কিন্তু যদিও একথা সমর্থনযোগ্য যে, সাধারণ কথাবার্তায় শব্দ দু’টো সমার্থক শব্দ, তবু যে তাত্ত্বিক লেখায় এক একটা শব্দ নির্দিষ্ট স্বীয় ধারণা নির্দেশ করে, সেই লেখায় এই প্রথম উত্তর খাটে না। ২) সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গে বিশপ আল্ভোজ এমনি ‘সাক্রামেন্ট’ না বলে বরং ‘স্বর্গীয় সাক্রামেন্ট’ বলেন; তাই এমনটা হতে পারে যে স্বর্গীয় সাক্রামেন্ট বলায় তিনি প্রকৃতপক্ষে ‘রহস্য’ এর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন। ৩) যেহেতু ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ ‘সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ’ এর পরেই লেখা হয়েছিল, সেজন্য এমনটা অনুমান করা যেতে পারে যে, রহস্যগুলি প্রসঙ্গে তিনি ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দের স্থানে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই ‘রহস্য’ শব্দটা, সংশোধনই যেন, ব্যবহার করলেন। এক কথায়,

বিশপ আল্ভোজ ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্ট’ প্রায়ই ভিন্ন অর্থবাহক শব্দ বলে ব্যবহার করেন, কিন্তু তবুও সময় সময় শব্দ দু’টো একেবারে সমার্থক শব্দ।

তবু এক্ষেত্রে পাঠক/পাঠিকার মনে রাখা উচিত যে, সেইকালে ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দটা আজকালের অর্থ বহন করত না, বরং ‘সাক্রামেন্ট’ বলতে ‘রহস্য’ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝাত না। সেজন্য এই আলোচনার লক্ষ্য হল: যখন শব্দদ্বয় মূলত সমার্থক শব্দ, তখন কেনইবা বিশপ আল্ভোজ স্থানে স্থানে শব্দদ্বয় সমার্থক-নয় শব্দ বলে ব্যবহার করেন?

### ৫। ‘এটিই সেই মহৎ রহস্য’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ১৯)

সিরীয় নামান সংক্রান্ত ঘটনা ব্যাখ্যার শেষে, বিশপ আল্ভোজ দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের কথা প্রবিষ্ট করান যা মিস্তাগোগিয়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: তিনি সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের উপরে সেই নামানের সন্দেহসমূহ আরোপ করে এমনটা বলেন যে, জল শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার দ্বারাই কার্যকর হয়; তাই যখন নামান পবিত্র আত্মার কার্যকারিতা প্রাপ্ত জলে সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন, যে জলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন, বাপ্তিস্মের সেই জলও অবশ্যই কার্যকর হবে। এক্ষেত্রেই বিশপ আল্ভোজ দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের কথা উত্থাপন করেন: ‘এজন্যই তোমাকে আগে বলা হয়েছিল, তুমি যা দেখছিলে কেবল তা-ই বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমিও হয় তো বল, ‘এ কি সেই মহৎ রহস্য, কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি?’; হ্যাঁ, দৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে বিশ্বাস নয়, সন্দেহই হবে; বরং যিনি অদৃশ্য হয়ে জলের উপরে নেমে আসেন, সেই পবিত্র আত্মাই কার্যকর: ‘অতএব বিশ্বাস কর: জল ক্ষমতাশূন্য নয়’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ১৯, ২১)।

এটা স্পষ্ট যে, বিশপ আল্ভোজ এমনটা ইচ্ছা করেন না, বাপ্তিস্মপ্রার্থীরা যা চোখে দেখে তাই ‘সেই মহৎ রহস্য’ মনে করবে: তবে এটাও স্পষ্ট যে, চোখ যা দেখতে পায় না, তাই সেই মহৎ রহস্য। তবে, যখন ‘সাক্রামেন্ট’ সম্পাদনে, যা ‘প্রতিদিনও দেখতে পেতাম’, সেই দৃশ্য জলের বিপরীতে, পবিত্র আত্মা যা ঘটান, সেই অদৃশ্য বিষয়ই হল প্রকৃত ‘রহস্য’, তখন এটা দাঁড়ায় যে, দৃশ্য ‘সাক্রামেন্ট’ ও অদৃশ্য ‘রহস্যের’ মধ্যে পার্থক্য রয়েছে: দৃশ্য জল কার্যকর নয়, পবিত্র আত্মাই কার্যকর: বিশপ আল্ভোজের কথায়, ‘এতে জেনে নাও যে, (পবিত্র) আত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করতে পারে না’।

## ৬। ‘বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ট’ ও ‘নবজন্ম-রহস্য’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ২০)

যখন বিশপ আন্সেজ বলেন, ‘জল, রক্ত ও পবিত্র আত্মা : এ তিনটির একটিকে বাদ দিলে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ট আর থাকে না’, ও যখন তিনি বলেন, ‘একই প্রকারে, জল ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থাকে না’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ২০), তখন একেবারে একই ধারণাই ব্যক্ত করেন। তিনি নিজের ধারণা এই বাক্যে উপস্থাপন করেন, ‘বাপ্তিস্মে তিন সাক্ষী একমত : জল, রক্ত ও (পবিত্র) আত্মা’; তবে, প্রথম সাক্ষী সেই জল হল দৃশ্য অনুষ্ঠানরীতির একটা উপাদান; রক্ত ত্রুশকেই নির্দেশ করে; ও পবিত্র আত্মা হলেন খ্রিষ্টের অদৃশ্য দান। আরও, প্রথমটি হল সাক্রামেন্টীয় রীতি সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি হল ইতিহাস সংক্রান্ত যেহেতু তা প্রভুর ঐতিহাসিক মৃত্যুকে নির্দেশ করে; তৃতীয়টি হল আত্মিক বিষয়। তারপর বিশপ আন্সেজ এটা বলেন যে, এই তিনটির একটি না থাকলে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ট আর থাকে না, কেননা, ১) খ্রিষ্টের ত্রুশ না থাকলে তবে জল সাধারণ এমন পদার্থ মাত্র যার সাক্রামেন্টীয় কোন মূল্য নেই; ২) ত্রুশ থাকলে কিন্তু জল না থাকলে তবে প্রার্থী বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সেই প্রার্থী পরিত্রাণ-রহস্য গ্রহণ করে না : ‘একই প্রকারে, জল ছাড়া নবজন্ম-রহস্য থাকে না, কারণ জল ও আত্মা থেকে নতুন করে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যিশুর সেই ত্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত, তবু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করলে সে পাপক্ষমা পেতে পারে না, আত্মিক অনুগ্রহের মঙ্গলদানও পান করতে পারে না’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ২০)। সুতরাং ‘রহস্য’ সেই অদৃশ্য বিষয়বস্তুকে লক্ষ করে যা দৃশ্য সাক্রামেন্টের (অর্থাৎ সাক্রামেন্টীয় কর্মের) ফল। ফলত, এক্ষেত্রে ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্ট’ ভিন্ন অর্থ বহন করে।

## ৭। ‘তঁারা এই রহস্য আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ২৭)

এখানে বিশপ আন্সেজ মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম সম্পাদনকারী যাজকদের সঙ্গে নবী এলীয়কে তুলনা করে বলেন, যখন আমরা নবী এলীয়কে শ্রদ্ধা করি, তখন যেন অন্তত একই শ্রদ্ধায় সেই প্রেরিতদূত পিতর ও পলকে শ্রদ্ধা করি যঁারা আমাদের কাছে এই রহস্যগুলি সম্প্রদান করেছেন; এবং তিনি পর পরেই বলে চলেন, ‘মণ্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই যেখানে থাকে, সেখানে তিনি ...’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ২৭)। তবে এখানে ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্ট’ একই অর্থ বহন করে : শব্দ দু’টোই মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম নির্দেশ করে।

## ৮। ‘এসো, রহস্যের সত্য প্রতিষ্ঠা করি’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৫৩)

এখানে বিষয়বস্তুটা হল খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে রুটি ও আঙুররসের রূপান্তর। রুটি ও আঙুররসের পবিত্রীকরণ ঈশ্বরের প্রভাবশালী বাণীর উপরে স্থাপন করার পর বিশপ আন্দ্রোজ নিজের এমন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেন যা এউখারিস্তিয়া ও মাংসধারণের মধ্যকার সামঞ্জস্যের উপরে ভিত্তি করে; তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই দেওয়া উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং মাংসধারণ-রহস্যগুলোর মধ্য দিয়ে রহস্যের সত্য প্রতিষ্ঠা করি’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৫৩)।

‘মাংসধারণ-রহস্যগুলো’ সেই সমস্ত ঘটনা সংক্রান্ত যা প্রভু যিশুর সেই জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত যা প্রকৃতির প্রভাব ও প্রতাপ অতিক্রম করে; তাই বহুবচনেই উপস্থাপিত ‘মাংসধারণ-রহস্যগুলো’ প্রভুর জন্মের কথা শুধু নয়, কিন্তু মাংসধারণের সার্বিক রহস্যময়তাকেই নির্দেশ করে। অন্যদিকে, একবচনেই উপস্থাপিত ‘রহস্যের সত্য’ বাক্যটা স্পষ্টভাবেই এউখারিস্তীয় রহস্য নির্দেশ করে। তাই এখানেও ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দ দু’টো একই অর্থ বহন করে।

## ৯। উপসংহার

আমরা অবশ্যই এটা লক্ষ্য করেছি যে, বিশপ আন্দ্রোজ সময় সময় ‘রহস্য’ ও ‘সাক্রামেন্ট’ শব্দ দু’টো সমার্থক শব্দ, ও সময় সময় ভিন্ন অর্থ বহনকারী ধারণা বলে সমর্থন করেন। যখন তিনি বক্তব্যের নানা রহস্যময় দিক তুলে ধরতে অভিপ্রেত, তখন শব্দ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্যের উপরে জোর দেন; ও যখন বক্তব্যটা সার্বিক ভাবে উপস্থাপন করতে অভিপ্রেত, তখন তিনি শব্দ দু’টোকে সমার্থক শব্দ বলে ব্যবহার করেন। তাঁর মিস্তাগোগিয়ার (‘রহস্য-সাক্রামেন্ট’ বিষয়ক কাতেখেসিস) গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কেননা যখন এক হাজার বছর পরে অন্যান্য ঐশতত্ত্ববিদদের সঙ্গে প্রখ্যাত আকুইনোর সাধু টমাস সাক্রামেন্ট বিষয়ক ঐশতত্ত্ব সেকালের ঐশতত্ত্বের সঙ্গে কালোপযোগী করেন, তখনও, নেপথ্যে, বিশপ আন্দ্রোজ উপস্থিত ছিলেন।

## দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা-প্রয়োগ, অর্থাৎ সাক্রামেন্টীয়তা

### ১। পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর লক্ষ্যই, পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিষ্টের উপস্থিতির, ও মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে তাঁর উপস্থিতির মধ্যকার ঐক্যের উপরে আলোপাত করা।

বিশপ আন্দ্রোজের ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ এমন ভাবে ব্যবহৃত যা অনুসারে পুরাতন নিয়মের একটা বিষয় বা ব্যক্তির উপরে নূতন নিয়মের অন্য একটা বিষয় বা ব্যক্তিকে আরোপ করা যেতে পারে। সেই অনুসারে, পুরাতন নিয়মের মহাযাজকের উপরে এমন ‘যাজককে’ আরোপিত যিনি প্রতি বছর বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের জলকুণ্ডে চালনা করেন; এবং জলকুণ্ডটাও পুরাতন নিয়মের ‘দ্বিতীয় তাঁবুর’ উপরে আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে এটাও বলা যেতে পারে যে, পুরাতন নিয়মের একটা বিষয় বা ব্যক্তিকে নূতন নিয়মের একটা বিষয়তে বা ব্যক্তিতে একীভূত করা হয়, যেমন পুরাতন নিয়মের মহাযাজক মণ্ডলীর যাজকে কেমন যেন একীভূত হন, ও পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় তাঁবু মণ্ডলীর জলকুণ্ডে একীভূত হয়। এবিষয়ে অন্যান্য উদাহরণ রয়েছে, যেমন: আরোনের লাঠিকে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়: যেমন আরোনের শুকিয়ে যাওয়া লাঠি পুনরায় পুষ্পিত হয়েছিল, তেমনি যারা শুকিয়ে যাওয়া ছিল, সেই বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা বাপ্তিস্মের জলে পুনরায় পুষ্পিত হতে শুরু করে। তবে, আরোনের লাঠি পুরাতন নিয়মের তাঁবুরই জিনিস, নূতন নিয়মের জলকুণ্ডের জিনিস নয়; তাসত্ত্বেও, বিশপ আন্দ্রোজের চোখে আরোনের লাঠি জলকুণ্ডেই পুষ্পিত হয়, ‘এসমস্ত কথা বলার লক্ষ্য কি? লক্ষ্যটা এ, যাতে তোমরা সেই দ্বিতীয় তাঁবুর কথা বুঝতে পার যার মধ্যে যাজক তোমাদের প্রবেশ করিয়েছেন, যার মধ্যে মহাযাজক ‘বছরে একবার মাত্র’ প্রবেশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি সেই বাপ্তিস্মালয়েরই মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিয়েছেন যেখানে আরোনের লাঠি নতুন করে পুষ্পিত হয়েছিল: সেটা আগে শুকিয়ে গেছিল, পরে পুনরায় পুষ্পিত হয়েছিল’ (সাক্রামেণ্তগুলি প্রসঙ্গ ২:৪)।

‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োগে এমনটা করা সম্ভব যাতে পুরাতন নিয়মের একটা বিষয় নূতন নিয়মের বিষয়ের উপর আরোপ করা হয়, কেননা পুরাতন নিয়মের বিষয় নূতন নিয়মের বিষয়ের সঙ্গে একই বিষয় বলে গণ্য করা হয়; পুরাতন নিয়মের বিষয়টা থেকে যায় ও সেইসঙ্গে নূতন নিয়মের বিষয়েতে নতুন অভিব্যক্তি লাভ করে। তাতে নূতন নিয়মের বিষয়টা পুরাতন নিয়ম ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাখ্যামূলক মানদণ্ড হয়ে ওঠে এবং এর ফলে পুরাতন নিয়মের সেই বিষয়কে কার্যকারিতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে, অর্থাৎ সেই বিষয় ‘ছায়া’ বা ‘দৃষ্টান্ত’ থেকে ‘সত্য’ হয়ে ওঠে। সাক্রামেণ্তগুলি থেকে নেওয়া উপরের অংশটার শেষাংশ সাম ১:৩ দিয়ে শেষ হয়: যে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা ‘জলস্রোতের ধারে রোপিত হয়েছে’, তারা আর শুকিয়ে যাওয়া লাঠি নয়, বরং ‘ফল উৎপন্ন করতে শুরু করেছে’।

নামানের নিরাময়-কাহিনী দীর্ঘভাবে বর্ণনা করার পর বিশপ আন্সোজ জিজ্ঞাসা করেন, ‘তবে এটার অর্থ কী?’ এবং তেমনটা বলে তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়গুলোর মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা শুরু করেন: তিনি জিজ্ঞাসা করেন, পুরাতন নিয়মের সেই ঘটনার অর্থ কি, ও উত্তরে বাপ্তিস্মের সেই জলের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যে-জলের গুণাবলির একটা তালিকা দেন। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও নামানের নিরাময়ের উপরে বাপ্তিস্মের সাধিত নিরাময় আরোপ করা হয় ও নিরাময় দু’টো একমাত্র নিরাময় বলে গণ্য করা হয়, ‘তুমি জল দেখেছিলে, কিন্তু সমস্ত জল সুস্থ করে না, কিন্তু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের অধিকারী যে জল সেটাই সুস্থ করে তোলে’। তাতে এটা দাঁড়ায় যে, নামানের সেই ঘটনাই হল সেই কারণ যার জন্য বাপ্তিস্মের জল নিরাময়কারী জল বলে স্বীকৃত। এসব কিছু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের কারণেই বাপ্তিস্মের জলে ঘটে, এবং তাঁর অনুগ্রহ সেই পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় যিনি জলের পবিত্রীকরণ ঘটান। এটা ব্যাখ্যা করার জন্য বিশপ আন্সোজ যর্দনে প্রভু যিশুর বাপ্তিস্ম বর্ণনা করেন, ‘আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মের নমুনা স্থির করেছিলেন (...); অতএব, যখন বাপ্তিস্ম আমাদের খাতিরে, তখন নমুনাটা আমাদেরই জন্য সংস্থিত হল, আমাদের বিশ্বাসের নমুনা স্থির করা হল’ ((সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ ১:১৫-১৬)। এবং যেহেতু সাক্রামেণ্টগুলি ‘অনুকরণ’ বলে পরিগণিত হয়, সেজন্য খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম আমাদের বাপ্তিস্মের প্রতিষ্ঠা ও নমুনা (অর্থাৎ অনুকরণ) বলে পরিগণিত: যেমন পবিত্র আত্মা যর্দনের উপরে কপোত যেনই নেমে এসেছিলেন, তেমনভাবে তিনি আমাদের জলকুণ্ডের উপরেও নেমে আসবেন যাতে জলকুণ্ডটা পবিত্রীকৃত করতে পারেন ও পবিত্রীকৃত সেই জলকুণ্ড যেন নিরাময় করার ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে।

এক্ষেত্রে বিশপ আন্সোজ যর্দনে সম্পাদিত প্রভুর বাপ্তিস্ম ও মণ্ডলীতে সম্পাদিত বাপ্তিস্মের মধ্যকার সম্পর্কও ব্যাখ্যা করেন: তিনি আগে জিজ্ঞাসা করেন, কেন খ্রিষ্ট আগে ও পবিত্র আত্মা পরে যর্দনে নেমেছিলেন যখন বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানে আগে পবিত্র আত্মার নেমে আসার দ্বারা জল পবিত্রীকৃত করা হয় ও পরে প্রার্থীরা জলে নামে? উত্তরে তিনি ‘সাদৃশ্য’ ধারণার উপর নির্ভর করেন: উপরে ‘সাদৃশ্য’ বিষয়ে বলা হয়েছিল, ‘সাদৃশ্য’ শব্দটা সাক্রামেণ্ট-অনুষ্ঠানের দৃশ্য দিকের সঙ্গে নয়, কিন্তু সেটার অদৃশ্য দিকের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তথা সেটার সাক্রামেণ্টীয়তা বা সাক্রামেণ্টীয় কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই, যেহেতু প্রভুর গ্রহণ করা বাপ্তিস্ম ও মণ্ডলীর সম্পাদিত বাপ্তিস্ম ‘সাদৃশ্য’

সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেজন্য ঘটনা দু'টো দেখতে ভিন্ন হয়েও তবু প্রকৃতপক্ষে একই সাক্রামেন্টীয়তা বা কার্যকারিতার অধিকারী।

নামানের ব্যাপার বিষয়ে আলোচনা করার পর বিশপ আন্দ্রোজ আগের দিনের শাস্ত্রপাঠ তুলে ধরেন যা অনুসারে যেরুশালেমের জলকুণ্ডে একটা দূত নেমে এসে জল কাঁপিয়ে তুলতেন যাতে যে কেউ প্রথমে জলে নামত সে যেন যেকোন রোগ থেকে নিরাময় হতে পারত (যোহন ৫:৪ ইত্যাদি দ্রঃ)। বিশপ আন্দ্রোজের চোখে, যে দূত জলে নেমে যান, তিনি হলেন স্বয়ং খ্রিষ্টের 'দৃষ্টান্ত' (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ২:৩); এবং পর পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'একটি দূত কেন?' উত্তরটা প্রাচীন খ্রিষ্টতত্ত্বের একটা ধারণার উপরে ভিত্তি করে যা অনুসারে দু'টো বিষয় একীভূত করা হত; এক্ষেত্রে উত্তর এ, 'কারণ তিনি (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) নিজেই হলেন মহা সুমন্ত্রণার দূত' (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ ২:৪)।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হল এটা: বিশপ আন্দ্রোজ ধরে নেন, সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা এসব কিছুতে বিস্মিত, ও মনে মনে জিজ্ঞাসা করছে, জলকুণ্ডের 'জল কেন এখন কেঁপে ওঠে না?' কারণটা শোন: 'অবিশ্বাসীদের জন্য চিহ্ন, বিশ্বাসী যারা, তাদের জন্য বিশ্বাস'।

অবস্থা দু'টো (অর্থাৎ যেরুশালেমের জলকুণ্ড ও মন্ডলীর জলকুণ্ড) একই বিষয় বলে গণ্য হয় বিধায়ই সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা জল না কেঁপে ওঠার ব্যাপারে বিস্মিত। অবস্থা দু'টো যে একই, তা তো বাহ্যিক কোন সাদৃশ্যের উপরে নির্ভর করে না, বরং, যেমন আগেও বলা হয়েছে, সাদৃশ্যটা অদৃশ্য বিষয়টাই লক্ষ করে; এক্ষেত্রে অদৃশ্য বিষয় হলেন খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত হিসাবে সেই দূত যিনি জলে নেমে গেছিলেন, এবং বাপ্তিস্মের প্রকৃত বিষয়বস্তু হলেন খ্রিষ্টের সেই যন্ত্রণাভোগ যেখানে মানবজাতি পরিত্রাণ পায়।

তবে এতে এটা দাঁড়ায় যে, 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা' প্রয়োগে 'দৃষ্টান্ত' (দূত) ও 'সত্য' (খ্রিষ্ট) এক হয়ে ওঠেন। এসমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করার পর বিশপ আন্দ্রোজ পুরাতন নিয়মের উপরে মন্ডলীর প্রাধান্য ঘোষণা করেন, কারণ, যেরুশালেমের জলকুণ্ড ক্ষেত্রে, যে প্রথম জলে নামত, কেবল সেই নিরাময় হত, কিন্তু বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে, যারা জলকুণ্ডের জলে নামে, তারা সবাই পরিত্রাণ পায়।

বিশপ আন্দ্রোজ 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা' প্রয়োগে এমনটাও করেন যাতে পুরাতন নিয়মের বিষয়গুলো মন্ডলীর উপাসনাকর্মে, ও মন্ডলীর উপাসনাকর্মও পুরাতন নিয়মের

বিষয়গুলোতে আরোপিত করা যেতে পারে। সেই অনুসারে, বাপ্তিস্মের স্বীয় কার্যকারিতা বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্তের বেলায়ও আরোপিত হয়, কেননা যে তিক্ত জলে মোশি সেই টুকরো কাঠ ফেলেছিলেন, সেই জল মিষ্টি হয়; কিন্তু সেই কাঠ কার্যকর হয়েছিল কারণ কাঠটাও ছিল খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের ‘দৃষ্টান্ত’; তাই এটা বলা যেতে পারে যে, পুরাতন নিয়মের সেই তিক্ত জল খ্রিষ্টের ভাবী যন্ত্রণাভোগের কার্যকারিতা উপভোগ করছিল: ঈশ্বর মোশির সেই কাঠ প্রভুর আগমনের আগেও প্রভুর ক্রুশের ‘দৃষ্টান্ত’ বলে স্থির করেছিলেন বিধায়ই ভাবী ক্রুশের দৃষ্টান্ত সেই কাঠটা তিক্ত জলকে মিষ্টি করেছিল।

তাই বিশপ আন্সোজের ধারণায় ‘দৃষ্টান্ত’ও প্রকৃত ও সত্যকার বাপ্তিস্ম, যদিও ‘সত্য’ (অর্থাৎ বাস্তবতা) ‘দৃষ্টান্তের’ চেয়ে আরও বেশি কার্যকর: ‘তাই জল তিক্ত, কিন্তু খ্রিষ্টের ক্রুশ তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রামেন্ট গ্রহণ করার পরেই তা মিষ্টি ও সুপেয় হতে শুরু করে, এমনকি, যথার্থ ভাবেই তা মিষ্টি, যেহেতু দোষ সরিয়ে দেওয়া হল। তেমনি, যখন বাপ্তিস্ম একটা ‘দৃষ্টান্তে’ তত মহৎ প্রভাবের অধিকারী, তখন তা ‘সত্যে’ [অর্থাৎ বাস্তবতায়] আর কতই না মহত্তর প্রভাবের অধিকারী হবে?’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ২:১৩)। তাই, যখন বিশপ আন্সোজ তাঁর ব্যাখ্যায় প্রস্তাবিত সমস্ত দৃষ্টান্ত একত্র করেন, তখন সবগুলোকেই ‘বাপ্তিস্ম’ বলে অভিহিত করেন: ‘তাই তোমার কাছে রয়েছে একটা বাপ্তিস্ম; অন্য একটা (বাপ্তিস্ম) সেই জলপ্লাবনে রয়েছে; তোমার কাছে তৃতীয় একটা (বাপ্তিস্ম) রয়েছে, সেই সময়কার, যখন পিতৃপুরুষদের লোহিত সাগরে বাপ্তিস্ম হয়েছিল; তোমার কাছে চতুর্থ এক প্রকার বাপ্তিস্ম রয়েছে, সেই জলকুণ্ডে বাপ্তিস্ম, যখন জল কেঁপে উঠছিল’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ২:৯)।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’, ও ফলত ‘মিস্তাগোগিয়াও’, পুরাতন নিয়মের পরিদ্রাণদায়ী ঘটনাসমূহের, নূতন নিয়মের, ও মণ্ডলীর জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক আলোকিত করে; এই সম্পর্ক এমন যা সত্যকার ও প্রকৃত একত্বেরই সম্পর্ক (অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়মের ঘটনাগুলো ও ব্যক্তিগণকে, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীরও উপাসনাকর্মে সম্পাদিত অনুষ্ঠানরীতি গুলোকে একত্রে সম্পর্কিত করে), যদিও, যেমন বলা হয়েছে, নূতন নিয়মের ‘সত্যগুলো’, সিদ্ধতা ক্ষেত্রে, পুরাতন নিয়মের ‘দৃষ্টান্তগুলোকে’ অনেক বেশিই অতিক্রম করে।

‘দৃষ্টান্তগুলোর’ ব্যাখ্যা বাপ্তিস্মের স্বীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গেও তথা বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্টের স্বীয় অনুগ্রহের সঙ্গেও সম্পর্কিত। বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত জনেরা যাতে তাদের গৃহীত অনুগ্রহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে, সেই লক্ষ্যেও বিশপ আন্সোজ ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার’

উপরে নির্ভর করেন ও নানা ‘দৃষ্টান্ত’ ব্যবহার করেন, যেমন, ‘পবিত্র নবী দাউদ এই অনুগ্রহকে দৃষ্টান্তে দেখে তা বাসনা করেছিলেন। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর তিনি কেমন করে তা বাসনা করেছিলেন? আবার তাঁর কথা শোন, তিনি বলছেন, ‘তুমি হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দেবে, তবেই শুদ্ধ হব; তুমি আমাকে ধৌত করবে, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৪:৬)। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তটাই পুরাতন নিয়মের একটা সামসঙ্গীতকে বাস্তবের দেওয়া অনুগ্রহের কথা বলতে সক্ষম করে তোলে।

তাই, যখন নবী হিসাবে দাউদ বাস্তবের দেওয়া এই অনুগ্রহ দেখতে পেলেন যা মণ্ডলীতে আজ সম্পাদিত হচ্ছে, ও যখন সাম ৫১:৯ এই অনুগ্রহের কথা বলে, তখন আমাদের এ বিষয় স্বীকার করতে হয় যে, পুরাতন নিয়মের চিরস্থায়ী গুরুত্ব এতেই রয়েছে যে, পুরাতন নিয়ম সবই হল নূতন নিয়ম সংক্রান্ত একটা ভবিষ্যদ্বাণী, যা বিশপ আল্ভোজের ভাষায় ‘দৃষ্টান্তই’ বলে; এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, যখন পুরাতন নিয়ম খ্রিস্টিয়ানদের দ্বারা পাঠ করা হয়, তখন তা নূতন নিয়ম দ্বারা নিজের স্বকীয় সঙ্গতি হারায়। এর ফলে, যখন পরিত্রাণের বর্তমান বাস্তবতা পুরাতন নিয়মের নানা বাণী দ্বারা বর্ণনা করা হয়, তখন আজকালের পাঠ বা ব্যাখ্যা পুরাতন নিয়মের প্রকৃত পাঠ্যকে নয়, সেটার সত্যকার ও প্রকৃত অর্থই তুলে ধরে যা ইতিমধ্যে নূতন নিয়মে ও মণ্ডলীর উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করেছে।

## ২) ইহুদী ও খ্রিস্টিয়ান সাক্রামেন্টগুলি

এ বিষয়ে বিশপ আল্ভোজ বলেন, ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের যা কিছু প্রদান করা হয়েছিল, আমরা তো ইহুদীদের সেই রহস্যগুলিতে বিস্মিত হই: প্রথমে, সেই সাক্রামেন্টগুলির প্রাচীনতার জন্য; পরে, যাঁরা সেগুলি মঞ্জুর করেছিলেন, তাঁদের পবিত্রতার জন্য। আমি কথা দিচ্ছি, খ্রিস্টিয়ানদের সাক্রামেন্টগুলি ইহুদীদের সাক্রামেন্টগুলির চেয়ে আরও বেশি ঐশ্বরিক ও প্রাচীনতম’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ১:১১): এক্ষেত্রে দু’টো জিনিস লক্ষণীয়, ১) ইহুদীদের সাক্রামেন্টগুলি সেই ‘দৃষ্টান্তের’ ভূমিকা ধারণ করে যা বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বলা হয়েছে; ২) ‘ঐশ্বরিক’ ও ‘প্রাচীনতম’ শব্দ দু’টো ‘সত্য’ ধারণাকে নির্দেশ করে; সেইভাবে যেভাবে আগের অধ্যায়ে পুরাতন নিয়ম ছিল ‘দৃষ্টান্ত’ ও নূতন নিয়ম ছিল ‘সত্য’।

তবে, খ্রিষ্টিয়ানদের সাক্রামেণ্টগুলি যে ইহুদীদের সাক্রামেণ্টগুলির চেয়ে প্রাচীনতম, তা প্রমাণিত করার জন্য বিশপ আন্দ্রোজ মন্ডলীর সাক্রামেণ্টগুলি পুরাতন নিয়মে স্থাপন করেন। তেমন প্রমাণ একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে যেহেতু খ্রিষ্টিয়ান সাক্রামেণ্টগুলি নূতন নিয়মেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি এমনটা বলতে পারেন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে তিনি নূতন নিয়মের বাপ্তিস্মকেও পুরাতন নিয়মে স্থাপন করেছিলেন। তাই ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসারে তিনি বলেন, ‘পরে, সেই গজগজকারী ইহুদীদের জন্য আকাশ থেকে মান্না বর্ষন করলেন। কিন্তু তোমার জন্য এই রহস্যগুলির একটা দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছিল যখন আব্রাহাম জীবিত ছিলেন, যখন তিনি নিজের ঘরে সঞ্জাত তিন’শো আঠারোজন দাসদের জড় করেছিলেন ও রওনা হয়ে তাঁর বিরোধীদের ধাওয়া করেছিলেন ও নিজের প্রপৌত্রকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। পরে তিনি জয়ী হয়ে এসেছিলেন, যাজক মেক্সিসেদেক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ও রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করেছিলেন। সেই রুটি ও আঙুররস কার্ কাছে ছিল? আব্রাহামের কাছে তা ছিল না। তবে তা কার্ কাছে ছিল? সেই মেক্সিসেদেকেরই কাছে ছিল। তাই তিনি নিজেই সাক্রামেণ্টগুলির প্রণেতা’ (সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ, ৪:১০)। ‘দৃষ্টান্ত’ হওয়ায় পুরাতন নিয়মের উল্লিখিত ঘটনা পরবর্তীকালীন নূতন নিয়মের সাক্রামেণ্টগুলির কারণেই কার্যকর, ফলত, নূতন নিয়মের সাক্রামেণ্টগুলি পুরাতন নিয়মের ইহুদী সাক্রামেণ্টগুলির চেয়ে প্রাচীনতম। তেমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর সিদ্ধান্তটা প্রসারিত করা কঠিন ব্যাপার নয়: যখন নূতন নিয়মের সাক্রামেণ্টগুলি ইহুদীদের সাক্রামেণ্টগুলির চেয়ে প্রাচীনতম, তখন ভাবী খ্রিষ্টিয়ান জাতিও আগেকার ইহুদী জাতিরও চেয়ে প্রাচীনতম: ‘এটাও উপলব্ধি কর যে, খ্রিষ্টিয়ান জাতি ইহুদী জাতির আগে হতে লাগল: আমরা পূর্বনির্ধারণ গুণে, তারা নামে মাত্র’ (সাক্রামেণ্টগুলি প্রসঙ্গ, ৪:১১)।

একটু আগে বিশপ আন্দ্রোজ বলেছিলেন, ‘মেক্সিসেদেকই সাক্রামেণ্টগুলির প্রণেতা’, কিন্তু একথা একটা সমস্যা সৃষ্টি করে: যখন মেক্সিসেদেকই সাক্রামেণ্টগুলির প্রণেতা, তখন সাক্রামেণ্টগুলি-প্রতিষ্ঠায় খ্রিষ্টের ভূমিকার কি হয়? বিশপ আন্দ্রোজের উত্তর হিব্রুদের কাছে পত্রের উপর ভিত্তি করে, সেই যে পত্রে খ্রিষ্ট ও মেক্সিসেদেকের মধ্যে তুলনা করা হয়: ‘মেক্সিসেদেক কে? শাস্ত্র বলে, ‘তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকা নেই, তাঁর দিনগুলির আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই’ (হিব্রু ৭:৩) ... তিনি ‘ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ’। ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গীয় প্রজনন দ্বারা ‘মাতা ছাড়াই’ জন্ম নিলেন, কারণ তিনি পিতা সেই একমাত্র ঈশ্বর থেকে জন্ম নিলেন, ও সেইসঙ্গে ‘পিতা

ছাড়াই’ জন্ম নিলেন যেহেতু একটি কুমারী থেকে জন্ম নিলেন। (...) সবদিক দিয়ে ‘ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ’ সেই মেক্সিসেদেক যাজকও ছিলেন, কারণ খ্রিষ্টও যাজক, কেননা তাঁরই বিষয়ে শাস্ত্রে বলে, ‘তুমি মেক্সিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৪:১২)।

যে ‘সাদৃশ্য’ মেক্সিসেদেককে ও প্রভু যিশুকে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ করে, সেই সাদৃশ্যের জোরেই বিশপ আন্দ্রোজ মেক্সিসেদেককে ‘সাক্রামেন্টগুলির প্রণেতা’ বলে অভিহিত করতে পারেন; তাছাড়া মেক্সিসেদেককে ‘সাক্রামেন্টগুলির প্রণেতা’ বলাটাও তত কঠিন ব্যাপার নয় যেহেতু এই ব্যক্তিত্বদ্বয় প্রকৃতপক্ষে এক। কেননা, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসারে, তাঁদের মধ্যকার বন্ধন তথা সেই ‘সাদৃশ্য’ ধারণাটাই দু’টো ঘটনার বা দু’জন ব্যক্তির একত্ব ব্যক্ত করে।

‘দৃষ্টান্ত’ ধারণাও বিশপ আন্দ্রোজের এই মেক্সিসেদেক সংক্রান্ত আলোচনায়ই বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়: ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ দু’টোই এমনভাবে পরস্পর পরস্পর জড়িত হয় যার জন্য বলা যেতে পারে, ‘দৃষ্টান্ত’ ‘সত্যের’ অংশী, ‘সত্যও’ ‘দৃষ্টান্তের’ অংশী। সুতরাং, সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধনের ফলে ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্যের’ মধ্যে সত্তাময় একত্ব রয়েছে যদিও, দেখতে, ‘দৃষ্টান্তটা’ ‘সত্যের’ চেয়ে আলাদা মনে হতে পারে; কিন্তু তবু তেমন একত্ব মেনে নিলেও এটা সবসময়ই স্বীকার্য যে, ‘দৃষ্টান্তের’ তুলনায় ‘সত্যই’ অগ্রাধিকার রাখে। বিশপ আন্দ্রোজ এই ধারণা এইভাবে ব্যক্ত করেন, ‘যারা বলে ঈশ্বরের পুত্র কাল থেকে আগত, তারা কোথায়? এবং মেক্সিসেদেকের বিষয়ে এমনটা বলা হয়, তাঁর দিনগুলোর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই। যখন মেক্সিসেদেকের দিনগুলোর আরম্ভ নেই, তখন খ্রিষ্টের কি দিনগুলোর আরম্ভ থাকতে পারল? অথচ এটা সত্যের চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত নয় (অর্থাৎ দৃষ্টান্তের চেয়ে সত্যই বড়)। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, তিনি নিজেই ‘প্রথম ও শেষ’ (প্রকাশ ১:১৭): তিনি প্রথম, যেহেতু তিনি সবকিছুর প্রণেতা; তিনি শেষ: তাঁর যে শেষ হবে এজন্য নয়, বরং, তিনি সবকিছু নিজেতে অন্তর্ভুক্ত করেন (অর্থাৎ তিনি সবকিছুর সিদ্ধি ঘটান)’ (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৫:১)।

একথা স্বীকার্য যে, খ্রিষ্টের তুলনায় দু’ হাজার বছর আগেকার ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ ধারণাটা বোঝা আজকালে কঠিন; কেননা একজন এমনটা ধরে নিতে পারে যে, ‘দৃষ্টান্ত’ হিসাবে প্রকৃতপক্ষে সেই মেক্সিসেদেক বাস্তব নন, কেমন যেন তিনি খ্রিষ্টের একটা স্মারক-চিহ্ন মাত্র। কিন্তু তা নয়, কেননা যেমন বলা হয়েছে, দেখতে, ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ ভিন্ন হয়েও তবু সত্তার দিক দিয়ে এক: ‘দৃষ্টান্ত’ হিসাবে সেই মেক্সিসেদেক ও ‘সত্য’

হিসাবে সেই খ্রিষ্ট সমসত্তার অধিকারী, যদিও ‘সত্য’ হওয়ায় খ্রিষ্টই বড়। এমনকি, বিষয়টা যে দুরূহ, সেসম্পর্কে বিশপ আন্সেজ নিজেও সচেতন, কেননা উপরের কথা বলার পর পরেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সেই মেক্সিসেদেক কে? উত্তর দেবার জন্য তিনি ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে ইঙ্গিত পেয়ে মেক্সিসেদেকের উপরে ‘প্রথম ও শেষ’ সংজ্ঞা আরোপ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মেক্সিসেদেক সাধারণ একটি মানব হতে পারতেন না। তবে, তিনি একটি সাধারণ মানুষ না হলে তবে তিনি কি? তিনি খ্রিষ্টের একটি ‘দৃষ্টান্ত’, ও ব্যাপারটা তেমনটা হলে, তবে ‘সত্য’ হিসাবে খ্রিষ্টের মত ‘দৃষ্টান্ত’ হিসাবে মেক্সিসেদেকেরও কোন আরম্ভ থাকতে পারে না, তাঁর কোন শেষও থাকতে পারে না; যার ফলে এটা দাঁড়ায় যে, ‘দৃষ্টান্ত’ হিসাবে সেই মেক্সিসেদেক নিজের পূর্ণ পরিচয় কেবল ‘সত্য’ হিসাবে সেই খ্রিষ্টেই লাভ করেন: ‘তিনি (অর্থাৎ মেক্সিসেদেক) প্রকৃতপক্ষে কে, তুমি কি তা বুঝতে পার? একটি মানুষ যখন নিজে থেকে প্রায়ই ধর্মপ্রাণ হতে পারে না, তখন সে কি ধর্মরাজ হতে পারে? যখন সে প্রায়ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তখন সে কি শান্তিরাজ হতে পারে?’ (রহস্যগুলি প্রসঙ্গ, ৪৬)।

তাই মেক্সিসেদেককে বা খ্রিষ্টকে ‘সাক্রামেন্টগুলির প্রণেতা’ বলে অভিহিত করায় কোন অসুবিধা নেই, কারণ পরস্পরের মধ্যে সেই ‘দৃষ্টান্ত’ ও ‘সত্য’ সম্পর্কটাই দু’জনকে একমাত্র প্রণেতা করে তোলে। এমনকি, বিশপ আন্সেজের এই যুক্তি অনুসারে, একজন খ্রিষ্টিয়ান এটা বলতে পারে যে, সে এমন সাক্রামেন্ট গ্রহণ করে যা মেক্সিসেদেকেরই অধিকার: ‘সুতরাং, যে সাক্রামেন্ট তুমি গ্রহণ করেছ, তা মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক-ই এক দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত যিনি বিশ্বাসের পিতা সেই আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন, যার অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তি তুমি শ্রদ্ধার চোখে দর্শন কর’।

এই প্রসঙ্গে বিশপ আন্সেজের আরও একটা ব্যাখ্যা রয়েছে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৩ নং সাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ধরে নেন, দাউদ তা এউখারিস্তিয়া বিষয়ে লিখেছিলেন তাঁর সেই নিজের অভিজ্ঞতার ফলে যা তিনি ‘দৃষ্টান্ত’ হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ও সেইজন্যই মণ্ডলী ২৩ নং সাম ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ অনুসারে ব্যাখ্যা ক’রে সেই ব্যাখ্যা এউখারিস্তিয়াতে আরোপ করতে পারে। বিশপ আন্সেজ তখনই এই ধারণা ব্যক্ত করেন যখন, যারা এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করার জন্য বেদির কাছে এগিয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘তাই তুমি বেদির কাছে এসেছ; তুমি খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করেছ। তুমি যে কেমন সাক্রামেন্ট প্রাপ্ত হয়েছ, তা নতুন করে শোন; শোন সেই পবিত্র দাউদকে, তিনি তো কথা বলছেন। এবং তিনি আত্মায় আগে থেকেই এই

রহস্যগুলি দেখেছিলেন, আনন্দিত হয়েছিলেন, ও এমনটা বলেছিলেন, তাঁর কোন কিছুও অভাব ছিল না। কেন? কারণ, যে খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না (যোহন ৬:৩৫) (সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ, ৫:১২)।

দাউদ যে প্রভু যিশুর এক হাজার বছর আগেকার মানুষ, তাতে আশ্চর্য কোনও বাধা দেখেন না, কেননা দাউদ ‘আত্মায় আগে থেকেই’ এই রহস্যগুলি-উদ্‌ঘাপন দেখেছিলেন। বিশপ আশ্চর্যের কাছে ‘আত্মায়’ তেমন অংশগ্রহণ একেবারে বাস্তবই ছিল: তাঁর মতে, যে কেউ তেমন সাক্রামেন্টীয় অভিজ্ঞতার পাত্র হয়েছিল, যারা খ্রিস্টের পরবর্তীকালের মানুষ সেই খ্রিস্টিয়ানদের তুলনায় সেই ব্যক্তি কোন কিছুতেই বঞ্চিত ছিল না।

সুতরাং, যখন দাউদ এউখারিস্তিয়ার প্রতি চোখ নিবদ্ধ রেখে সেই সাম রচনা করেছিলেন, তখন আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, পার্ঠের বিষয়ে ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক’ দৃষ্টিকোণটা রচয়িতার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলে তবে পার্ঠের সেই ব্যাখ্যা, পার্ঠের বিষয়ে নানা ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা বলে আর গণ্য হবে না, বরং সেই ব্যাখ্যাই প্রকাশ করবে পার্ঠের প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ দাউদ শুধুমাত্র সেই অভিপ্রায়েই ২৩ নং সাম রচনা করেছিলেন; বা অন্য কথায়, যেহেতু দাউদ ‘আত্মায় আগে থেকে’ এউখারিস্তিয়া দেখেছিলেন, সেজন্য তিনি এউখারিস্তিয়া বিষয়ে একটা সাম রচনা করতে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। যে কেউ কখনও এউখারিস্তিয়ার অভিজ্ঞতা করেনি, সে সেই সাম বুঝতে পারে না, তার কাছে সাম অস্পষ্ট থেকে যাবে: ‘আহা! তুমি কতবার ২৩ নং সামসঙ্গীত শুনেছ অথচ সেটার অর্থ বোঝনি! দেখ সামসঙ্গীতটা স্বর্গীয় সাক্রামেন্টগুলির ক্ষেত্রে কেমন উপযোগী: ‘প্রভু (মেষ) আমাকে খাওয়ান; অভাব হবে না আমার; আমায় তিনি স্থান দিলেন চারণমাঠে, আমায় চলনা করলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে, আমার প্রাণকে রূপান্তরিত করলেন। তিনি আমাকে ধর্মময়তার পথে চলনা করলেন তাঁর আপন নামের খাতিরে। কেননা মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচনি, এটিই আমাকে সান্ত্বনা দিল’। যষ্টি হল কর্তৃত্ব, পাচনি হল যন্ত্রণাভোগ: এটা খ্রিস্টের অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে, কিন্তু শারীরিকও যন্ত্রণাভোগ নির্দেশ করে; প্রথমটা (অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব) সৃষ্টি করল; দ্বিতীয়টা (যন্ত্রণাভোগ) মুক্তিকর্ম সাধন করল। ‘আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট তাদেরই বিরুদ্ধে যারা আমাকে কষ্ট দেয়; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রটি, আহা, কেমন

উৎকৃষ্ট'। এই ব্যাখ্যা ভিত্তি করে আমাদের স্বীকার করতে হবে, বিশপ আন্দ্রোজ নিজের 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা' কেবল বাহ্যিক বিষয় তথা সেই ভোজনপাট ও পানপাত্র শুধু নয়, প্রভুর সেই শারীরিক যন্ত্রণাভোগ ও খ্রিস্টের সেই অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বের ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করেন, সেই যে যন্ত্রণাভোগ ও ঈশ্বরত্ব তাঁর ব্যাখ্যায় হয়ে ওঠে সৃষ্টি ও মানব মুক্তিকর্মের প্রতীক। এক কথায়, ২৩ নং সামসঙ্গীতের এই ব্যাখ্যা এউখারিস্তিয়াকে উত্তমরূপে বর্ণনা করে।

যখন দাউদ বলেন 'অভাব হবে না আমার', তখন অভাবভোগ না করার কারণ এটাই যে, যারা খ্রিস্টের দেহ দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, তাদের 'আর কখনও তেষ্টা পাবে না'। তাই দাউদ যদিও কেবল 'আত্মায়ই' পুষ্ট হলেন, তবু নিঃসন্দেহেই সেই দেহকে সাক্রামেন্টীয় ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং কেবল 'আত্মায়ই' কমুনিয়ন করলেও তাঁর বাস্তব কমুনিয়ন-গ্রহণে কোনও ভাবে বঞ্চিত হননি। কেন? কারণ খ্রিস্টিয়ানদের এউখারিস্তীয় কমুনিয়নের স্বরূপ মূলতই সাক্রামেন্টীয় স্বরূপ। এজন্য, যারা এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ট গ্রহণ করতে এগিয়ে যায়, বিশপ আন্দ্রোজ তাদের কাছে আদর্শ রূপে নবী দাউদকেই তুলে ধরেন।

### ৩) উপসংহার: 'মিস্তাগোগিয়া' কি?

'মিস্তাগোগিয়া' শব্দের অর্থ সার্বিক ভাবে ভূমিকার শুরুতে দেওয়া হয়েছিল, তবু এই দীর্ঘ আলোচনার পরে, সেবিষয়ে আরও সূক্ষ্ম বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে: 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা' প্রয়োগ করে যে বাস্তব ও কার্যকর সাক্রামেন্ট-তত্ত্ব উপাসনা ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী করা হয়েছে, তাই মিস্তাগোগিয়া বলে। মিস্তাগোগিয়া রহস্যগুলি (সাক্রামেন্টগুলি) সংক্রান্ত এমন প্রক্রিয়া যাতে, পরিত্রাণ-ইতিহাসের ঘটনাগুলো বা ব্যক্তিগণ যেমন ঈশ্বরের সার্বিক ও একক পরিত্রাণ-পরিকল্পনার বাস্তবতা ও কার্যকারিতার পাত্র হয়েছিল, তেমনি আজকালের মানুষও যেন সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে একই বাস্তবতা ও কার্যকারিতার পাত্র হতে পারে। মিস্তাগোগিয়ার অনস্বীকার্য আরও একটা গুণ এটাই যে, তা কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ পবিত্র শাস্ত্র ও সাক্রামেন্ট দিয়ে গঠিত, অন্য কিছু নয়। কেননা, যখন ঈশ্বরের বাণী ছাড়া কোন সাক্রামেন্ট হয় না, তখন সেই সাক্রামেন্ট ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের বাণীর বাইরে যাওয়া দরকার হবে যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং যে ঐশবাণী সাক্রামেন্ট সৃষ্টি করে, সেই একই ঐশবাণীই তথা পবিত্র শাস্ত্রই তার সৃষ্ট সাক্রামেন্ট ব্যাখ্যা করুক। এবং যেমন দেখেছি, পবিত্র শাস্ত্র উপযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মিস্তাগোগিয়া নিজের উপায় বা মাধ্যম উপস্থাপন করে, তথা সেই 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক

ব্যাখ্যা' যা পবিত্র শাস্ত্রের বাইরে না গিয়ে বরং পুরাতন নিয়ম, নূতন নিয়ম, ও মণ্ডলীর সাক্রামেন্টীয় উপাসনা একীভূত করে ।

## সাক্রামেণ্তগুলি প্রসঙ্গ

‘সাক্রামেণ্তগুলি প্রসঙ্গ’, বা আরও সূক্ষ্মভাবে: ‘ষট্‌পুস্তক বিশিষ্ট সাক্রামেণ্তগুলি প্রসঙ্গ’ এমন রচনা যেখানে বিশপ আন্ড্রোজ পরপর ছয় দিন ধরে (পাস্কা-অষ্টাহের মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত) সদ্য দীক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে ছ’টা ক্ষুদ্র কাতেখেসিস প্রদান করেন। প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু হল:

- (১ম পুস্তক-৪র্থ পুস্তক ১২ অধ্যায়) পুরাতন ও নূতন নিয়মের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বাপ্তিস্মের কথা তুলে ধরেন। ব্যাখ্যা দিতে দিতে তিনি দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেণ্ত উপস্থাপন করেন যা গ্রহণে নবদীক্ষিতরা পবিত্র আত্মার সপ্ত দান গ্রহণ করে ও তাঁর মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয় (৩য় পুস্তক ৮-১০); তারপর তিনি পুনরায় বাপ্তিস্মের কথায় ফিরে যান।

- (৪র্থ পুস্তক-৫ম পুস্তক ১৭ অধ্যায়) তিনি সেই এউখারিস্তিয়া সাক্রামেণ্ত ব্যাখ্যা করেন যা পুরাতন নিয়মে মেক্সিসেদেকের নিবেদন করা রুটি ও আঙুররসে পূর্বপ্রদর্শিত; এরপর তিনি এউখারিস্তিয়াতে উপস্থিত খ্রিষ্ট সম্পর্কে কথা বলেন (৪র্থ পুস্তক ১৩-২০), মিসার এউখারিস্তীয় প্রার্থনা উল্লেখ করেন, ও এউখারিস্তীয় নানা প্রসঙ্গে কথা বলেন।

- (৫ম পুস্তক ১৮ অধ্যায়-৫ম পুস্তক ৩০ অধ্যায়): যেহেতু এউখারিস্তীয় প্রার্থনার পরে প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয়, সেজন্য তিনি তা ব্যাখ্যা করেন।

- (৬ষ্ঠ পুস্তক ১১ অধ্যায় পর্যন্ত): যেহেতু প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তির পরে কমুনিয়ন গ্রহণ করা হয়, সেজন্য তিনি পুনরায় এউখারিস্তিয়া প্রসঙ্গটা তুলে ধরে এইখারিস্তিয়াতে প্রভুর উপস্থিতির কার্যকারিতা সম্পর্কে কথা বলেন; ও ১২ অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা বিষয়ক নানা দিক তুলে ধরেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লেখাটা ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ এর মত, তবে ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ এর চেয়ে এটা আরও বিস্তারিত উপস্থাপনা দ্বারা চিহ্নিত। বাস্তবিকই বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীতি সংক্রান্ত বর্ণনা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ, ও এউখারিস্তিয়া-অনুষ্ঠানরীতিও আরও বেশি পূর্ণাঙ্গ। তাছাড়া প্রভুর শেখানো প্রার্থনার একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা রয়েছে ও প্রার্থনা বিষয়ক সাধারণ একটা আলোচনাও রয়েছে যা ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’-তে অনুপস্থিত। সম্ভবত এ ছ’টা কাতেখেসিস ৩৯০-৩৯২ সালের লেখা।

পুস্তকঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

## ১ম পুস্তক

বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিস।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) 'এফফাথা' অর্থাৎ 'উন্মোচন' অনুষ্ঠানরীতি
- ২) প্রথম তৈলাভিষেক ও দিয়াবলকে প্রত্যাখ্যান
- ৩) জলকুণ্ড ও জলের অর্থ
- ৪) ইহুদীদের ও খ্রিস্টিয়ানদের সাক্রামেন্টগুলি
- ৫) নামানের কাহিনী ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম
- ৬) লোহিত সাগর পার

### ১ 'এফফাথা' অর্থাৎ 'উন্মোচন' অনুষ্ঠানরীতি

১। যে সাক্রামেন্টগুলি তোমরা গ্রহণ করেছ, তা-ই আমার উপদেশের বিষয়বস্তু, ও সেবিষয়ে আগেই যুক্তিসঙ্গত আলোচনা দেওয়া আমার পক্ষে সমুচিত হত না, কেননা খ্রিস্টিয়ান মানুষে বিশ্বাসই প্রথম দাঁড়ায়। অতএব, রোমেও তারাই 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে; এবং আমাদের পিতা আব্রাহাম কর্মে নয়, বিশ্বাসেই ধর্মময়তাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই অনুসারে তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, তোমরা বিশ্বাস করেছ। কেননা অন্যথা ভাবা আমার পক্ষে অন্যায়, কেননা খ্রিষ্ট যদি তোমাদের আপন অনুগ্রহের যোগ্য গণ্য না করতেন, তাহলে তোমরা অনুগ্রহের কাছে আহূত হতে না।

২। তাই আমরা শনিবারে কি করেছিলাম? অবশ্যই, আমরা সেই উন্মোচন-অনুষ্ঠান (১) উদ্‌যাপন করেছিলাম। যখন যাজক (২) তোমার কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ করলেন, তখন উন্মোচন-রহস্যগুলি উদ্‌যাপিত হল। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তখন, সুসমাচারে, ঠিক তাই নির্দেশ করছিলেন, যখন বধির ও বোবা একটি মানুষকে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল ও তিনি তার কান ও মুখ স্পর্শ করেছিলেন (৩): তার কান স্পর্শ করেছিলেন কারণ লোকটা ছিল বধির; তার মুখ স্পর্শ করেছিলেন কারণ লোকটা ছিল

বোবা ; এবং তিনি বলেছিলেন, ‘effetha’ [এফেফথা] (৪)। এটা এমন হিব্রু শব্দ যা লাতিন ভাষায় ‘adaperire’ [আদাপেরিরে] বলে অনূদিত, যার অর্থ, ‘খুলে যাও’। তাই, যাজক যে তোমার কান স্পর্শ করলেন, এর কারণ ছিল, যেন তোমার কান যাজকের উপদেশ ও আবেদনের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

৩। কিন্তু তুমি আমাকে বলছ, ‘কেনই বা আমার নাসারন্ধ্র স্পর্শ করা হল?’ সেই ক্ষেত্রে, যেহেতু লোকটা বোবা ছিল সেজন্য তিনি তার মুখ স্পর্শ করেছিলেন যাতে করে, যেহেতু সে স্বর্গীয় রহস্যগুলির কথা বলতে অক্ষম ছিল, সেজন্য সে যেন খ্রিষ্ট থেকে বাকশক্তি পেতে পারে। আরও, সেই ক্ষেত্রে, লোকটা পুরুষ ছিল ; আমাদের ক্ষেত্রে : যেহেতু স্ত্রীলোকদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় ও প্রভুতে যে শুচিতা ছিল, দাসে সেই একই শুচিতা নেই (কেননা কেমন তুলনা হতে পারে যখন প্রথমজন পাপ ক্ষমা দান করেন ও দ্বিতীয়জন পাপের ক্ষমা পায়?), সেজন্য তাঁর কর্ম ও ভূমিকা দ্বারা মঞ্জুর করা অনুগ্রহের খাতিরে বিশপ মুখ নয়, কিন্তু নাসারন্ধ্রই স্পর্শ করেন। নাসারন্ধ্র স্পর্শ করা হয় কেন? যাতে তুমি অনন্তকালীন ধর্মভক্তির উত্তম সৌরভ গ্রহণ করতে পার, যাতে পবিত্র প্রেরিতদূতের বাণীমত বলতে পার, আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রিষ্টের উত্তম সৌরভ (৫), ও তোমাতে যেন বিশ্বাস ও ভক্তির সুবাস বিরাজ করে।

## ২ প্রথম তৈলাভিষেক ও দিয়াবলকে প্রত্যাখ্যান

৪। আমরা জলকুণ্ডের ধারে এসেছিলাম, তুমি প্রবেশ করেছিলে, তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল। তুমি যা দেখেছিলে, তা বিবেচনা কর ; যা বলেছিলে, তা বিবেচনা কর ; যত্ন সহকারে তা পুনরায় আবৃত্তি কর। একটি লেবীয় তোমার কাছে এগিয়ে এসেছিলেন, একটি প্রবীণ তোমার কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। তোমাকে খ্রিষ্টের লড়াইকারী হিসাবে তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল ; তুমি এই জগতের প্রতিযোগিতায় লড়াই করতে উদ্যত বলে তুমি তোমার লড়াইয়ের লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলে। যে লড়াই করে, প্রত্যাশা করার মত তার কিছুটা আছে ; যেখানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত, সেখানে জয়মালা

রয়েছে। তুমি তো জগতে লড়াই কর, কিন্তু খ্রিষ্টের দ্বারা মাল্যভূষিত হও। কেননা যদিও পুরস্কার স্বর্গে স্থিত, তবু পুরস্কার-প্রাপ্তি এইখানে রয়েছে।

৫। তিনি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তুমি কি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান কর?’ তখন তুমি কী উত্তর দিয়েছিল? ‘হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যান করি’; ‘তুমি কি জগৎ ও তার অভিলাষ প্রত্যাখ্যান কর?’ তখন তুমি কী উত্তর দিয়েছিল? ‘হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যান করি’। তোমার এসমস্ত কথা মনে রাখ, ও এমনটা হতে দিয়ো না, তোমার জামিনের ধারাবাহিকতা তোমার স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। তুমি যদি কোন মানুষকে তোমার ঋণপত্র দাও, তাহলে তার টাকা পাবার জন্য তুমি তাতে দায়ী; তুমি তাতে আবদ্ধ, ও তুমি অনিচ্ছুক হলেও ঋণদাতা তাতে তোমাকে আটকে রাখে। তুমি অস্বীকার করলে বিচারকের সামনে যাবে ও সেখানে তোমার জামিন দ্বারা কারারুদ্ধ হবে।

৬। তুমি কোথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে বা কার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে, তা বিবেচনা কর। তুমি একটি লেবীয়কে দেখেছিলে; কিন্তু তিনি খ্রিষ্টের সেবাকর্মী; তুমি তাঁকে বেদির সামনে সেবাকর্ম সম্পাদন করতে দেখেছিলে। সুতরাং, তোমার ঋণপত্র পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই সংরক্ষিত রয়েছে। তুমি স্বর্গীয় রহস্যগুলিকে কোথায় গ্রহণ করেছিলে, তা বিবেচনা কর। যদি খ্রিষ্টের দেহ এখানে থাকে, তাহলে স্বর্গদূতগণও এখানে মতায়ন করা আছে। তুমি সুসমাচারে পড়েছ, দেহ যেখানে থাকে, ঈগলও সেখানে থাকে (৬)। খ্রিষ্টের দেহ যেখানে রয়েছে, সেখানে সেই ঈগলপাখিও আছে যেগুলো পার্থিব সবকিছু এড়াবার জন্য ও স্বর্গীয় বিষয়গুলো অন্বেষণ করার জন্য উড়তে অভ্যস্ত। আমি কেন একথা বলছি? কারণ মানুষেরাও স্বর্গদূত, অর্থাৎ তারাই, যারা খ্রিষ্টের কথা প্রচার করে ও যাদের বিষয়ে এমনটা মনে হয়, তারা স্বর্গদূতদের স্থানে গৃহীত।

৭। এমনটা কেমন হয়? ধর, বাপ্তিস্মদাতা যোহন পুরুষ ও নারী থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। তথাপি শোন, কেননা তিনি নিজেও দূত, দেখ! আমি আমার দূত তোমার সম্মুখে প্রেরণ করছি, ও তিনি তোমার সম্মুখে তোমার পথ প্রস্তুত করবেন (৭)। আরও ধর। মালাখি নবী বলেন, কেননা যাজকের ওষ্ঠ সন্দর্ভান রক্ষা করে, এবং তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানের অন্বেষণ করে, কেননা তিনি সবর্শিক্তমান ঈশ্বরের বাণীদূত (৮)। আমরা

যেন যাজকের গৌরব ঘোষণা করি, এজন্যই এসমস্ত কথা বলা হয়; কোন কিছু যে ব্যক্তিগত কর্মের ফলে নিজস্ব বলে দাবি করা যেতে পারে, এজন্য নয়।

৮। তাই তুমি বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে; জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন: তৎপর হও! যে দেনাদার, সে সবসময় নিজের জামিনের কথা বিবেচনা করে। এবং তুমি যে খ্রিষ্টের কাছে বিশ্বাস বিষয়ে দেনাদার, সেই তুমি সেই বিশ্বাস রক্ষা কর যা অর্থের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান; কেননা বিশ্বাস হল অনন্তকালীন সম্পদ, অর্থ সাময়িকই সম্পদ। অতএব, তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তা সবসময় মনে রাখ, তবেই তুমি আরও বেশি সতর্ক হবে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে তোমার জামিনও রক্ষা করবে।

## ৩ জলকুণ্ড ও জলের অর্থ

৯। পরে তুমি আরও কাছে এগিয়ে গিয়েছিলে; তুমি জলকুণ্ডটা দেখেছিলে; জলকুণ্ডের উপরে যাজককেও দেখেছিলে। আমি তো এবিষয়ে সন্দেহ করতে পারি না যে, সেই সিরীয় নামানের যা মনে পড়েছিল, তা হয় তো তোমাদের মনেও পড়েনি, কেননা যদিও তিনি শুচীকৃত হয়েছিলেন, তবু আগে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন (৯)। কেন? বলছি; ধর:

১০। তুমি প্রবেশ করেছিলেন, জল দেখেছিলে, সেই যাজককে দেখেছিলে, সেই লেবীয়কে দেখেছিলে। পাছে দৈবাৎ কেউ বলে, 'এটা কি সব?' তবে, হ্যাঁ, এটাই সব, সত্যিই সেই সব, যেখানে সব নিরপরাধিতা রয়েছে, যেখানে সব ধর্মভক্তি, সব অনুগ্রহ, সব পবিত্রীকরণ রয়েছে। তুমি তা দেখেছ যা তোমার দেহের চোখ দিয়ে ও মানব-অনুভূতি দিয়ে দেখতে সক্ষম ছিলে; যা সাধিত হল, তা তুমি দেখনি, কিন্তু তাই দেখেছ যা দৃষ্টিগোচর। যা অদৃশ্য, তা, যা দৃশ্য, তার চেয়ে আরও বেশি মহৎ, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী (১০)।

## ৪ ইহুদীদের ও খ্রিষ্টিয়ানদের সাক্রামেন্টগুলি

১১। অতএব, এসো, আমরা প্রথমে বলি, (আমার একথা বন্ধক হিসাবে ধরে তার প্রমাণ সম্পূর্ণই আদায় কর), আমাদের পিতৃপুরুষদের যা কিছু প্রদান করা হয়েছিল, আমরা তো ইহুদীদের সেই রহস্যগুলিতে বিস্মিত হই: প্রথমে, সেই সাক্রামেন্টগুলির প্রাচীনতার জন্য; পরে, যাঁরা সেগুলি মঞ্জুর করেছিলেন, তাঁদের পবিত্রতার জন্য। আমি কথা দিচ্ছি, খ্রিষ্টিয়ানদের সাক্রামেন্টগুলি ইহুদীদের সাক্রামেন্টগুলির চেয়ে আরও বেশি ঐশ্বরিক ও প্রাচীনতম।

১২। ইহুদী জনগণ যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পার হয়েছিল, এর চেয়ে মহত্তর কীবা রয়েছে যার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বাপ্তিস্মের কথা বলব? অথচ, যে ইহুদীরা সেটার মধ্য দিয়ে পার হয়েছিল, তারা সবাই প্রান্তরে মারা গেছিল। কিন্তু যে কেউ এই জলকুণ্ডের মধ্য দিয়ে পার হয়, অর্থাৎ যে কেউ পার্থিব থেকে স্বর্গীয় বিষয়গুলোতে পার হয় (কেননা এটাই উত্তরণ, সুতরাং এটাই পাস্কা, অর্থাৎ ‘তাঁরই উত্তরণ’ (১১), পাপ থেকে জীবনে, অপরাধ থেকে অনুগ্রহে, কলুষ থেকে পবিত্রীকরণে উত্তরণ), এই জলকুণ্ডের মধ্য দিয়ে যে পার হয়, সে মরে না, বরং পুনরুত্থান করে।

## ৫ নামানের কাহিনী ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম

[২ রাজা ৫ দ্রঃ]

১৩। তবে সেই নামান কুষ্ঠে আক্রান্ত মানুষ ছিলেন। একটা তরুণী তাঁর স্ত্রীকে বলল, ‘আমার প্রভু যদি শুচীকৃত হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তিনি ইস্রায়েল দেশে যান, ও সেখানে এমন একজনকে পাবেন যিনি তাঁকে কুষ্ঠ থেকে মুক্ত করবেন’। তরুণী আপন কত্রীকে বলল, স্ত্রী আপন স্বামীকে বললেন, নামান সিরিয়া-রাজকে বললেন: তিনি নামানকে নিজের প্রসন্নতার পাত্র বলে ইস্রায়েলের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইস্রায়েল-রাজ শুনলেন, সেই মানুষকে কুষ্ঠ থেকে শুচীকৃত হবার লক্ষ্যে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল; তাতে তিনি নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। পরে নবী এলিশেয় তাঁকে আঞ্জা করেন, ‘কেন আপনি নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন কেমন যেন সেই

কুষ্ঠরোগীকে শুচীকৃত করার মত শক্তিশালী এমন ঈশ্বর নেই। তাঁকে আমার কাছে পাঠান'। তিনি তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এগিয়ে এলে নবী বলেন, 'যাও, যর্দনে নেমে যাও, ডুব দাও, ও তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে'।

১৪। তিনি মনে মনে ভাবতে ও বলতে লাগলেন, 'এটাই কি সব? আমি সিরিয়া থেকে যুদেয়া দেশে এসেছি, ও আমাকে বলা হচ্ছে, যর্দনে যাও, ডুব দাও, ও তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, কেমন যেন আমার নিজের দেশের নদনদী উত্তম নয়।' তাঁর দাসেরা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আপনি নবীর কথামত কাজ করেন না কেন? আপনি বরং তাই করুন ও চেষ্টা করুন।' পরে তিনি যর্দনে গেলেন, ডুব দিলেন, ও সুস্থ হয়ে বের হলেন।

১৫। তবে এটার অর্থ কী? তুমি জল দেখেছিলে, কিন্তু সমস্ত জল সুস্থ করে না, কিন্তু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের অধিকারী যে জল সেটাই সুস্থ করে তোলে। একটা হল উপাদান, অপরটা হল পবিত্রীকরণ; একটা হল কর্ম, অপরটা হল কর্ম-সম্পাদন। কর্ম জলের ব্যাপার, কর্ম-সম্পাদন পবিত্র আত্মারই ব্যাপার। জল সুস্থ করে না যদি না পবিত্র আত্মা না নেমে আসেন ও সেই জল পবিত্রিত না করেন, সেইভাবে, যেভাবে তুমি সেইক্ষেত্রে পড়েছিলে যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মের নমুনা স্থির করেছিলেন: তিনি যোহনের কাছে এসেছিলেন, ও যোহন তাঁকে বলেছিলেন, আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন! খ্রিষ্ট উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, 'এখনকার মত সম্মত হও, কেননা সমস্ত ধর্মময়তা এভাবেই সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন (১২)। লক্ষ কর, সমস্ত ধর্মময়তা বাপ্তিস্মে সংস্থিত।

১৬। তাই, কেনই বা খ্রিষ্ট নেমে এলেন, এই কারণে ছাড়া যে, যাতে এই মাংস শুচীকৃত হয়, সেই যে মাংস তিনি আমাদের মানবদশা থেকে আপন করে নিয়েছিলেন? কেননা যিনি কোন পাপ করেননি (১৩), সেই খ্রিষ্টের পক্ষে তাঁর কোন পাপ-প্রক্ষালন দরকার ছিল না, কিন্তু তা সেই আমাদেরই দরকার ছিল যারা পাপের অধীন হয়ে থাকি। অতএব, যখন বাপ্তিস্ম আমাদের খাতিরে, তখন নমুনাটা আমাদেরই জন্য সংস্থিত হল, আমাদের বিশ্বাসের নমুনা স্থির করা হল।

১৭। খ্রিষ্ট নেমে এলেন (১৪); বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহন কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর দেখ, পবিত্র আত্মা কপোতই যেন তাঁর উপরে নেমে এলেন। একটা কপোত নেমে

আসেনি, তিনি কপোত যেনই নেমে এলেন। আমি যা বলেছিলাম, তা মনে রাখ, খ্রিষ্ট মাংস ধারণ করলেন, ‘মাংসই যেন’ নয়, কিন্তু এই মাংসের সত্যকেই [অর্থাৎ বাস্তবতাকেই] ধারণ করলেন: খ্রিষ্ট সত্যিকারেই মাংস ধারণ করলেন। কিন্তু পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে, কপোতের সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবতায়] নয়, কিন্তু কপোতের আকারেই স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তাই যোহন দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন (১৫)।

১৮। খ্রিষ্ট নেমে এলেন; পবিত্র আত্মাও নেমে এলেন। কেনই বা খ্রিষ্ট আগে ও পবিত্র আত্মা পরে নেমে এলেন যখন বাপ্তিস্মের নমুনা ও ব্যবহার এমনটা দাবি করে, আগে জলকুণ্ড পবিত্রিত হবে, পরে যাকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার কথা, সে নামবে। কারণ যখন যাজক আগে প্রবেশ করেন, তখন তিনি জলসৃষ্টি অনুসারেই অপশক্তি বিতাড়ন অনুশীলন করেন; পরে তিনি একটা মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করেন যাতে জলকুণ্ড পবিত্রিত হয় ও অনন্তকালীন ত্রিত্বের উপস্থিতি কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু খ্রিষ্ট আগে নেমে এলেন, ও [পবিত্র] আত্মা অনুসরণ করলেন। কোন্ কারণে? যাতে এমনটা মনে হতে পারত যে প্রভু যিশুর পক্ষে পবিত্রীকরণ-রহস্যের দরকার ছিল এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি নিজেই যেন পবিত্রীকরণ সম্পাদন করতে পারতেন, ও পবিত্র আত্মাও যেন পবিত্রীকরণ সম্পাদন করতে পারতেন।

১৯। তাই খ্রিষ্ট জলে নেমে এলেন, ও পবিত্র আত্মা কপোতের মত নেমে এলেন; পিতা ঈশ্বরও স্বর্গ থেকে কথা বললেন: এখানে তোমার আছে ত্রিত্বের উপস্থিতি।

## ৬ লোহিত সাগর পার

২০। তাছাড়া, প্রেরিতদূত বলেন, সেই লোহিত সাগরে এই বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত ছিল: তিনি একথা বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষেরা, তাদের সকলের মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তিস্ম হয়েছিল (১৬), এবং তিনি বলে চললেন, এই সমস্ত কিছু তাঁদের বেলায় ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই (১৭), কিন্তু আমাদের বেলায় তা সত্যে [তথা বাস্তবতায়] ঘটে। পরে মোশি সেই লাঠি ধরলেন। ইহুদী জনগণ আটকে ছিল। মিশরীয়েরা অস্বসজ্জিত মানুষকে নিয়েই এগিয়ে আসছিল। হিব্রুৱা এক দিকে সাগর দ্বারা আটকে ছিল। তারা সাগর পার

হতেও পারত না, শত্রুর বিরুদ্ধে পিছনে ফিরতেও পারত না। তারা গজগজ করতে লাগল।

২১। লক্ষ কর, তাদের গজগজ যে শোনা যাচ্ছিল, তা তোমাকে উত্তেজিত না করুক। যদিও প্রভু শুনলেন, তবু যারা গজগজ করেছিল তারা নির্দোষ নয়। যখন তুমি আটকে পড়, তখন তোমারই কর্তব্য গজগজ না করে বরং এতে বিশ্বাস করা যে, তুমি রেহাই পাবেই: মিনতি করা, অনুরোধ করা, কিন্তু অভিযোগ ব্যক্ত করা নয়।

২২। মোশি একটা লাঠি ধরছিলেন, ও হিব্রু জনগণকে রাত্রিবেলায় একটা আলো-স্তুভে, দিনের বেলায় একটা মেঘস্তুভে চালনা করছিলেন। সেই আলো সত্য ছাড়া বা কি? বাস্তবিকই তা উন্মুক্ত ও স্পষ্ট উজ্জ্বলতা ছড়ায়। সেই আলোস্তুভ প্রভু সেই খ্রিষ্ট ছাড়া বা কি? তিনিই তো অবিশ্বস্ততার ছায়া দূর করে দিয়েছেন, ও মানব প্রবণতায় সত্যের ও অনুগ্রহের আলো সঞ্চার করেছেন। কিন্তু মেঘস্তুভটা অবশ্যই হলেন পবিত্র আত্মা। সেই জনগণ সমুদ্রে ছিল, ও আলোস্তুভটা আগে আগে চলছিল, পরে মেঘস্তুভটা পবিত্র আত্মার ছায়াই যেন পিছু পিছু চলছিল। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ: তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা ও সেই জল দ্বারা বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলেন।

২৩। সেই জলপ্লাবনেও (১৮), সেসময়েও, বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত ছিল, অথচ সেসময়ে ইহুদীদের রহস্যগুলি তখনও ছিল না। তাই, যখন এই বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত আগেই ছিল, তখন তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ যে, খ্রিষ্টিয়ানদের রহস্যগুলি ইহুদীদের রহস্যগুলির চেয়ে প্রাচীনতম।

২৪। কিন্তু আপাতত, আমার গলার দুর্বলতার খাতিরে ও সময়েরও খাতিরে, পবিত্র জলকুণ্ড থেকেও রহস্যগুলিকে আশ্বাদ করা আজকের মত যথেষ্ট হোক। আগামীকাল, যদি প্রভু কথা বলার ক্ষমতা ও সুযোগ দেন, তাহলে আমি এব্যাপারে আরও পূর্ণতর ভাবে এগিয়ে চলব। তোমাদের পবিত্রতার পক্ষে (১৯) প্রস্তুত কানের অধিকারী, এমনকি আরও বেশি তৈরী মনের অধিকারী হওয়া দরকার, যাতে করে, যা আমরা শাস্ত্রের ধারা থেকে সংগ্রহ করতে পারি ও তোমাদের কাছে ঘোষণা করব, তোমরা যেন সেই সমস্ত ধারণ করতে পার, এর ফলে যেন তোমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের

অধিকারী হতে পার : সেই ত্রিত্ব, চিরন্তন রাজ্য ঝাঁরই, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(১) ‘উন্মোচন-অনুষ্ঠান’ : যে অনুষ্ঠান মিলান মণ্ডলীতে পাস্কা-রাতে বাপ্তিস্ম দানকালে অনুষ্ঠিত হত, সেই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা প্রার্থীর কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ করতেন ঠিক যেইভাবে মার্ক ৭:৩৪-তে উল্লিখিত; এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করা হত যে, প্রার্থীর ইন্দ্রিয়গুলো সাত্রামেত্তগুলি ফলপ্রদ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করা হত।

(২) ‘যাজক’ : গোটা পুস্তক জুড়ে লেবীয়রা হলেন পরিসেবকগণ, যাজকেরা হলেন প্রবীণগণ (অর্থাৎ পুরোহিতগণ), ও মহাযাজক হলেন বিশপ যেহেতু সেইকালের ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক বাইবেল-ব্যাখ্যা’ অনুসারে পুরাতন নিয়মের লেবীয়রা, যাজকেরা ও মহাযাজক ছিলেন যথাক্রমে নূতন নিয়মের পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপের দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পূর্বচ্ছবি।

(৩) মার্ক ৭:৩২-৩৫ দ্রঃ। ‘এফ্ফাথা’ শব্দ থেকেই অনুষ্ঠানের নাম আগত।

(৪) ‘effetha (এফ্ফেথা)’ : প্রকৃতপক্ষে গ্রীক শব্দটা হল ‘এফ্ফাথা’ যা বিশপ আশ্বোজের সময়ে রোম মণ্ডলীতে ‘এফ্ফেথা’ বলে উচ্চারিত ছিল।

(৫) ২ করি ১৫ লাতিন পাঠ্য।

(৬) মথি ২৪:২৮ দ্রঃ।

(৭) মালা ৩:১ লাতিন পাঠ্য।

(৮) মালা ২:৭ লাতিন পাঠ্য।

(৯) ২ রাজা ৫:১ ইত্যাদি দ্রঃ।

(১০) ২ করি ৪:১৮।

(১১) ‘তঁরই উত্তরণ’, অর্থাৎ ‘প্রভুর উত্তরণ’; কেননা যাত্রা ১২:১১ লাতিন পাঠ্য অনুসারে ‘প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা’ শব্দের বদলে ‘প্রভুর উত্তরণ’ বাক্যটাই ব্যবহৃত।

(১২) মথি ৩:১৪-১৫।

(১৩) ১ পি ২:২২।

(১৪) মথি ৩:১৬, ১৭; মার্ক ১:১০, ১১; লুক ৩:২২ দ্রঃ।

(১৫) যোহন ১:৩৪; ২০:৮ দ্রঃ।

(১৬) ১ করি ১০:১, ২।

(১৭) ১ করি ১০:১১ দ্রঃ।

(১৮) আদি ৬:১২; ৯:১৭ দ্রঃ।

(১৯) শ্রোতারা ইতিমধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে বিধায় পবিত্রজন বলে অভিহিত, অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের পবিত্রতার অধিকারী।

## ২য় পুস্তক

বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিস।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) জলপ্লাবন
- ২) বেথ্সাথা জলকুণ্ডের সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত
- ৩) বাপ্তিস্মের নানা দৃষ্টান্ত বা পূর্বছবি
- ৪) বাপ্তিস্মের আরও বেশি দৃষ্টান্ত বা পূর্বছবি
- ৫) বাপ্তিস্ম-সূত্রটা ও পঞ্চাশতমী দিনে পবিত্র আত্মার আগমন
- ৬) মানব-পতন, ও বাপ্তিস্মের মুক্তিদায়ী অনুগ্রহ
- ৭) তিনবার বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ; ২য় তৈলাভিষেক

### ১ জলপ্লাবন

১। আমরা গতকাল এটা আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম যে, সেই জলপ্লাবনেও আগে থেকেই বাপ্তিস্মের একটা দৃষ্টান্ত স্থিত ছিল। জলপ্লাবন কি, এটা ছাড়া যে, তা হল এমন স্থান যেখানে ধর্মময়তাপ্রাপ্ত মানুষকে ধর্মময়তার বীজ-মাঠ হবার জন্য বাঁচিয়ে রাখা হয় ও যেখানে পাপের মৃত্যু হয়? তাই, মানুষদের পাপ বহুল ভাবে বৃদ্ধিশীল হচ্ছিল দেখে প্রভু বংশধর সহ সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখলেন, কিন্তু জলকে পাহাড়-পর্বতের উপরেও ছড়িয়ে পড়তে আদেশ দিলেন। এবং এইভাবে সেই জলপ্লাবনে মাংসের সমস্ত অবক্ষয় বিনষ্ট হল; কেবল সেই ধর্মপ্রাণ মানুষের বংশ ও নমুনাই অবশিষ্ট হল। বাপ্তিস্ম যা, সেই জলপ্লাবন কি ঠিক সেটার মত নয় যেখানে সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হয় ও কেবল ধর্মপ্রাণের মন ও অনুগ্রহ পুনরুৎপন্ন হয়?

২। প্রেরিতদূত ঘোষণা করেন, বহু ধরনের বাপ্তিস্ম রয়েছে, কিন্তু বাপ্তিস্ম এক (১)। কেন? কারণ বিধর্মীদের নানা বাপ্তিস্ম আছে, কিন্তু সেগুলো বাপ্তিস্ম নয়। নানা প্রক্ষালন আছে, কিন্তু সেগুলো বাপ্তিস্ম হতে পারে না। মাংস প্রক্ষালিত হয়, কিন্তু দোষ বিলীন হয়

না ; বরং সেই প্রক্ষালনে লোকে দোষ-আক্রান্ত হয়। ইহুদীদের মধ্যে নানা বাপ্তিস্ম ছিল : কতগুলো অনাবশ্যিক, অন্যগুলো দৃষ্টান্তেই বাপ্তিস্ম (২)। এবং ঠিক সেই দৃষ্টান্তেই আমাদের উপকারে এল, কেননা তা হল সত্যের একটা ইঙ্গিত।

## ২ বেথসাথা জলকুণ্ডের সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত

৩। গতকাল কি পাঠ করা হয়েছিল? পাঠ্য এটা ছিল, বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে যেতেন, ও যতবার সেই দূত নেমে যেতেন, ততবার জল কেঁপে উঠত; ও জল কেঁপে ওঠার পর যে প্রথম নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে সুস্থ হয়ে উঠত (৩)। এটা এমন, যা আমাদের আসন্ন প্রভু যিশু খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত চিহ্নিত করে।

৪। একটি ‘দূত’ কেন? কারণ তিনি [খ্রিস্ট] নিজেই হলেন মহা সুমন্ত্রণার দূত; ‘বিশেষ বিশেষ সময়ে’, অর্থাৎ এমন সময় যা শেষ ক্ষণের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, যেন তিনি ঠিক অস্ত্র ক্ষণেই দিন অতিক্রম করতে পারেন ও তার অস্ত্র ক্ষণ বিলম্বিত করতে পারেন। তাই, যতবার সেই দূত নেমে যেতেন, ততবার ‘জল কেঁপে উঠত’। হয় তো তুমি বলবে, ‘জল কেন এখন কেঁপে ওঠে না?’ কারণটা শোন: অবিশ্বাসীদের জন্য চিহ্ন, বিশ্বাসী যারা, তাদের জন্য বিশ্বাস (৪)।

৫। ‘যে কেউ প্রথম জলে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে সুস্থ হয়ে উঠত’। ‘প্রথম’, এর অর্থ কি? সে কি সময়ে বা সম্মানে প্রথম? অর্থ দু’টোই বুঝে নাও। সময়ের কথা ধরলে তবে ‘যে প্রথম নামত’, সে আগেই সুস্থ হয়ে উঠত, অর্থাৎ, বিধর্মীদের চেয়ে ইহুদী জনগণই আগে সুস্থ হয়ে উঠত। কিন্তু সম্মানের কথা ধরলে তবে ‘যে আগে নামত’, অর্থাৎ যে ঈশ্বরভীতি, ধর্মময়তার জন্য আগ্রহ, অনুগ্রহ, ভালবাসা ও শুচিতা জন্য প্রীতির অধিকারী ছিল, সেই বরং সুস্থ হয়ে উঠত। অথচ সেই সময়ে একজনমাত্রই ত্রাণ পেত; আমি বলছি, সেই সময়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে ‘যে আগে নামত’, সেই মাত্র সুস্থ হয়ে উঠত। আহা, এর চেয়ে সেই মণ্ডলীর অনুগ্রহ আর কতই না মহৎ যে-মণ্ডলীতে, যারা [জলকুণ্ডে] নামে, তারা সবাই পরিত্রাণ পায়।

[যোহন ৫:৩ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬। কিন্তু তোমরা রহস্যটা লক্ষ কর: আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেই জলকুণ্ডে আসেন। সেখানে বহু রোগী শুয়ে ছিল। এবং যেখানে একজনমাত্র নিরাময় হত, সেখানে যে বহু রোগী শুয়ে থাকত তা তো বলা বাহুল্য। পরে তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে বললেন, ‘নেমে যাও’। সে উত্তরে বলল, ‘আমার কেউ নেই’। লক্ষ কর সেই স্থান যেখানে তোমার বাপ্তিস্ম হয়, যেখান থেকে সেই বাপ্তিস্ম উৎপন্ন হয়: খ্রিষ্টের দ্রুশ থেকে, খ্রিষ্টের মৃত্যু থেকেই ছাড়া বাপ্তিস্ম আর কোথা থেকেই বা উৎসারিত হতে পারে? সেইখানে গোটা রহস্য রয়েছে, কেননা তিনি তোমার জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। তাঁরই মধ্যে তুমি মুক্তিপ্রাপ্ত; তাঁরই মধ্যে তুমি পরিত্রাণকৃত।

৭। সে বলল, ‘আমার কেউ নেই’। অর্থাৎ, যেহেতু একটি মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু ও একটি মানুষের মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান (৫), সেজন্য, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে কুমারী থেকে মাংস ধারণ করেছিলেন, যে এটা বিশ্বাস করত না, সে নেমে যেতে পারত না, পরিত্রাণ পেতে পারত না। কিন্তু এই যে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যিশুর প্রতীক্ষায় ছিল, তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছিল, প্রভু এমন মানুষকে প্রেরণ করবেন যিনি তাদের ত্রাণ করবেন (৬), সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ বলল, ‘আমার কেউ নেই’, এবং এইভাবে সুস্থতায় আসবার যোগ্য হল, কারণ যিনি আসল, সে তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখছিল। কিন্তু তবুও, সে যদি এটা বিশ্বাস করত যে, সে যাঁকে আসল বলে প্রত্যাশা করছিল তিনি ইতিমধ্যে এসেই গেছিলেন, তবে সে আরও উত্তম ও সিদ্ধপুরুষ হত।

## ৩ বাপ্তিস্মের নানা দৃষ্টান্ত বা পূর্বচ্ছবি

৮। এখন তুমি সেই ঘটনাগুলো একটার পর একটা লক্ষ কর। যখন কুষ্ঠরোগী সেই নামান শুচীকৃত হয়েছিলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, যর্দনে একটা দৃষ্টান্ত আগে থেকেই স্থিত ছিল। বন্দিদের সেই যে তরুণী, সে কে? মণ্ডলীর বাহ্যিক চেহারার অধিকারী ও একটা দৃষ্টান্তের প্রতিনিধি একজন ছাড়া, সে কে? কেননা বিধর্মী যত জাতি বন্দিই ছিল;

আমি তো কোন না কোন শত্রুর অধীনস্থ বন্দিত্বের কথা বলছি না, কিন্তু সেই বন্দিত্বেরই কথা বলছি যা আরও বেশি মহত্তর, অর্থাৎ সেই তখনকার বন্দিত্ব যখন দিয়াবল নিজের লোক সহ নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব দিয়ে প্রভুত্ব করে ও পাপীদের বন্দি-ঘাড় নিজের অধীনে রাখে।

৯। তাই তোমার কাছে রয়েছে একটা বাপ্তিস্ম; অন্য একটা বাপ্তিস্ম সেই জলপ্লাবনে রয়েছে; তোমার কাছে তৃতীয় একটা বাপ্তিস্ম রয়েছে, সেই সময়কার, যখন পিতৃপুরুষদের লোহিত সাগরে বাপ্তিস্ম হয়েছিল; তোমার কাছে চতুর্থ এক প্রকার বাপ্তিস্ম রয়েছে, সেই জলকুণ্ডে বাপ্তিস্ম, যখন জল কেঁপে উঠছিল। এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি: যে বাপ্তিস্ম দিয়ে খ্রিষ্ট মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম সম্পাদন করেন, এই বাপ্তিস্মে যে তোমার কাছে ত্রিত্বের উপস্থিতি আছে, তা তোমার বিশ্বাস করা উচিত কিনা।

## ৪ বাপ্তিস্মের আরও বেশি দৃষ্টান্ত বা পূর্বছবি

১০। সেই অনুসারেই প্রভু যিশু নিজেই নিজের সুসমাচারে প্রেরিতদূতদের বলেন, তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও (৭)। এবাণী, ত্রাণকর্তারই বাণী।

১১। হে মানুষ, আমাকে বল: এলিয় স্বর্গ থেকে আগুন আহ্বান করলেন (৮), ও আগুন নেমে এল; এলিশৈয় প্রভুর নাম করলেন, ও নিমজ্জিত সেই কুড়ালের ফলা জল থেকে উপরে এল (৯)। দেখ আর এক প্রকার বাপ্তিস্ম। কেন? কারণ প্রতিটি মানুষ বাপ্তিস্মের আগে কুড়ালের ফলাই যেন নিচে চাপা রয়েছে ও ডুবে যায়; তার বাপ্তিস্ম হওয়ার পর সে একটা কুড়ালের ফলার মত নয়, কিন্তু হালকা ধরনের ফলপ্রসূ কাঠের মত ভেসে ওঠে। সেই অনুসারে, এখানেও আর এক ধরনের দৃষ্টান্ত। যা দ্বারা কাঠের কতগুলো টুকরো কাটা হয়েছিল, তা ছিল একটা কুড়াল। কুড়াল থেকে হাতল পড়ে গেল, অর্থাৎ ফলাটা নিমজ্জিত হল। নবী-সন্তান যা করছিলেন তা জানতেন না, কিন্তু এটা মাত্র জানতেন, অর্থাৎ তিনি নবী এলিশৈয়কে অনুনয় করেছিলেন ও প্রতিকার যাচনা করেছিলেন। পরে এলিশৈয় এক টুকরো কাঠ ফেললেন, ও কুড়ালের ফলাটা তুলে

নেওয়া হল। তাই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খ্রিস্টের ক্রুশে সকল মানুষের রোগ-ব্যাদি তুলে নেওয়া হয়।

১২। আরও একটা উদাহরণ (যদিও আমরা ধারাবাহিকতা রাখছি না); কেননা কেইবা খ্রিস্টের সমস্ত কর্মকীর্তি উপলব্ধি করতে পারে, সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূতেরা বর্ণনা করলেন? যখন মোশি (১০) প্রান্তরে এসেছিলেন ও লোকদের পিপাসা পেয়েছিল ও লোকে মারার জলের উৎসের ধারে এসে জল পান করতে ইচ্ছা করছিল (কারণ যখন তিনি প্রথম এক বিন্দু জল আশ্বাদ করলেন তখন তিক্ততা অনুভব করলেন ও তা পান করতে অক্ষম হতে লাগলেন), তখন, এর ফলে, মোশি সেই জলাশয়ে একটা লাঠি ফেললেন, ও যে জল আগে তিক্ত ছিল, তা মিষ্টি হতে লাগল।

১৩। এ ঘটনার অর্থ আর কিবা হতে পারে, এটা ছাড়া যে, ক্ষয়ের অধীন প্রতিটি সৃষ্টবস্তু সবার জন্য তিক্ত জল। অল্প সময়ের জন্য মিষ্টি হয়েও যে সৃষ্টবস্তু পাপ দূর করে দিতে অক্ষম তা তিক্ত। যখন তুমি পান করবে, তখন তোমার পিপাসা পাবে; যখন পানিয়ার মিষ্টিতা গ্রহণ করবে, তখন পুনরায় সেই তিক্ততা স্বাদ করবে। তাই জল তিক্ত, কিন্তু খ্রিস্টের ক্রুশ (১১) তথা সেই স্বর্গীয় সাক্রামেন্ট গ্রহণ করার পরেই তা মিষ্টি ও সুপেয় হতে শুরু করে, এমনকি, যথার্থ ভাবেই তা মিষ্টি, যেহেতু দোষ সরিয়ে দেওয়া হল। তেমনি, যখন বাপ্তিস্ম একটা দৃষ্টান্তে তত মহৎ প্রভাবের অধিকারী, তখন তা সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবতায়] আর কতই না মহত্তর প্রভাবের অধিকারী হবে?

## 🔥 বাপ্তিস্ম-সূত্রটা ও পঞ্চাশতমী দিনে পবিত্র আত্মার আগমন

১৪। এসো, এখন ব্যাপারটা বিবেচনা করি। একজন যাজক আসেন; তিনি জলকুণ্ডের ধারে একটা প্রার্থনা উচ্চারণ করেন; তিনি পিতার নাম ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আহ্বান করেন; তিনি স্বর্গীয় বাণী ব্যবহার করেন। সেই বাণী এইজন্য স্বর্গীয়, কারণ তা খ্রিস্টের সেই বাণী যা দ্বারা আমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে (১২) বাপ্তিস্ম দিই। তাই, যখন মানুষদের কথায়, পবিত্র একজন মানুষের আহ্বানে ত্রিত্ব উপস্থিত হলেন, তখন, যেখানে অনন্তকালীন বাণী কার্যকারী, আর কতই না মহত্তর

কারণে সেখানে দ্রিত্ব উপস্থিত আছেন। পবিত্র আত্মা যে নেমে এলেন, তুমি কি তা জানতে ইচ্ছা কর? তিনি যে কপোত যেনই নেমে এসেছিলেন, তা তুমি শুনেছ। কপোত যেনই কেন? যাতে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসে আহুত হতে পারে। শুরুতে একটা চিহ্ন থাকা উচিত ছিল; পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে সিদ্ধতাই থাকা উচিত।

[প্রেরিত ২:১, ৩ দ্রঃ]

১৫। আরও একটা উদাহরণ গ্রহণ করে নাও: আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পরে প্রেরিতদূতেরা একস্থানে ছিলেন ও পঞ্চাশতমী দিনে প্রার্থনা করছিলেন, এবং হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত মহৎ শব্দ হল, ও আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা দেখা দিল। পবিত্র আত্মার নেমে আসার কথা ছাড়া এটা আর কিবা বোঝাতে পারে? তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে শারীরিক ভাবেও নিজেকে দেখাতে ইচ্ছা করছিলেন, অর্থাৎ চিহ্নের দ্বারা শারীরিক ভাবে, একটা সাক্রামেন্ট দ্বারা আত্মিক ভাবে। তাই তাঁর আগমনের সাক্ষ্য প্রকাশ্য, কিন্তু এখন আমাদের উপরে বিশ্বাসের বিশেষাধিকার আরোপিত, কারণ শুরুতে চিহ্নগুলো অবিশ্বাসীদের জন্য সম্পাদিত হয়েছিল (১৩), কিন্তু এখন, মন্ডলীর পূর্ণতায়, চিহ্নের দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই সত্য সংগ্রহ করতে হবে।

## ৬ মানব-পতন, ও বাপ্তিস্মের মুক্তিদায়ী অনুগ্রহ

১৬। এখন এসো, যা বাপ্তিস্ম বলে অভিহিত, সেবিষয়ে আলোচনা করি। তুমি জলকুণ্ডের ধারে এসেছিলে; সেটার মধ্যে নেমে গেছিলে; মহাযাজকের কথায় কান দিয়েছিলে; জলকুণ্ডের ধারে লেবীয়দের ও প্রবীণকে দেখেছিলে। বাপ্তিস্ম কি?

[আদি ২:৭, ১৫-১৭; ৩:৬-২৪ দ্রঃ]

১৭। আদিতে আমাদের প্রভু ঈশ্বর মানুষকে এমন ভাবে নির্মাণ করলেন যাতে করে, সে পাপ আশ্বাদ না করে যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুভোগ না করে। সে পাপে লিপ্ত হল; তাকে মৃত্যুর অধীন করা হল; তাকে পরমদেশ থেকে বিচ্যুত করা হল। কিন্তু, যিনি এমনটা ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর সমস্ত মঙ্গলদান স্থায়ী থাকবে ও তিনি সাপের সমস্ত ফন্দি-ফিকির বাতিল করবেন, ও অমঙ্গল সমস্ত কিছুও বাতিল করবেন, সেই প্রভু তবুও

আগে মানুষের উপরে এই দণ্ডাজ্ঞা আনলেন, তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে (১৪), এবং মানুষকে মৃত্যুর অধীন করলেন। এটা ঐশ্বরিক এমন দণ্ডাজ্ঞা ছিল যা মানব অবস্থা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। একটা প্রতিকার দেওয়া হল: মানুষ মরবে ও পুনরুত্থান করবে। কেন? যাতে করে, যা আগে অভিশাপের একটা জায়গায় স্থান দিয়েছিল, তাও যেন মঙ্গলদানের একটা জায়গায় স্থান দেয়। সেই 'তা', মৃত্যু ছাড়া আর কিবা হতে পারে? তুমি কি জিজ্ঞাসা করছ তা কেমন হতে পারে? কারণ মৃত্যু হস্তক্ষেপ করায় পাপকে শেষ করে দেয় (১৫)। কেননা আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন অবশ্যই পাপ করা বন্ধ করি। দণ্ডাজ্ঞা-পূরণ এমনটা মনে হল, যে মানুষকে জীবনযাপনের জন্য গড়া হয়েছিল, সে যদি পাপ না করে, তবে মরতে শুরু করবে। কিন্তু যাতে ঈশ্বরের চিরস্থায়ী অনুগ্রহ দৃঢ়স্থায়ী হতে পারে, সেজন্য মানুষ মরল, কিন্তু খ্রিস্ট সেই পুনরুত্থান পেলেন, অর্থাৎ, সাপের প্রতারণা দ্বারা হারানো স্বর্গীয় মঙ্গলদান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপায় পেলেন। তাই দু'টোই আমাদের পক্ষে, কেননা মৃত্যু হল পাপের সমাপ্তি ও পুনরুত্থান হল প্রকৃতিকে পুনর্নিমাণ।

১৮। তথাপি, পাছে এই জগতে দিয়াবলের প্রতারণা ও ফাঁদ জয়ী হয়, সেজন্য বাপ্তিস্ম উদ্ভাবন করা হল। শোন শাস্ত্র, এমনকি ঈশ্বরের পুত্রই এই বাপ্তিস্ম সম্পর্কে কি বলেন; তিনি বলেন, যারা যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেনি, সেই ফরিসিরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল (১৬)। তাই বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আহা, কেমন মহৎ সেই অনুগ্রহ, যেখানে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বিরাজ করে।

১৯। তাই একথা শোন: যাতে এই জগতেও দিয়াবলের চাপ বিলীন করা যেতে পারে, সেজন্য এমনটা উদ্ভাবন করা হল, কেমন করে মানুষ জীবিত অবস্থায় মরবে ও জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থান করবে। 'জীবিত', এটা কি? তা হল দেহের জীবন্ত জীবন যখন সেই দেহ জলকুণ্ডে এল ও সেই জলকুণ্ডে নিমজ্জিত হল। মাটি থেকে আগত হওয়া ছাড়া জল কি? তাই স্বর্গীয় দণ্ডাজ্ঞা মৃত্যুর বোধহীনতা ছাড়াই পূরণকৃত হয়। যেহেতু তুমি ডুব দাও, সেজন্য 'তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে' দণ্ডাজ্ঞাটা পূরণ হয়। যখন দণ্ডাজ্ঞা পূরণ করা হয়ে থাকে, তখন স্বর্গীয় মঙ্গলদান ও প্রতিকারের সুযোগ হয়। তাই জল মাটি থেকে আগত, কিন্তু আমাদের জীবনের সম্ভাবনা এমনটা হতে দিত না,

আমাদের মাটি দ্বারা ঢাকা হবে ও আমরা মাটি থেকে পুনরুত্থান করব। ফলত, মাটি প্রক্ষালিত করে না, জলই প্রক্ষালিত করে। সুতরাং, জলকুণ্ড সমাধিদান স্বরূপ।

## ৭ তিনবার বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি

### ২য় তৈলাভিষেক

২০। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘তুমি কি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?’ তুমি বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি’, ও তখন ডুব দিয়েছিলে, অর্থাৎ তুমি সমাহিত হয়েছিলে। তোমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘তুমি কি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে ও তাঁর ক্রুশে বিশ্বাস কর?’ তুমি বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি’, ও তখন ডুব দিয়েছিলে। তাই তুমিও খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছিলে (১৭)। কেননা যে খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়। তৃতীয়বারের মত তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘তুমি কি পবিত্র আত্মায়ও বিশ্বাস কর?’ তুমি বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি’, তখন তুমি তৃতীয় বারের মত ডুব দিয়েছিলেন, যাতে সেই ত্রিবিধ স্বীকারোক্তি তোমার আগেকার জীবনের বহুবিধ পতন ক্ষমা করে।

২১। অবশেষে, তোমাদের একটা উদাহরণ দেবার জন্য, পবিত্র প্রেরিতদূত সেই পিতর (১৮), (যেভাবে মনে হচ্ছিল, সেই অনুসারে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে নিজের মানব অবস্থার দুর্বলতার দরুন পতিত হবার পর), যিনি আগে অস্বীকার করেছিলেন, তারপরে, তিনি যেন সেই পতন মুছিয়ে দিতে ও পূরণ করতে পারেন, সেজন্য তাঁকে তৃতীয় বারের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি খ্রিষ্টকে ভালবাসেন কিনা। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি’। তিনি তৃতীয় বারের মত তা বলেছিলেন, যেন তৃতীয় বারের মত ক্ষমার পাত্র হতে পারেন।

২২। তাই পিতা এইভাবে পাপ ক্ষমা করেন; পুত্র এইভাবে ক্ষমা করেন; পবিত্র আত্মাও এইভাবে ক্ষমা করেন। কিন্তু, আমরা যে একমাত্র নামে, তথা, পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে (১৯) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তাতে তুমি বিস্মিত হয়ো না, কারণ তিনি সেই একমাত্র নামের কথা বললেন যেখানে একমাত্র সত্তা, একমাত্র ঈশ্বরত্ব, একমাত্র

মহিমা রয়েছে। এটাই সেই নাম যা বিষয়ে বলা হল, কেবল এই নামগুলোই সবাই পরিত্রাণ পেতে পারে বলে স্থির করা আছে (২০)। এই নামগুলোই তোমাদের সবাইকে পরিত্রাণ করা হয়েছে, তোমাদের সবাইকে জীবনের অনুগ্রহের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

২৩। এজন্য, তোমরা যেভাবে আজকের পাঠে শুনেছ, সেই অনুসারে প্রেরিতদূত এমনটা ঘোষণা করেন, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা সবাই খ্রিস্টের মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে (২১)। ‘মৃত্যুতেই’, এর অর্থ কী? অর্থ হল, যেমন খ্রিস্ট মরলেন, তেমনি তোমারও পক্ষে মৃত্যুকে আশ্বাদ করা উচিত; যেমন খ্রিস্ট পাপের কাছে মরলেন ও ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত আছেন, তেমনি তোমারও পক্ষে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে পাপের আগেকার আকর্ষণের কাছে মরা উচিত ও খ্রিস্টের অনুগ্রহ দ্বারা পুনরুত্থান করা উচিত। তাই মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু শারীরিক মৃত্যুর সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবতায়] নয়, কিন্তু সাদৃশ্যেই মৃত্যু। কেননা যখন তুমি ডুব দাও, তখন মৃত্যু ও সমাধির সাদৃশ্য ধারণ কর, সেই ক্রুশের সাক্রামেন্ট গ্রহণ কর, কারণ খ্রিস্ট ক্রুশে ঝুলছিলেন ও তাঁর দেহ পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই তুমি তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ (২২), তুমি খ্রিস্টেতে আঁকড়ে আছ, তুমি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের পেরেকে আঁকড়ে আছ, পাছে দিয়াবল তাঁর কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারে। মানব অবস্থার দুর্বলতা যাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ডাকে, খ্রিস্টের সেই পেরেক সেই তোমাকে ধরে রাখুক।

২৪। তাই তুমি ডুব দিয়েছিলে; তুমি যাজকের কাছে এসেছিলে। তিনি তোমাকে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ‘যিনি জল ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাকে নব জন্ম দান করেছেন ও তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর নিজেই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করবেন’। দেখ কিসের উদ্দেশে তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল; তিনি বলেছিলেন, ‘অনন্ত জীবনের উদ্দেশে’। সেই জীবনের চেয়ে এই জীবনকে পছন্দ করো না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন শত্রু জেগে ওঠে, সে যদি তোমার বিশ্বাস কেড়ে নিতে ইচ্ছা করে, কোন একজন যেন অপরাধ করে সেই লক্ষ্যে সে যদি মৃত্যুর হুমকি দেয়, তাহলে তুমি যে কি বেছে নেবে তাতে সাবধান হও।

যার মধ্যে তুমি তৈলাভিষিক্ত নও, তা বেছে নিয়ো না, কিন্তু তা-ই বেছে নাও যার মধ্যে তুমি তৈলাভিষিক্ত, যাতে অস্থায়ী জীবনের চেয়ে অনন্ত জীবন পছন্দ কর।

- (১) এফে ৪:৫।
- (২) হিব্রু ৬:২; ৯:১০ দ্রঃ।
- (৩) যোহন ৫:৪।
- (৪) ১ করি ১৪:২২ দ্রঃ।
- (৫) ১ করি ১৫:২১ দ্রঃ।
- (৬) ইশা ১৯:২০ লাতিন পাঠ্য।
- (৭) মথি ২৮:১৯।
- (৮) ১ রাজা ১৮:৩৬-৩৮ দ্রঃ।
- (৯) ২ রাজা ৬:৫-৭ দ্রঃ।
- (১০) যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ।
- (১১) পাস্কা-রাত্রে বাপ্তিস্ম দেওয়ার আগে বিশপ জলকুণ্ড পবিত্রিত করার জন্য ত্রুশটি জলের মধ্যে নামিয়ে ত্রুশচিহ্ন আঁকতেন।
- (১২) মথি ২৮:১৯।
- (১৩) ১ করি ১৪:২২।
- (১৪) আদি ২:৭, ১৫-১৭; ৩:৬-২৪ দ্রঃ।
- (১৫) হিব্রু ৯:১৫, ১৬ দ্রঃ।
- (১৬) লুক ৭:৩০ দ্রঃ।
- (১৭) রো ৬:৪; কল ২:১২ দ্রঃ।
- (১৮) যোহন ১৮:২৫-২৭; ২১:১৫-১৮ দ্রঃ।
- (১৯) মথি ২৮:১৯।
- (২০) প্রেরিত ৪:১২ দ্রঃ।
- (২১) রো ৬:৩ দ্রঃ।

(୨୨) ଗା ୨:୧୯ ଦ୍ଵଃ ।

## ৩য় পুস্তক

বাণ্ডিস্ম ও দৃটীকরণ বিষয়ক কাতেখেসিস ।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) মাথায় গন্ধনির্ধাস-খ্রিস্টাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন
- ২) দৃটীকরণ সাক্রামেণ্ড ও বাণ্ডিস্মের ফল

### ১ মাথায় গন্ধনির্ধাস-খ্রিস্টাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন

১। আমরা গতকাল সেই জলকুণ্ড বিষয়ে কথা বলেছিলাম যা দেখতে এক প্রকার সমাধির (১) মত যার মধ্যে আমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করে গৃহীত ও নিমজ্জিত ও উত্থিত হই, অর্থাৎ পুনরুত্থিত হই। তাছাড়া, তুমি মাথায় গন্ধনির্ধাস অর্থাৎ মলম গ্রহণ কর। মাথায় কেন? কারণ শলোমন বলেন, প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে (২)। কেননা অনুগ্রহ ছাড়া প্রজ্ঞা শীতল হয়, কিন্তু যখন প্রজ্ঞা অনুগ্রহ গ্রহণ করে থাকে, তখন তার কর্ম সিদ্ধতামণ্ডিত হতে শুরু করে। এটা নবজন্ম বলে।

২। নবজন্ম কি? সেটার অর্থ তুমি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে পাও, কেননা এমনটা মনে হয় যে, ‘তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম (৩), দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে উল্লিখিত সেই পদ পুনরুত্থানকে নির্দেশ করে। কেননা পবিত্র প্রেরিতদূত পিতার (৪) প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তা একইভাবেই ব্যাখ্যা করলেন, তথা, সেসময়ে, যখন পুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তখন পিতার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল, তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম’। সুতরাং, তিনি ‘মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত (৫) বলেও অভিহিত। তাই, আমরা যে মৃত্যু থেকে জীবনে পুনরুত্থিত হই, এটা ছাড়া পুনরুত্থান কী? সেই অনুসারে, যেহেতু বাণ্ডিস্ম মৃত্যুর সাদৃশ্য, সেজন্য, নির্ধায়ই বাণ্ডিস্মেও যখন তুমি ডুব দাও ও পুনরুত্থিত হও, তখন তা পুনরুত্থানের সাদৃশ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে, প্রেরিতদূতের ব্যাখ্যা অনুসারে (৬), যেমন পুনরুত্থান ছিল নবজন্ম, তেমনি জলকুণ্ড থেকে পুনরুত্থানও নবজন্ম।

৩। কিন্তু জলে এই ডুব দেওয়াটা দিয়ে তুমি কি বলতে চাও? এই কারণেই কি তুমি ঘোরাঘুরি কর? এইজন্যই কি সন্দিক্ততা তোমাকে ধরে রাখছে? বাস্তবিকই আমরা পড়ি, ভূমি নিজে থেকে ফল উৎপন্ন করুক, ও পৃথিবী ফলশালী ফল উৎপন্ন করুক (৭); একই প্রকারে তুমি জল সম্পর্কেও এটা পড়েছ, জলরাশি অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন করুক (৮), ও প্রাণীগুলো জন্ম নিল। অবশ্যই, এগুলো সৃষ্টির আদিতেই ছিল, কিন্তু তোমার জন্য এমনটা সংরক্ষিত হয়েছিল যেন জলই অনুগ্রহের উদ্দেশে তোমাকে নবজন্ম দান করবে, সেইভাবে যেভাবে জল অন্য সবকিছু জীবনে জনিত করেছিল। মাছের অনুকরণ কর, সে তো অবশ্যই কম অনুগ্রহ পেল, তবু তা তোমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু হওয়া উচিত। সে তো সমুদ্রে রয়েছে, আবার উর্মিমালার উপরেও রয়েছে; সে সমুদ্রে রয়েছে ও জলতরঙ্গের উপর দিয়ে সাঁতার দেয়। সমুদ্রে ঝড় বিস্কুঝ, তুফান চিৎকার করে, কিন্তু মাছটা সাঁতার দেয়, নিমজ্জিত হয় না, কেননা সে সাঁতার দিতে অভ্যস্ত। তাই তোমার কাছেও এই জগৎ সমুদ্র স্বরূপ; তার নানা জলতরঙ্গ, ভারী উর্মিমালা, কঠোর ঝড় আছে। এবং তুমি এমন মাছ হও যাতে এযুগের উর্মিমালা তোমাকে নিমজ্জিত না করে। তাছাড়া, পিতা পুত্রকে সুন্দরভাবেই বলেন, ‘আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম’; অর্থাৎ, যখন তুমি জনগণের মুক্তিকর্ম সাধন করেছ (৯), যখন তুমি তাদের স্বর্গরাজ্যে আহ্বান করেছ, যখন তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করেছ, তখন তুমি প্রমাণ করেছ, তুমি আমার পুত্র’।

৪। তুমি জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে উঠেছিলে। তারপর আর কী হল? তুমি পাঠ শুনেছিলে। কোমরে বাঁধা যাজক (কেননা যদিও প্রবীণেরাও একাজ সম্পাদন করেন, তবু মহাযাজক [অর্থাৎ বিশপ] দ্বারাই এ সেবাকর্মের সূত্রপাত হয়), তবে আমি বলছিলাম, মহাযাজকই কোমর বেঁধে তোমার পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। এ কেমন রহস্য? অবশ্যই, তুমি এটা শুনেছ যে, অন্যান্য শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়ার পর প্রভু পিতরের কাছে এসেছিলেন, ও পিতর তাঁকে বলেছিলেন, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেন? (১০)। অর্থাৎ, ‘আপনি যে প্রভু, আপনিই কি একটা দাসের পা ধুয়ে দেন? আপনি যে ত্রুটিহীন, সেই আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেন? স্বর্গের প্রণেতা যে আপনি, সেই আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেন?’ তুমি তো একথা অন্যত্রও পেতে পার (১১): তিনি যোহনের কাছে এনেছিলেন ও যোহন

তাকে বলেছিলেন, ‘আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!’ আমিই পাপী, আর আপনি একটা পাপীর কাছে আসছেন যাতে আপনি যে কোনও পাপ করেননি (১২), সেই আপনি নিজের পাপ সঁপে দেন? সেই ‘সমস্ত ধর্মময়তা’ দেখ, বিনম্রতা দেখ, অনুগ্রহ দেখ, পবিত্রীকরণ দেখ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই (১৩)।

৫। আমাদের কাছে এটা অজানা নয় যে, যার দৃষ্টান্ত ও রূপ আমরা [অর্থাৎ মিলান মণ্ডলী] সমস্ত কিছুতে পালন করি, সেই রোম মণ্ডলীতে এই প্রথা প্রচলিত নয়। অথচ পা ধোয়ানোর প্রথা তার [অর্থাৎ রোম মণ্ডলীর] নেই। তাই এটা তুমি ভাব যে, এমনটা হতে পারে বহু লোকদের কারণেই এই প্রথা মিলিয়ে গেল। তথাপি কেউ না কেউ রয়েছে যারা বলে ও ছুতা হিসাবে এই যুক্তি উপস্থাপন করে যে, প্রথাটা রহস্যেতে সম্পাদন করতে নেই, বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানেও নয়, নবজন্ম অনুষ্ঠানেও নয়, কিন্তু পা একটি অতিথির জন্যই যেন ধুয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একটা বিনম্রতা সংক্রান্ত ব্যাপার, অন্যটা পবিত্রীকরণই সংক্রান্ত ব্যাপার। অবশেষে, রহস্যটা যে সেইসঙ্গে পবিত্রীকরণও, তার প্রমাণ স্বরূপ এটা শোন : ‘আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই’। তাই আমি একথা বলছি, কিন্তু আমি যে অন্যদের ভর্ৎসনা করছি এমন নয়, কিন্তু আমার আপন অনুষ্ঠানগুলোর সমর্থন করার জন্যই একথা বলছি। আমি সবকিছুতে রোম মণ্ডলীর অনুসরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করি, তথাপি আমরাও মানব চেতনার অধিকারী; তাই, যা অন্যান্য সকল স্থানে যথার্থ ভাবে সংরক্ষিত হয়, আমরাও আরও বেশি যথার্থ ভাবে তা সংরক্ষণ করি।

৬। আমরা স্বয়ং প্রেরিতদূত পিতরকে অনুসরণ করি : আমরা ত তাঁর ভক্তিতে আঁকড়ে আছি। এতে রোম মণ্ডলী কী জবাব দেয়? অবশ্যই, আমাদের কাছে একথার প্রকৃত প্রণেতা হলেন সেই প্রেরিতদূত পিতর যিনি রোম মণ্ডলীর যাজক ছিলেন, সেই যে পিতর নিজেই একসময়ে বললেন, প্রভু, আমার পা শুধু নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন (১৪)। বিশ্বাসকে লক্ষ কর : তিনি যে আগে একটা ছুতা উপস্থাপন করলেন, তা বিনম্রতার ব্যাপার; তিনি যে পরে নিজেকে নিবেদন করলেন, তা ভক্তি ও বিশ্বাসের ব্যাপার।

৭। যেহেতু তিনি ‘হাত ও মাথার’ কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেজন্য প্রভু উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, যে স্নান করেছে, পুনরায় তার ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল তার পা ধৌত করার দরকার আছে (১৫)। এটা কেন? কারণ বাপ্তিস্মে সমস্ত অপরাধ ধৌত হয়। এইভাবে অপরাধ দূরে সরে যায়। কিন্তু, যেহেতু আদমকে দিয়াবল দ্বারা উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল (১৬) ও বিষ তার পায়ের উপরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য তুমি সেই অনুসারে নিজের পা ধুয়ে নাও, যাতে এই যে অঙ্গে সাপটা ওত পেতে রয়েছে, সেই অঙ্গে পবিত্রীকরণের মহত্তর সহায়তা যোগ করা যেতে পারে, যাতে করে সে পরবর্তীকালে তোমাকে উল্টিয়ে দিতে না পারে। অতএব, তুমি পা ধুয়ে নাও যেন সাপটার বিষ ধুয়ে ফেলতে পার। কাজটা বিনম্রতার জন্যও উপকারী, যাতে বাধ্যতা ক্ষেত্রে যা আমরা অবজ্ঞা করি, রহস্য সম্পাদনে যেন সেবিষয়ে লজ্জাবোধ না করি।

## ২ দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ট ও বাপ্তিস্মের ফল

৮। এসব কিছুর পরে একটা আত্মিক মুদ্রাঙ্কন অনুসরণ করে যা বিষয়ে তোমরা আজকের পাঠে শুনেছ, কেননা জলকুণ্ডের পরে সিদ্ধীকরণ (১৭) অনুষ্ঠানরীতি থেকে যায়, যখন যাজকের মিনতিতে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করা হয়: প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞান ও ধর্মভক্তির আত্মা, পবিত্র ভীতির আত্মা (১৮): এগুলো কেমন যেন [পবিত্র] আত্মার সপ্ত গুণ।

৯। এটা স্পষ্ট যে, সমস্ত সপ্ত গুণ পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত; কিন্তু বলতে গেলে, এগুলো মৌলিক, কেমন যেন তাঁর প্রধান গুণাবলি। কেননা ধর্মভক্তির মত এত প্রধান কীবা আছে? ঈশ্বরজ্ঞানের মত এত প্রধান কি আছে? পরাক্রমের মত এত প্রধান কি আছে? ঈশ্বরের সুমন্ত্রণার মত এত প্রধান কি আছে? ঈশ্বরভীতির মত এত প্রধান কি আছে? এই জগৎভীতি যেমন দুর্বলতা স্বরূপ, তেমনি ঈশ্বরভীতি মহৎ দৃঢ়তা স্বরূপ।

১০। যখন তোমাকে মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করা হয়, তখন এগুলোই হল সপ্ত গুণ। কেননা, পবিত্র প্রেরিতদূতের বাণীমত, যেহেতু, তিনি বলেন, আমাদের প্রভুর প্রজ্ঞা বহুবিচিত্র (১৯) ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বহুবিচিত্র, সেজন্য, বহুবিধ ও বিবিধ গুণাবলির

অধিকারী সেই পবিত্র আত্মাও বহুবিচিত্র। এজন্য তিনি পরাক্রমসমূহের ঈশ্বর (২০) বলে অভিহিত: এ এমন সংজ্ঞা যা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা অন্য আলোচনার বিষয়বস্তু, অন্য সময়ের বস্তুব্য।

১১। এটার পরে কি আসে? তুমি বেদির কাছে আসতে সক্ষম। যেহেতু তুমি এসেছ, সেজন্য তুমি এমনটা দেখতে সক্ষম যা আগে কখনও দেখনি। এটা সেই রহস্য যার কথা তুমি সুসমাচারে পড়েছ (২১); কিন্তু তবুও তুমি যদি সেই কথা পড়ে না থাক, তবে অবশ্যই সেই কথা শুনেছ: একটা অন্ধ লোক নিরাময় হবার জন্য প্রভুর কাছে নিজেকে অর্পণ করল, এবং যিনি কেবল বাণী ও বচন দ্বারা অন্যদের নিরাময় করেছিলেন ও নিজের প্রভাবে চোখের আলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তথাপি, যোহন অনুসারে রচিত সুসমাচার পুস্তকে, সেই যে যোহন সত্যিকারে বাকি অন্যদের চেয়ে মহৎ রহস্যগুলি দেখেছিলেন, বর্ণনা করেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁরই [অর্থাৎ প্রভুরই] মধ্যে এই রহস্যকে একটা পূর্বদৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করলেন। সকল সুসমাচার-রচয়িতা ও সকল প্রেরিতদূত পবিত্র ছিলেন বৈকি; সেই বিশ্বাসঘাতক বাদে, সবাই পবিত্র ছিলেন। তথাপি, যিনি সবার শেষেই সুসমাচার লিখেছিলেন, সেই পবিত্র যোহন খ্রিষ্টের দ্বারা দাবীকৃত ও বেছে নেওয়া বন্ধু হিসাবেই যেন, এক প্রকার মহত্তর তুরি দ্বারা অনন্তকালীন রহস্যগুলি ব্যক্ত করলেন। তিনি যা কিছু বললেন, তা সবই একটা রহস্য। অন্য একজন রচয়িতা এটা বললেন, অন্ধ একটা মানুষ নিরাময় হয়েছিল (২২): মাথি একথা বললেন, লুক একথা বললেন, মার্ক একথা বললেন। তবে যোহন একাই যা বললেন, তা কি? তিনি কাদা নিয়ে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে দিলেন; এবং তাকে বললেন, সিলোয়ামে যাও। সে উঠে চলে গেল, ধুয়ে ফেলল ও চোখে দেখতে দেখতে ফিরে এল (২৩)।

১২। তুমিও তোমার হৃদয়ের চোখের কথা বিবেচনা কর। তুমি শারীরিক চোখ দিয়ে শারীরিক বিষয়গুলো দেখেছ, কিন্তু যা সাক্রামেন্ট সংক্রান্ত, সেই সমস্ত কিছু তুমি তখনও হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম ছিলে না। তাই, যখন তুমি [বাপ্তিস্মপ্রার্থী হিসাবে] তোমার নাম দিয়েছিলেন, তখন তিনি কাদা নিয়ে তা তোমার চোখে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। এটার অর্থ কি? অর্থটা এই: তুমি তোমার পাপ স্বীকার করেছিলে, তুমি

নিজের বিবেক পরীক্ষা করেছিলে, তুমি তোমার সমস্ত পাপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছিলে, অর্থাৎ, তুমি মানব প্রজন্মের নিয়তি চিনে ফেলেছিলে। কেননা, যে বাপ্তিস্মের কাছে আসে, পাপ স্বীকার না করলেও সে তার সেই আসাটায় সমস্ত পাপ স্বীকার করার দাবিটা পূরণ করে, কেননা সে বাপ্তিস্ম পাবার অন্বেষণ করে যাতে ধর্মময়তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ সে যেন দোষ থেকে অনুগ্রহে পার হতে পারে।

১৩। এটা অসার ব্যাপার বলে গণ্য করো না। এমন কেউ রয়েছে যে (আমি তো এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে, কেউ না কেউ একথা বলেছে), যখন আমরা তাকে বলেছিলাম, ‘জীবনের এই সময়ে তোমার পক্ষে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত’, তখন সে বলেছিল, ‘কেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব? আমার তো কোন পাপ নেই; আমি কোন পাপে কখনও পতিত হইনি, তাই না?’ তার কাদা ছিল না, কারণ খ্রিষ্ট তার গায়ে মাখিয়ে দেননি, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট তাঁর চোখ খুলে দেননি, কেননা এমন মানুষ নেই যে পাপবিহীন।

১৪। তবে সে-ই নিজেকে মানবীয় স্বীকার করে, যে খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মে আশ্রয় নেয়। তেমনিভাবে, তিনি তোমাতেও কাদা অর্থাৎ বিনয়, বিচক্ষণতা ও তোমার নিজের বিষয়ে বিবেচনা লাগালেন ও তোমাকে বললেন, ‘সিলোয়ামে যাও’। সেই সিলোয়াম কি? তিনি বললেন, ‘কথাটার অর্থ হল প্রেরিত’। অর্থাৎ, সেই জলকুণ্ডে যাও যেখানে খ্রিষ্টের ড্রুশের কথা প্রচারিত; সেই জলকুণ্ডে যাও যেখানে খ্রিষ্ট সকলের ভুল-ভ্রান্তি সংস্কার করলেন।

১৫। তুমি গিয়েছিলে, তুমি গা ধুয়ে নিয়েছিলে, তুমি বেদির কাছে এসেছিলে, তুমি এমন কিছু দেখতে শুরু করেছিলে যা আগে কখনও দেখনি। অর্থাৎ, প্রভুর জলকুণ্ডের মধ্য দিয়ে ও প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তোমার চোখ উন্মীলিত হয়েছিল। যাকে আগে হৃদয়ে অন্ধ মনে হচ্ছিল, সেই তুমি সাক্রামেন্টগুলির আলো দেখতে শুরু করেছিলে।

তাই, হে আমার প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা সবাই বেদির কাছে, অধিক পুষ্টিকর আলোচনার কাছে এসে পৌঁছেছি; যার ফলে, যেহেতু এটা সময়েরই ব্যাপার, সেজন্য আমরা গোটা আলোচনা শুরু করতে পারি না, কেননা আলোচনাটা অধিক বিস্তারিত। আজ যা বলা হয়েছে, তা যথেষ্ট হোক। আগামীকাল, প্রভু এতে প্রসন্ন হলে, আমরা খোদ সাক্রামেন্টগুলি বিষয়ে আলোচনা করব।

- 
- (১) 'সমাধি': প্রাচীনকালে জলকুণ্ডটা বাপ্তিস্মালয়ের মেঝেতে খোঁড়া ছিল; সুতরাং তা দেখতে ছিল একটা কবরের মত।
- (২) উপদেশক ২:১৪।
- (৩) প্রেরিত ১৩:৩৩; সাম ২:৭ দ্রঃ।
- (৪) প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রেরিতদূত পিতরের নয়, পলেরই কথা নির্দেশ করা হচ্ছে, প্রেরিত ২:১৪-৩৬ দ্রঃ।
- (৫) কল ১:১৮।
- (৬) রো ৬:৩-১১ দ্রঃ।
- (৭) আদি ১:১১, ১২ দ্রঃ।
- (৮) আদি ১:২০, ২১ দ্রঃ।
- (৯) যাত্রা ১৫:১৩।
- (১০) যোহন ১৩:১৪-১১।
- (১১) মথি ৩:১৪ দ্রঃ।
- (১২) ১ পি ২:২২ দ্রঃ।
- (১৩) যোহন ১৩:৮।
- (১৪) যোহন ১৩:৯ দ্রঃ।
- (১৫) যোহন ১৩:১০ দ্রঃ।
- (১৬) আদি ৩:১-৬, ১৫।
- (১৭) 'সিদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানরীতি' বলতে সেই দৃষ্টীকরণ সাক্রামেন্ট বোঝায় যা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধি বা সমাপ্তি ঘটাত।
- (১৮) ইশা ১১:২, ৩ লাতিন পাঠ্য।
- (১৯) এফে ৬:৩ দ্রঃ।
- (২০) সাম ৮০:৫, ৮, ১৫, ২০ ইত্যাদি দ্রঃ।
- (২১) যোহন ৯:১-৭ দ্রঃ।

(২২) মথি ৯:২৭-৩০; ১২:২২; ২০:৩০-৩৪;; লুক ১৮:৩৫-৪৩; মার্ক ৮:২২-২৫;  
১০:৪৬-৫১ দ্রঃ।

(২৩) যোহন ৯:৬-৭ দ্রঃ।

## ৪র্থ পুস্তক

বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ক কাতেখেসিস।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) পুরাতন নিয়মের তাঁবু ও খ্রিস্টীয় বাপ্তিস্ম
- ২) বাপ্তিস্ম জনিত শুভ্রতা ও যৌবন-নবায়ন
- ৩) ইহুদী ও খ্রিস্টীয় সাক্রামেন্টগুলি ; খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত সেই মেক্সিসেদেক
- ৪) পবিত্রীকরণ ক্ষণে উচ্চারিত খ্রিস্টের বাণী গুণেই রটি ও আঙুররস খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত হয়
- ৫) যাজকের উচ্চারিত পবিত্রীকরণ-উক্তি
- ৬) খ্রিস্টের মৃত্যুর স্মারক-চিহ্ন ও পাপক্ষমা-ঘোষণা হিসাবে এউখারিস্তিয়া

### ১ পুরাতন নিয়মের তাঁবু ও খ্রিস্টীয় বাপ্তিস্ম

১। পুরাতন নিয়মকালে যাজকেরা প্রায়ই প্রথম তাঁবুতে প্রবেশ করতে থাকত (১) ; মহাযাজক দ্বিতীয় তাঁবুতে বছরে একবার মাত্র প্রবেশ করতেন। এটা স্পষ্ট যে, হিব্রুদের কাছে একথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রেরিতদূত পল পুরাতন নিয়মের ধারা ব্যাখ্যা করেন (২)। কেননা সেই দ্বিতীয় তাঁবুতে সেই মান্না ছিল ; আরোনের সেই লাঠিও ছিল যা শুকিয়ে গেছিল ও পরে পুষ্পিত হয়েছিল (৩), এবং সেই ধূপদানি ছিল।

২। এসমস্ত কথা বলার লক্ষ্য কি? লক্ষ্যটা এ, যাতে তোমরা সেই দ্বিতীয় তাঁবুর কথা বুঝতে পার যার মধ্যে যাজক তোমাদের প্রবেশ করিয়েছেন, যার মধ্যে মহাযাজক ‘বছরে একবার মাত্র’ প্রবেশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি সেই বাপ্তিস্মালয়েরই (৪) মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিয়েছেন যেখানে আরোনের লাঠি নতুন করে পুষ্পিত হয়েছিল : সেটা আগে শুকিয়ে গেছিল, পরে পুনরায় পুষ্পিত হয়েছিল। তুমিও শুকিয়ে গেছিল ও প্রবাহমান জলকুণ্ডে পুনরায় পুষ্পিত হতে শুরু করেছ। তুমি পাপের মধ্য দিয়ে শুকিয়ে গেছিলে, তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধের মধ্য দিয়ে শুকিয়ে

গেছিলে ; কিন্তু এখন জলস্রোতের ধারে রোপিত হয়ে ৫) তুমি ফল উৎপন্ন করতে শুরু করেছ।

৩। কিন্তু হয় তো তুমি বল, ‘সেই যাজকের লাঠি যে শুকিয়ে গেছিল ও পুনরায় পুষ্পিত হয়েছিল, তাতে জনগণের কি হয়েছিল?’ যাজকীয় জনগণ ছাড়া জনগণ নিজেরা কী? এবিষয়ে বলা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ ৬), যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন। এক একজনই যাজকত্বের উদ্দেশে খ্রিষ্টাভিষিক্ত, রাজ্যের উদ্দেশে খ্রিষ্টাভিষিক্ত, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক রাজ্য, তা আধ্যাত্মিক যাজকত্বও হয়।

৪। সেই দ্বিতীয় তাঁবুতে ধূপদানিও রয়েছে। ধূপদানি সেই বস্তু যা সৌরভ ছড়াতে থাকে। তাই তোমরাও এখন খ্রিস্টের সৌরভ ৭); তোমাদের অন্তরে এখন কোন অপরাধ নেই, গুরুতর ভ্রান্তির কোন দুর্গন্ধ নেই।

## ২ বাপ্তিস্ম জনিত শুভ্রতা ও যৌবন-নবায়ন

৫। এরপর এমনটা হয়েছিল যে, তোমরা বেদির কাছে এসেছিলে। তোমরা আসতে শুরু করেছিলে ; দূতেরা তাকাচ্ছিলেন, তাঁরা দেখছিলেন, তোমরা এগোচ্ছিলে, তাঁরা এটা দেখছিলেন, যে মানব-অবস্থা আগে পাপকর্মের তমসাময় নোংরামিতে কলুষিত ছিল, তা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল; তাই তাঁরা বললেন, এ কে, যে শ্বেতাঙ্গিনী হয়ে উঠে মরুপ্রান্তর থেকে আরোহণ করছে? ৮)। তাই দূতেরাও বিস্মিত। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, দূতেরা কিভাবে বিস্মিত হন? প্রেরিতদূত পিতরের বাণী শোন; তিনি এমনটা বলছেন যে, স্বর্গদূতেরাও যা দেখতে বাসনা করছিলেন, সেই সমস্ত কিছু আমাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে ৯)। এই কথাও শোন। শাস্ত্র বলে, কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন ১০)।

৬। তাই তুমি যা গ্রহণ করেছ, তা চিনে নাও। পবিত্র নবী দাউদ এই অনুগ্রহকে দৃষ্টান্তে দেখে তা বাসনা করেছিলেন। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর তিনি কেমন করে তা

বাসনা করেছিলেন? আবার তাঁর কথা শোন, তিনি বলছেন, তুমি হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দেবে, তবেই শুদ্ধ হব; তুমি আমাকে ধৌত করবে, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব (১১)। কেন? কারণ তুষার স্বেত হয়েও কোন না কোন কলুষ দ্বারা শীঘ্রই অন্ধকারময় হয়ে ক্ষয় হয়; যে অনুগ্রহ তুমি গ্রহণ করেছ, তুমি যা গ্রহণ করেছ যদি তা আঁকড়ে ধর (১২), তবে তা দীর্ঘস্থায়ী ও চিরস্থায়ী হবে।

৭। তাই তুমি বাসনা পোষণ করতে করতে আসছিলে; যেহেতু তুমি তত অনুগ্রহ দেখছিলে, সেজন্য সাক্রামেন্টটা গ্রহণ করার জন্য বাসনা পোষণ করতে করতে বেদির কাছে আসছিলে। তোমার প্রাণ বলে, আমি প্রবেশ করে ঈশ্বরের বেদির কাছে যাব, যাব সেই ঈশ্বরের কাছে যিনি আমার যৌবন পুলকিত করেন (১৩)। তুমি পাপকর্মের বার্ষিক্য পাশে ফেলে রেখে অনুগ্রহের যৌবন পরিধান করেছিলে। স্বর্গীয় সাক্রামেন্টগুলি তেমনটাই তোমার উপরে মঞ্জুর করল। অবশেষে, আর একবার, দাউদকে শোন, তিনি বলেন, তোমরা ঈগলের যৌবনের মত নবায়িত হবে (১৪)। তুমি এমন উত্তম ঈগল হতে শুরু করেছ যা স্বর্গের অন্বেষণ করে পার্থিব যত বিষয় অবজ্ঞা করে। উত্তম ঈগল বেদির চারপাশে রয়েছে, কেননা দেহ যেখানে থাকে, ঈগলও সেখানে থাকে (১৫)। বেদি হল দেহের প্রতীকচিহ্ন, ও খ্রিস্টের দেহ বেদির উপরে স্থিত; তোমরা হলে সেই ঈগল যারা অপরাধ-প্রক্ষালন দ্বারা নবায়িত হয়েছ।

## ৩ ইহুদী ও খ্রিস্টীয় সাক্রামেন্টগুলি

### খ্রিস্টের দৃষ্টান্ত সেই মেক্সিসেদেক

৮। তুমি বেদির কাছে এসেছিলে; তুমি বেদির উপরে রাখা সাক্রামেন্টগুলি দেখেছিলে; এমনকি সেই সৃষ্টবস্তুতে (১৬) বিপ্লিত হয়েছিলে। অথচ সৃষ্টবস্তুটা সাধারণ ও পরিচিত।

৯। হয় তো কেউ বলবে, ‘ঈশ্বর ইহুদীদের এত অনুগ্রহ দিয়েছিলেন; মান্না আকাশ থেকে তাদের উপরে বর্ষিত হয়েছিল; তিনি আপন বিশ্বস্তদের এর চেয়ে আর কি

দিয়েছেন? যাদের কাছে তিনি বেশি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, এদের কাছে তিনি এর চেয়ে আর কি বণ্টন করেছেন?

১০। আমি যা বলছি, তুমি তা মেনে নাও: খ্রিষ্টিয়ানদের রহস্যগুলি ইহুদীদের সাক্রামেন্টগুলির চেয়ে পূর্বেকার, এবং খ্রিষ্টিয়ানদের রহস্যগুলি ইহুদীদের সাক্রামেন্টগুলির চেয়ে আরও বেশি ঐশ্বরিক। কেমন করে? কথাটা মেনে নাও। কখন ইহুদীরা ইহুদী হতে লাগল? অবশ্যই সেই যুগ থেকে যিনি ছিলেন আব্রাহামের প্রপৌত্র, অথবা, তুমি এটা বুঝতে ইচ্ছা করলে, তবে, বিধান অনুসারে, তারা তখনই ইহুদী হতে লাগল যখন ঈশ্বরের বিধিবিধান গ্রহণ করতে যোগ্য হয়ে উঠেছিল। অতএব, আব্রাহামের প্রপৌত্র থেকে তারা মোশির সময়েই ইহুদী বলে অভিহিত হল। পরে, তিনি সেই গজগজকারী ইহুদীদের জন্য আকাশ থেকে মাল্লা বর্ষন করলেন। কিন্তু তোমার জন্য এই রহস্যগুলির একটা দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছিল যখন আব্রাহাম জীবিত ছিলেন, যখন তিনি নিজের ঘরে সঞ্জাত তিন'শো আঠারোজন দাসকে জড় করেছিলেন ও রওনা হয়ে তাঁর বিরোধীদের ধাওয়া করেছিলেন ও নিজের প্রপৌত্রকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। পরে তিনি জয়ী হয়ে ফিরে এসেছিলেন, যাজক মেক্সিসেদেক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ও রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করেছিলেন। সেই রুটি ও আঙুররস কার কাছে ছিল? আব্রাহামের কাছে তা ছিল না। তবে তা কার কাছে ছিল? সেই মেক্সিসেদেকেরই কাছে ছিল। তাই তিনি নিজেই সাক্রামেন্টগুলির প্রণেতা। 'মেক্সিসেদেক' কে? কে 'ধর্মরাজ', 'শান্তিরাজ' বলে চিহ্নিত? এই ধর্মরাজ কে? কোনও মানুষ কি কখনও ধর্মরাজ হতে পারে? তাই, 'ঈশ্বরের ধর্মময়তা' ছাড়া অন্যজন কেই বা ধর্মরাজ হতে পারেন? কে ঈশ্বরের শান্তি, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা? তিনি, যিনি বলতে পারলেন, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি, তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি (১৭)।

১১। তাই, এই যে সাক্রামেন্টগুলি তুমি গ্রহণ কর, সেবিষয়ে আগে এটা উপলব্ধি কর যে, ইহুদীরা যে সাক্রামেন্টগুলি বিষয়ে এমনটা বলে যে, তারা সেগুলোর অধিকারী, সেগুলির চেয়ে আমাদের এই সাক্রামেন্টগুলিই পূর্বেকার; এটাও উপলব্ধি কর যে, খ্রিষ্টিয়ান জাতি ইহুদী জাতির আগে জাতি হতে লাগল: আমরা পূর্বনির্ধারণ গুণে, তারা নামে মাত্র।

১২। তাই সেই মেক্সিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করেছিলেন। মেক্সিসেদেক কে? শাস্ত্র বলে, তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকা নেই, তাঁর দিনগুলির আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই (১৮)। হিব্রুদের কাছে পত্রটাই তাই বলে। পত্রটা বলে, ‘তাঁর পিতা নেই’ ও ‘মাতা নেই’। তোমার কাছে এটা দাঁড়াচ্ছে যে, তিনি ‘ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ’। ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গীয় প্রজনন দ্বারা ‘মাতা ছাড়াই’ জন্ম নিলেন, কারণ তিনি পিতা সেই একমাত্র ঈশ্বর থেকে জন্ম নিলেন, ও সেইসঙ্গে ‘পিতা ছাড়াই’ জন্ম নিলেন যেহেতু একটি কুমারী থেকে জন্ম নিলেন। কেননা তিনি পুরুষের বীজ-জনিত হননি, কিন্তু কুমারী গর্ভে প্রসবিত হয়ে পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন (১৯)। সবদিক দিয়ে ‘ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ’ সেই মেক্সিসেদেক যাজকও ছিলেন, কারণ খ্রিষ্টও যাজক, কেননা তাঁরই বিষয়ে শাস্ত্রে বলে, তুমি মেক্সিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক (২০)।

## ৪ পবিত্রীকরণ ক্ষণে উচ্চারিত খ্রিষ্টের বাণী গুণেই রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের

### দেহ ও রক্ত হয়

১৩। সুতরাং, প্রভু যিশু ছাড়া কে সাক্রামেন্টগুলির প্রণেতা? এই সাক্রামেন্টগুলি স্বর্গ থেকে এসেছিল, কারণ সমস্ত সুমন্ত্রণা স্বর্গ থেকে আগত। তাছাড়া, এটাই সত্যিকারে মহৎ ও ঐশ্বরিক বিস্ময়কর কর্ম যে, ঈশ্বর লোকদের উপরে স্বর্গ থেকে মান্না বর্ষণ করেছিলেন ও লোকেরা শ্রম না করে তা খেয়েছিল।

১৪। তুমি হয় তো বলবে, ‘আমার রুটি সাধারণ’। কিন্তু এই রুটি তো সাক্রামেন্টগুলির বাণীর আগেই রুটি; যখন পবিত্রীকরণ যুক্ত হয়, তখন তা রুটি থেকে খ্রিষ্টের মাংস হয়। তাই, কেমন হতে পারে যে, যা রুটি তা যে খ্রিষ্টের দেহ, এসো, এবিষয় প্রমাণিত করি।

তবে পবিত্রীকরণ কোন্ উক্তি দ্বারা ও কার্ বাণী দ্বারা হয়? তা প্রভু যিশুর বাণী ও উক্তি দ্বারা হয়। কারণ অনুষ্ঠানের আগে অবশিষ্ট যা কিছু বলা হয়, তা যাজক দ্বারাই উচ্চারিত হয়, তথা: ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়, প্রার্থনা নিবেদন করা হয়, জনগণের

জন্য, রাজার জন্য ও বাকি সকলের জন্য মিনতি করা হয় (২১)। যখন শ্রদ্ধার যোগ্য সাক্রামেন্ট সম্পাদন করার সময় হয়, তখন যাজক নিজস্ব কোন উক্তি ব্যবহার করেন না, কিন্তু খ্রিষ্টেরই উক্তি ব্যবহার করেন। তাই খ্রিষ্টের উক্তিই সাক্রামেন্ট সম্পন্ন করেন।

১৫। খ্রিষ্টের সেই উক্তি কোন্টা? অবশ্যই সেটা যা দ্বারা সবকিছু হয়েছিল। প্রভু আদেশ করলেন, আকাশমণ্ডল হল; প্রভু আদেশ করলেন, পৃথিবী হল; প্রভু আদেশ করলেন, সমুদ্র হল; প্রভু আদেশ করলেন, সমস্ত সৃষ্টজীব জনিত হল। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, খ্রিষ্টের উক্তি কেমন কার্যকারী। তাই, যখন প্রভু যিশুর উক্তিতে এত মহৎ পরাক্রম রয়েছে যে, যা ছিল না তা হতে লাগল, তখন আর কতই না কার্যকারী এটা হবে যে, যা ছিল, তা হয়ে থেকে অন্য কিছুতে পরিণত হবে (২২)। আকাশমণ্ডল ছিল না, সমুদ্র ছিল না, পৃথিবী ছিল না, কিন্তু দাউদ যা বলেন, তা শোন: তিনি কথা বলতেই তা হল, তিনি আজ্ঞা দিতেই তা সৃষ্ট হল (২৩)।

১৬। তাই, তোমাকে উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলছি, পবিত্রীকরণের আগে খ্রিষ্টের দেহ ছিল না, কিন্তু পবিত্রীকরণের পরে, আমি তোমাকে বলছি: এখন খ্রিষ্টের দেহ আছে। তিনি নিজেই কথা বললেন ও সেই দেহ হল; তিনি নিজে আজ্ঞা দিলেন ও সেই দেহ সৃষ্ট হল। তুমি নিজে ছিলে, কিন্তু তুমি একটা প্রাচীন সৃষ্টি ছিলে; তোমাকে পবিত্রীকৃত করার পর তুমি নতুন সৃষ্টি হতে লাগলে। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, তুমি কেমন নতুন সৃষ্টি? শাস্ত্র বলে, খ্রিষ্টে সবকিছুই নতুন সৃষ্টি (২৪)।

১৭। অতএব এটা মেনে নাও কেমন করে খ্রিষ্টের উক্তি সমস্ত সৃষ্টি রূপান্তরিত করতে অভ্যস্ত ছিল ও তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন করেন। তুমি কি অনুসন্ধান করছ, তা কেমন হয়? এটা মেনে নাও: এবং সর্বপ্রথমে এসো, আমরা উদাহরণ হিসাবে তাঁর প্রজননের কথা ধরি। এটাই স্বাভাবিক যে, একটা মানব জীব পুরুষ ও নারী থেকে ছাড়া ও দাম্পত্য মিলন দ্বারা ছাড়া জনিত হয় না। কিন্তু যেহেতু প্রভু তেমনটা ইচ্ছা করলেন ও যেহেতু তিনি এই সাক্রামেন্ট [অর্থাৎ মাংসধারণ রহস্য] বেছে নিলেন, সেজন্যই খ্রিষ্ট পবিত্র আত্মা ও কুমারী থেকে জন্ম নিলেন; অর্থাৎ, ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট (২৫)। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, নিয়ম ও ক্রমের বিপরীতে একটা মানুষ জন্ম নিলেন যিনি একটি কুমারী থেকে সঞ্জাত।

১৮। আরও একটা উদাহরণ মেনে নাও। মিশরীয়েরা ইহুদী জাতিকে কঠোর ভাবে চাপ দিচ্ছিল; তারা সমুদ্র দ্বারা আটকে পড়েছিল। ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারা মোশি সমুদ্রকে একটা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করলেন ও জল বিভক্ত হল, অবশ্যই, নিজের প্রকৃতির রীতি অনুযায়ী নয়, কিন্তু স্বর্গীয় প্রতাপের অনুগ্রহ অনুসারেই তাই হল। আরও একটা উদাহরণ মেনে নাও : লোকদের পিপাসা পেয়েছিল; তারা একটা জলের উৎসের ধারে এসেছিল। জলের উৎসটা তিক্ত ছিল; পবিত্র মোশি সেই জলে একটা কাঠ ফেলে দিলেই, যে জলের উৎস তিক্ত ছিল তা মিষ্টি হল, অর্থাৎ, তা নিজের প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা পরিণত করল, তাতে তা অনুগ্রহের মিষ্টিতা ধারণ করল। চতুর্থ একটা উদাহরণ মেনে নাও : একটা কুড়ালের ফলা জলে পড়ে গেছিল; লোহা হওয়াতে তা রীতিমত ডুবে গেল; এলিশেয় একটা লাঠি ফেলে দিলে সাথে সাথেই ফলাটা ভেসে উঠল ও জলের উপর দিয়ে ভাসতে লাগল; এ এমন কিছু যা লোহার রীতির বিপরীত, কেননা জলের উপাদানের চেয়ে তা আরও বেশি ভারী দ্রব্যে গঠিত।

১৯। তাই, স্বর্গীয় উক্তির কার্যকারিতা যে কত মহৎ, তুমি কি এসমস্ত কিছু থেকে তা উপলব্ধি কর না? যখন স্বর্গীয় উক্তি পার্থিব জলের উৎসে কার্যকারী হল, তা যখন অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকারী হল, তখন সেটা কি স্বর্গীয় সাক্রামেন্টগুলিতে কার্যকারী নয়? তবে তুমি এটা শিখতে পেরেছ যে, রুটি থেকে খ্রিষ্টের দেহ হয় (২৬)। এবং সেই আঙুররস ও সেই জল কি? তা সেই পানপাত্রে রাখা হয়, কিন্তু স্বর্গীয় পবিত্রীকরণ দ্বারা রক্ত হয়ে ওঠে।

২০। এমনটা হতে পারে তুমি বলবে, ‘আমি রক্তের বাহ্যিক চেহারা দেখতে পাই না’। কিন্তু সেই আঙুররসই রক্তের সাদৃশ্যের অধিকারী। কেননা তুমি যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ করেছ, তেমনি ভাবে তুমি মূল্যবান রক্তের সাদৃশ্যও পান কর, যাতে রক্ত বিষয়ে কোন ঘৃণা না থাকে ও সেইসঙ্গে মুক্তিকর্মের মূল্য কার্যকারিতা রাখে। তাতে তুমি এটা শিখেছ যে, যা তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের দেহ।

## ☞ যাজকের উচ্চারিত পবিত্রীকরণ-উক্তি

২১। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, তা কেমন করে স্বর্গীয় বাণী দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়? বাণী যা, তা মেনে নাও। যাজক কথা বলেন। তিনি বলেন (২৭), ‘আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই অর্ঘ্য তুমি আমাদের জন্য লিখিত, গ্রহণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোল। তাঁর যজ্ঞাভোগের পূর্বদিনে তিনি নিজের পবিত্র হাতে রুটি গ্রহণ করে নিলেন, এবং স্বর্গের দিকে, তাঁর সর্বশক্তিমান পবিত্র পিতা অনন্তকালীন ঈশ্বর তোমারই দিকে চোখ তুলে ধন্যবাদ জানিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই রুটি ছিঁড়ে তাঁর প্রেরিতদূতদের ও তাঁর শিষ্যদের কাছে সম্প্রদান করে বললেন: ‘গ্রহণ করে নাও, এ থেকে খাও সকলে, কেননা এ আমার দেহ, যা অনেকের জন্য ভগ্ন করা হবে।’ লক্ষ কর।

২২। ‘তেমনি ভাবেও, তাঁর যজ্ঞাভোগের পূর্বদিনে, ভোজনের পরে, তিনি পানপাত্রটি গ্রহণ করে নিয়ে স্বর্গের দিকে, সর্বশক্তিমান পবিত্র পিতা, অনন্তকালীন ঈশ্বর তোমারই দিকে চোখ তুলে ও ধন্যবাদ জানিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং পানপাত্রটি তাঁর প্রেরিতদূতদের ও তাঁর শিষ্যদের কাছে সম্প্রদান করে বললেন: ‘গ্রহণ করে নাও, এ থেকে পান কর সকলে, কেননা এ আমার রক্ত’। লক্ষ কর, ‘গ্রহণ করে নাও’ পর্যন্ত, রুটির কথা হোক বা রক্তের কথা হোক এই সমস্ত কথা সুসমাচার-রচয়িতারই কথা। তারপর থেকে সমস্ত কথা খ্রিষ্টেরই উচ্চারিত কথা: ‘গ্রহণ করে নাও, এ থেকে পান কর সকলে, কেননা এ আমার রক্ত’।

২৩। তুমি এসমস্ত ঘটনা একটা একটা করে লক্ষ কর। বলা হয়, ‘তাঁর যজ্ঞাভোগের পূর্বদিনে তিনি নিজের পবিত্র হাতে রুটি গ্রহণ করে নিলেন’। পবিত্রীকৃত হবার আগে সেটা রুটি; কিন্তু, যখন খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হয়, তখন তা হল খ্রিষ্টের দেহ। অবশেষে, তাঁকেই শোন, তিনি বলেন, ‘গ্রহণ করে নাও, এ থেকে খাও সকলে, কেননা এ আমার দেহ’। এবং খ্রিষ্টের বাণীর আগে পানপাত্র আঙুররস ও জলে পূর্ণ; খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হলেই সেই রক্ত হয় (২৮) যা জনগণের মুক্তিকর্ম সাধন করল। তাই তোমরা লক্ষ কর কেমন মহৎ শ্রদ্ধা সহকারে খ্রিষ্টের উক্তি সমস্ত কিছু পরিণত

করতে সক্ষম। পরে প্রভু যিশু নিজেই আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিলেন, আমরা তাঁর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি। তবে আমরা কি তাঁর বিশ্বাস ও সাক্ষ্যদান বিষয়ে আদৌ সন্দেহ করব?

২৪। এখন তুমি আমার সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত ব্যক্তব্যের বিষয়ে ফিরে এসো। সেই মান্না যে স্বর্গ থেকে ইহুদীদের উপরে বর্ষিত হয়েছিল, তা অবশ্যই মহৎ ও শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু বুঝে নাও! কোন্টা মহত্তর, স্বর্গ থেকে আগত সেই মান্না, নাকি খ্রিস্টের দেহ? অবশ্যই, সেই খ্রিস্টের দেহ যিনি স্বর্গের প্রণেতা। তবে, যে মান্না খেয়েছিল, সে তো মারা গেছে; যে তাঁর দেহ খেয়েছে, সে নিজের জন্য পাপক্ষমা সাধন করবে ও কখনও মরবে না (২৯)।

২৫। তাই তুমি তো ‘আমেন’ বল, উদাসীনভাবে নয়, কেননা ইতিমধ্যে আত্মায় স্বীকার কর, তুমি খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করছ। অতএব, যখন তুমি যাচনা কর, তখন যাজক তোমাকে বলেন, খ্রিস্টের দেহ’, ও তুমি বল, ‘আমেন’ অর্থাৎ ‘সত্যি’। জিহ্বা যা স্বীকার করে, ভক্তি তা আঁকড়ে ধরুক। তাছাড়া, তুমি যেন এটাও জানতে পার যে, এটা একটা সাক্রামেন্ট, যার দৃষ্টান্ত আগে ঘটেছিল।

## ৬ খ্রিস্টের মৃত্যুর স্মারক-চিহ্ন ও পাপক্ষমা-ঘোষণা হিসাবে এউখারিস্তিয়া

২৬। তারপর, উপলব্ধি কর এই সাক্রামেন্ট কেমন মহৎ। তিনি [অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা] যা বলেন, তা তুমি লক্ষ কর, যতবার তেমনটা করবে, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তাই করবে, যতদিন না আমি পুনরাগমন করি (৩০)।

২৭। এবং যাজক বলেন: অতএব, তাঁর অধিক গৌরবময় যজ্ঞাভোগ, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান, ও স্বর্গে তাঁর আরোহণ স্মরণ করে আমরা তোমার কাছে এই নিষ্কলঙ্ক বলি যা গ্রহণীয় যজ্ঞ ও রক্তহীন বলি, এই পবিত্র রুটি ও অনন্ত জীবনের পানপাত্র (৩১) নিবেদন করি। এবং আমরা যাচনা ও প্রার্থনা করি, তুমি যেন এই উৎকৃষ্ট বেদির উপরে স্থিত এই অর্ঘ্য তোমার দূতদের হাত দিয়ে গ্রহণ কর, যেমনটি প্রসন্ন হয়ে তুমি গ্রহণ করেছিলে তোমার ধর্মিষ্ঠ দাস আবেলের উপহার, আমাদের পিতৃকুলপতি

আব্রাহামের বলিদান এবং তা, যা মহাযাজক মেঙ্কিসেদেক তোমার কাছে উৎসর্গ করেছিলেন’।

২৮। তাই, তুমি যতবার গ্রহণ কর, ততবার প্রেরিতদূত তোমাকে কি বলেন? যতবার আমরা গ্রহণ করি, ততবার প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি (৩২)। যখন তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করি, তখন পাপক্ষমাই ঘোষণা করি। যতবার রক্ত পাতিত হয়, তা যখন ততবার পাপক্ষমার উদ্দেশ্যেই পাতিত হয়, তখন আমার পক্ষে সবসময়ই তাঁকে গ্রাহ্য করা উচিত, যেন তিনি আমার পাপকর্ম সবসময় ক্ষমা করেন (৩৩)। সবসময় পাপ করি এই আমি, আমার পক্ষে সবসময় একটা প্রতিকার থাকা উচিত।

২৯। ইতিমধ্যে, আজও আমরা আমাদের সাধ্যমত ব্যাখ্যা করে এসেছি। কিন্তু আগামীকাল, শাব্বাৎ দিনে ও প্রভুর দিনে [রবিবারে], আমরা যথাসাধ্য প্রার্থনার ধারা সম্পর্কে কথা বলব। আমাদের প্রভু ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তিনি তা তোমাদের জন্য সংরক্ষিত করুন, ও তিনি যে চোখ তোমাদের দিয়েছেন, প্রসন্ন হয়ে তা আরও বেশি আলোকিত করে তুলুন, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, রাজা ও ত্রাণকর্তা, আমাদের সেই প্রভু ঈশ্বর দ্বারা, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে তিনি, পবিত্র আত্মার সঙ্গে, প্রসংসা, সম্মান, গৌরব, মহিমা, ও প্রতাপের পাত্র, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(১) যাত্রা ৩০:১০; লেবীয় ১৬:২-৩৪; হিব্রু ৯:৬-৭ দ্রঃ।

(২) হিব্রু ৯:১৭ দ্রঃ।

(৩) গণনা ১৭:২৩ দ্রঃ।

(৪) ‘মহাযাজক বছরে একবার মাত্র প্রবেশ করে থাকতেন, অর্থাৎ তিনি সেই বাপ্তিস্মালয়েরই মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিয়েছেন’: বিশপ আলব্রাজের সময়ে বাপ্তিস্ম বছরে একবার মাত্র, পাস্কা-নিশিজাগরণী অনুষ্ঠানে, দেওয়া হত।

(৫) সাম ১:৩।

(৬) ১ পি ২:৯।

(৭) ২ করি ২:১৫।

- (৮) পরমগীত ৮:৫।
- (৯) ১ পি ১:১২ দ্রঃ।
- (১০) ১ করি ২:৯।
- (১১) সাম ৫১:৯ লাতিন পাঠ্য।
- (১২) প্রকাশ ৩:১১ দ্রঃ।
- (১৩) সাম ৪৩:৪।
- (১৪) সাম ১০৩:৫ দ্রঃ।
- (১৫) মথি ২৪:২৮ দ্রঃ।
- (১৬) ‘সেই সৃষ্টবস্তুতে’, অর্থাৎ সেই রুটি ও আঙুররসে। মিলান মণ্ডলীতে, এমনকি পশ্চিমা সব মণ্ডলীতে, যারা মিসায় যোগ দিত তারা নিজ নিজ রুটি ও আঙুররস এনে বেদির উপরে রাখত। কিন্তু পাস্কা-অফ্টাহের আগে সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা রুটি ও আঙুররস অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠানে যোগ দিত না।
- (১৭) যোহন ১৪:২৭ দ্রঃ।
- (১৮) হিব্রু ৭:৩।
- (১৯) তিনি ‘পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন’ : দেখা যাচ্ছে, সেকালে, লাতিন বিশ্বাস-সূত্রে ‘পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন’ এর স্থানে ‘পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন’ সূত্রটাই প্রচলিত ছিল। তা বিশপ রুফিনুসের লেখা দ্বারাও প্রমাণিত।
- (২০) সাম ১১০:৪; হিব্রু ৭:১৭।
- (২১) ১ তি ১:১, ২ দ্রঃ।
- (২২) ‘যা ছিল, তা হয়ে থেকে অন্য কিছুতে পরিণত হবে’ : বিশপ আন্ড্রোজ বলতে চান, যখন শূন্য থেকে কিছুটা সৃষ্টি করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ ব্যাপার, তখন তাঁর পক্ষে একটা বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাও বেশি সহজতর ব্যাপার। এই বাক্যে ‘অভিনব প্রকৃতি দেওয়া’ বলতে এমন পদার্থ সৃষ্টি করা বোঝায় যা আগে ছিল না।
- (২৩) সাম ১৪৮:৫ লাতিন পাঠ্য।
- (২৪) ২ করি ৫:১৭ লাতিন পাঠ্য।
- (২৫) ১ তি ২:৫ দ্রঃ।

(২৬) রুটি 'রুটি থেকে খ্রিষ্টের দেহ হয়' : একই ধারণা বিশপ আন্সোজের 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ'-তেও (৯ অধ্যায় ৫২ পদে) উপস্থাপিত: শেষ ভোজে প্রভু রুটি ও পানপাত্র হাতে নিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণী এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ সেই বাণীর প্রভাবে সাক্রামেন্টীয় রুটি ও আঙুররস পবিত্রীকৃত হয়ে খ্রিষ্টের দেহরক্ত হয়ে ওঠে। এটি ছিল সেইকালের লাতিন জগতে সাধারণ প্রচলিত ধারণা।

(২৭) যে এউখারিস্তীয় প্রার্থনা বিশপ আন্সোজ উল্লেখ করেন, তা প্রায়ই মিসার ১ম এউখারিস্তীয় প্রার্থনার সমান।

(২৮) 'খ্রিষ্টের বাণী যোগ করা হলেই সেই রক্ত হয়': যেমন সৃষ্টিলগ্নে ঈশ্বর কথা বললেই আলো হল, তেমনি খ্রিষ্টের বাণী উচ্চারিত হলেই রক্ত হয়।

(২৯) যোহন ৬:৪৯, ৫৮; ১১:২৬ দ্রঃ।

(৩০) ১ করি ১১:২৫, ২৬ লাতিন পাঠ্য।

(৩১) রো ১২:১ দ্রঃ।

(৩২) ১ করি ১১:২৬ দ্রঃ।

(৩৩) মথি ২৬:২৮ দ্রঃ।

## ৫ম পুস্তক

এউখারিস্তিয়া ও প্রভুর পার্থনা বিষয়ক কাতেখেসিস।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) মেক্সিসেদেকের কাহিনী ; আঙুরসের সঙ্গে জল মেশানোর কারণ
- ২) পরম গীত ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা
- ৩) সাম ২৩ ও পরম গীত ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা
- ৪) প্রভুর প্রার্থনা

### ১ মেক্সিসেদেকের কাহিনী

#### আঙুরসের সঙ্গে জল মেশানোর কারণ

১। গতকাল আমাদের উপদেশ ও আলোচনা পবিত্র বেদির সাক্রামেন্টগুলি পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল। এবং আমরা এটা শিখেছি যে, এই সাক্রামেন্টগুলির দৃষ্টান্ত আব্রাহামের সময়েরও পূর্ববর্তী, সেই সময়েই, যখন যাঁর দিনগুলোর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই (১), সেই পবিত্র মেক্সিসেদেক একটা যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিলেন। হে মানুষ, হিব্রুদের কাছে প্রেরিতদূত পল যা বলেন, তা শোন। যারা বলে ঈশ্বরের পুত্র কাল থেকে আগত, তারা কোথায়? এবং মেক্সিসেদেকের বিষয়ে এমনটা বলা হয়, তাঁর দিনগুলোর আরম্ভও নেই, অন্তও নেই। যখন মেক্সিসেদেকের দিনগুলোর আরম্ভ নেই, তখন খ্রিস্টের কি দিনগুলোর আরম্ভ থাকতে পারল? অথচ এটা সত্যের চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত নয় [অর্থাৎ, দৃষ্টান্তের চেয়ে সত্যই বড়]। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, তিনি নিজেই প্রথম ও শেষ (২) : তিনি প্রথম, যেহেতু তিনি সবকিছুর প্রণেতা ; তিনি শেষ : তাঁর যে শেষ হবে এজন্য নয়, বরং, তিনি সবকিছু নিজেতে অন্তর্ভুক্ত করেন [অর্থাৎ তিনি সবকিছুর সিদ্ধি ঘটান]।

২। তাই, আমরা বলেছিলাম, পানপাত্র ও রুটি বেদিতে রাখা হয়। পানপাত্রে কী দেওয়া হয়? আঙুরস। এবং আর কি দেওয়া হয়? জল (৩)। কিন্তু তুমি আমাকে বলছ,

তবে কেমন করে মেঙ্কিসেদেক আঙুররস ও রুটি অর্পণ করলেন? জলের মিশ্রণের অর্থ কি? যুক্তি মেনে নাও।

৩। সর্বপ্রথমে, সেই যে দৃষ্টান্ত মোশির সময়ের আগেকার, সেই দৃষ্টান্তের অর্থ কি? কেননা, যখন ইহুদী লোকদের পিপাসা পেয়েছিল ও তারা জল পেতে পাচ্ছিল না বিধায় গজগজ করেছিল, তখন ঈশ্বর মোশিকে একটা কচি ডাল দিয়ে শৈলকে স্পর্শ করতে আঞ্জা করলেন। তিনি শৈলটা স্পর্শ করলেন, ও শৈলটা প্রচুর পরিমাণে জল প্রবাহিত করল, সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, তারা সেই শৈল থেকে পান করেছিল যা তাদের পিছু পিছু চলছিল, আর শৈলটা ছিলেন খ্রিষ্ট (৪)। যে শৈল লোকদের পিছু পিছু চলছিল, সেটা অচলা একটা শৈল ছিল না। তবে তুমি পান কর, যেন খ্রিষ্ট তোমার পিছু পিছু চলেন। রহস্যটা লক্ষ কর: ‘মোশি’ অর্থাৎ সেই নবী, ‘একটা কচি ডাল দিয়ে’ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী দিয়ে: অর্থাৎ যাজক ঈশ্বরের বাণী দিয়ে শৈলটা স্পর্শ করেন, জল প্রবাহিত হয়, ও ঈশ্বরের জনগণ পান করে। পরে যাজক পানপাত্রকে স্পর্শ করেন, জল পানপাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়, অনন্ত জীবনে উৎসারিত হয়, ও যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছে ঈশ্বরের সেই জনগণ পান করে (৫)।

৪। তাই তুমি কি একথা শিখেছ? আর একটা উদাহরণ মেনে নাও। প্রভুর যজ্ঞগাভোগের সময়ে, যখন মহা শাব্বাৎ দিন ঘনিয়ে আসছিল, যেহেতু আমাদের প্রভু ও সেই চোর দু’জন তখনও জীবিত ছিলেন, সেজন্য তাঁদের আঘাত করার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিল। তারা এসে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃত অবস্থায় পেল। তখন সৈন্যদের একজন নিজের বর্শা দিয়ে তাঁর বুকের পাশ স্পর্শ করল, ও তাঁর বুকের পাশ থেকে জল ও রক্ত প্রবাহিত হল। জল কেন? রক্ত কেন? জল: যেন তিনি শোধন করতে পারেন; রক্ত: যেন তিনি মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন। তাঁর বুকের পাশ থেকে কেন? কারণ দোষ যেখান থেকে আসে, সেখান থেকে অনুগ্রহও আসে: দোষ একটি নারী থেকে, অনুগ্রহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে আগত (৬)।

## ২ পরম গীত ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা

৫। তুমি বেদির কাছে এসেছ; প্রভু যিশু তোমাকে ডাকছেন—তোমার প্রাণ ও মণ্ডলীকে ডাকছেন—এবং তিনি বলেন, তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন (৭)। তুমি কি খ্রিস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে ইচ্ছা কর? এর চেয়ে প্রীতিকর আর কিছুই নেই। তুমি তোমার প্রাণের জন্যই কি তা করতে ইচ্ছা কর? এর চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছুই নেই।

৬। ‘তিনি আমাকে চুম্বন করুন’: তিনি দেখছেন, তুমি সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ, কারণ সমস্ত অপরাধ মুছিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই তিনি তোমাকে স্বর্গীয় সাক্রামেন্টগুলির যোগ্য বলে বিচার করেন, ও সেই অনুসারে তোমাকে স্বর্গীয় ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। ‘তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন’।

৭। অথচ, এর পরে যা ঘটে, সেটার কারণে তোমার প্রাণ, বা মানব অবস্থা বা মণ্ডলীই, এটা দেখে যে, সে সমস্ত পাপ থেকে শুচীকৃত, ও এটা দেখে যে, খ্রিস্টের বেদির কাছে এগিয়ে যাবার জন্য সক্ষম বলে সে যোগ্য (কেননা খ্রিস্টের বেদি খ্রিস্টের দেহের একটি নমুনা ছাড়া কিবা হয়?), সে বিস্ময়কর সাক্রামেন্টগুলি দেখে বলে ওঠে, ‘তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন’, অর্থাৎ, ‘খ্রিস্ট আমাতে চুম্বন-ছাপ ছাপিয়ে দিন’।

৮। কেন? কারণ তোমার কুচয়ুগল আঙুররসের চেয়েও উত্তম (৮), অর্থাৎ, তোমার অনুভূতি উত্তম, তোমার সাক্রামেন্টগুলি আঙুররসের চেয়ে উত্তম, সেই আঙুররসের চেয়েও উত্তম যা মিষ্ট হয়েও, আনন্দদায়ী হয়েও, অমায়িক হয়েও তবু তাতে জাগতিক আনন্দ, কিন্তু তোমাতে আধ্যাত্মিকই উল্লাস বিরাজিত। সেসময় থেকেও শলোমন, হয় খ্রিস্টের ও মণ্ডলীর, অথবা আত্মার ও মাংসের, বা আত্মার ও প্রাণের মধ্যকার বিবাহ সন্নিবেশ করেন।

৯। এবং তিনি বলে চলেন, ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি মলমের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবেসেছে (৯)। যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা নবায়িত হয়ে এই দেহের

বার্ধক্য ফেলে রেখেছে, সেই ব্যক্তিদের প্রাণ ছাড়া এই যুবতীরা আর কারাই বা হতে পারে?

১০। তোমার পিছু পিছু আমাদের আকর্ষণ কর! এসো, তোমার মলমের সুবাসের পিছনে ছুটে যাই (১০)। দেখ তিনি কী বলেন, ‘তুমি খ্রিস্টের অনুসরণ করতে পার না, যদি না তিনি তোমাকে আকর্ষণ করেন’। অবশেষে, যাতে তুমি এটা জানতে পার, সেজন্য তিনি বলেন, যখন আমাকে উত্তোলন করা হবে, তখন সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করব (১১)।

১১। রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়েছেন (১২); গ্রীক অনুবাদে পদটা বলে, রাজা ‘ধনভাণ্ডারে’ বা ‘তাঁর সেই ভাঁড়ারঘরে’ আমাকে প্রবেশ করিয়েছেন যেখানে উত্তম পানীয়, যেখানে সুগন্ধ, মিষ্টি মধু, বিবিধ ফল, নানা রকম খাবার রয়েছে যাতে তোমার খাওয়া-দাওয়া বহু ভাগ খ্যাদ্য দ্বারা আনন্দময় হতে পারে।

## ৩ সাম ২৩ ও পরম গীত ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা

১২। তাই তুমি বেদির কাছে এসেছ; তুমি খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করেছ। তুমি যে কেমন সাক্রামেন্ট প্রাপ্ত হয়েছ, তা নতুন করে শোন; শোন সেই পবিত্র দাউদকে, তিনি তো কথা বলছেন। এবং তিনি আত্মায় আগে থেকেই এই রহস্যগুলি দেখেছিলেন, আনন্দিত হয়েছিলেন, ও এমনটা বলেছিলেন, তাঁর কোন কিছুরও অভাব ছিল না (১৩)। কেন? কারণ, যে খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না (১৪)।

১৩। আহা! তুমি কতবার ২৩ নং সামসঙ্গীত শুনেছ অথচ সেটার অর্থ বোঝনি! দেখ সামসঙ্গীতটা স্বর্গীয় সাক্রামেন্টগুলির ক্ষেত্রে কেমন উপযোগী: ‘প্রভু [মেষ] আমাকে খাওয়ান; অভাব হবে না আমার; আমায় তিনি স্থান দিলেন চারণমাঠে, আমায় চালনা করলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে, আমার প্রাণকে রূপান্তরিত করলেন। তিনি আমাকে ধর্মময়তা-পথে চালনা করলেন তাঁর আপন নামের খাতিরে। কেননা মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচনি, এটিই আমাকে সান্ত্বনা দিল’। যষ্টি হল কর্তৃত্ব, পাচনি হল

যন্ত্রণাভোগ, সেই যে যন্ত্রণাভোগ খ্রিষ্টের অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে, কিন্তু তাঁর শারীরিকও যন্ত্রণাভোগ নির্দেশ করে; প্রথমটা [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব] সৃষ্টি করল; দ্বিতীয়টা [যন্ত্রণাভোগ] মুক্তিকর্ম সাধন করল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট তাদেরই বিরুদ্ধে যারা আমাকে কষ্ট দেয়; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রটি, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট (১৫)।

১৪। তাই তোমরা বেদির কাছে এসেছ; খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ; স্বর্গীয় সাক্রামেণ্টগুলি প্রাপ্ত হয়েছ। অনেকের মুক্তিকর্মে মণ্ডলী আনন্দিত, এবং শুভ্র কাপড় পরা তার পরিবার তার কাছে রয়েছে বলে আত্মিক উল্লাসে পুলকিত। তুমি এসবকিছু পরম গীতে পেতে পার। এমন ভোজসভা আয়োজন ক’রে যা মনে হচ্ছে স্বর্গীয় ভোজের যোগ্য ভোজসভা, মণ্ডলী উল্লাস করতে করতে খ্রিষ্টকে অনুনয় করে; এজন্য সে বলে, আমার প্রেমিক তাঁর নিজের উদ্যানে আসুন, নিজের ফলপ্রসূ গাছগুলোর ফল ভোগ করুন (১৬)। এই ফলপ্রসূ গাছগুলো কি? তুমি আদমে শুষ্ক কাঠ ছিলে, কিন্তু এখন, খ্রিষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা, তুমি ফলপ্রসূ গাছের মত পুষ্পিত।

১৫। প্রভু যিশু আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করে নিলেন ও স্বর্গীয় মর্যাদা সহকারে আপন মণ্ডলীকে উত্তর দিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার উদ্যানে এসেছি! আমি আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধনির্ধাস সংগ্রহ করেছি, আমার মধুর সঙ্গে আমার রুটি খেয়েছি, আমার দুধের সঙ্গে আমার আঙুররস পান করেছি। তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতাসকল! খাও, প্রমত্ত না হওয়া পর্যন্ত পান কর (১৭)।

১৬। ‘আমি আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধনির্ধাস সংগ্রহ করেছি’। এই সংগ্রহটা কি? আঙুরখেত চিনে নাও, তবেই সেই সংগ্রহ করাটা চিনে নেবে। তিনি বলেন, মিশর থেকে তুমি আনলে একটি আঙুরখেত (১৮), অর্থাৎ তুমি ঈশ্বরের জনগণকে আনলে। তোমরাই সেই আঙুরখেত, তোমরাই সেই সংগ্রহ করা আঙুরফল যা আঙুরখেতই যেন রোপিত, তোমরাই সেই আঙুরখেত যারা ফল ধারণ করেছ। ‘আমি আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধনির্ধাস সংগ্রহ করেছি’, অর্থাৎ, [গন্ধনির্ধাসটা সংগ্রহ করেছি] সেই সৌরভের উদ্দেশ্যে যা তোমরা গ্রহণ করেছ।

১৭। ‘আমার মধুর সঙ্গে আমি আমার রুটি খেয়েছি’। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, এই রুটিতে কোন তিক্ততা নেই বরং তা সবই মিষ্টিতা। ‘আমার দুধের সঙ্গে আমি আমার আঙুররস পান করেছি’। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, এটাই সেই আনন্দ যা কোন পাপহীনতা জনিত কলুষ দ্বারা দূষিত নয়। কেননা যতবার তুমি পান কর, ততবার পাপক্ষমা গ্রহণ কর ও আত্মায় প্রমত্ত না হওয়া পর্যন্ত পান কর। এজন্য প্রেরিতদূতও বলেন, আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও (১৯)। কারণ যে আঙুররসে প্রমত্ত, সে টলে ও দোলে; যে পবিত্র আত্মায় প্রমত্ত, সে খ্রিষ্টে রোপিত। তাই, গৌরবময়ই সেই প্রমত্ততা যা মনের সংযম ফলায়। আমরা সাত্রামেস্তগুলি ক্ষেত্রে এটুকুতে সংক্ষিপ্ত ভাবে গিয়েছি।

## ৪ প্রভুর প্রার্থনা

১৮। শুধু প্রার্থনা ছাড়া আরও কিছু আছে কি? এবং তোমরা মনে করো না যে, কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় এমনটা জানা সাধারণ একটা গুণ। পবিত্র প্রেরিতদূতেরা প্রভু যিশুকে বললেন, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন (২০)। তখন প্রভু এই প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও; এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি; আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না, কিন্তু অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর (২১)।

তুমি তো দেখতে পাচ্ছ প্রার্থনাটা কেমন সংক্ষিপ্ত ও কেমন সমস্ত গুণাবলিতে পূর্ণ। প্রথম বাক্যে, আহা, কত চারুতা রয়েছে।

১৯। হে মানুষ, স্বর্গের দিকে মুখ তোলার সাহস তোমার ছিল না; তোমার চোখ তুমি পৃথিবীর দিকেই ধাবিত করতে; আর হঠাৎ করে তুমি খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছিলে; তোমার সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়েছিল। মন্দ দাস থেকে তুমি উত্তম সন্তান হয়ে

উঠেছ (২২)। তাই তোমার কর্মক্রিয়া বিষয়ে আর নয়, কিন্তু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ বিষয়েই গর্ববোধ কর। তিনি বলেন, অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত (২৩): প্রেরিতদূত ঠিক তাই বলেন। এখানে অহঙ্কার নয়, বিশ্বাসই রয়েছে। তুমি যা গ্রহণ করেছ, তা ঘোষণা করা, এমনটা গর্ব নয়, বরং ভক্তি। তাই তোমার চোখ সেই পিতার কাছে উত্তোলন কর, যিনি প্রক্ষালন দ্বারা তোমাকে জনিত করলেন; সেই পিতার কাছে চোখ উত্তোলন কর, যিনি নিজের পুত্রের দ্বারা তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করলেন (২৪), এবং বল, ‘হে আমাদের পিতা’। এই গর্ববোধ তো ভাল, কিন্তু মার্জিত। তুমি সন্তানই যেন তাঁকে পিতা বলে ডাক, কিন্তু, বিশেষভাবে নিজেরই জন্য কিছুই দাবি করো না। তিনি কেবল খ্রিষ্টেরই বিশেষ পিতা, আমাদের সবার জন্য তিনি সাধারণ পিতা, কারণ তিনি কেবল তাঁকেই [খ্রিষ্টকেই] জনিত করলেন, কিন্তু আমাদের সৃষ্টি করলেন। তাই তুমিও, অনুগ্রহ গুণে, বল, ‘হে আমাদের পিতা’, যেন তাঁর সন্তান হবার যোগ্য হতে পার। মণ্ডলীর দৃষ্টিতে ও বিবেচনায় নিজের বিষয়ে সুপারিশ কর (২৫)।

২০। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’। স্বর্গ কী? শাস্ত্র এবিষয়ে যা বলে তা শোন: প্রভু সকল স্বর্গের উর্ধ্বে উচ্চতম (২৬)। এবং সর্বস্থানে তুমি এমনটা পাও যে, প্রভু স্বর্গের স্বর্গেরও উর্ধ্বে (২৭)। কেমন যেন দূতেরাও স্বর্গে না থাকতেন, কেমন যেন সেই সমস্ত প্রভুত্বও স্বর্গে না থাকতেন (২৮), কিন্তু সেই স্বর্গেই থাকতেন যা বিষয়ে বলা হয়েছে, স্বর্গ ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে (২৯)। স্বর্গ সেইখানে রয়েছে, যেখানে দোষ ক্ষান্ত হয়েছে; স্বর্গ সেইখানে রয়েছে, যেখানে লজ্জাকর কর্মকাণ্ড নিষ্ক্রিয়; স্বর্গ সেইখানে রয়েছে, যেখানে মৃত্যুজনিত কোন ক্ষতই নেই।

২১। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’। ‘পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’ বলতে কি বোঝায়? এটা এমনটা কি, আমরা কেমন যেন বাসনা করতাম, সেই তিনিই পবিত্রিত হোন যিনি বলেন, ‘পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র (৩০), বা কেমন যেন তাঁর পবিত্রতা প্রচার করার ব্যাপারে আমাদের প্রার্থনা দ্বারা তাঁকে কিছু না কিছু যোগ করা যেতে পারত। না, কিন্তু তিনিই আমাদের অন্তরে পবিত্র বলে প্রকাশিত হোন যেন তাঁর সেই পবিত্রতা আমাদের কাছে আসতে পারে।

২২। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক’। এটা কেমন যেন তাঁর রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য নয়! যিশু নিজেই বলেন, এজন্যই আমি জন্মেছি (৩১), এবং তুমি পিতাকে বল, ‘তোমার রাজ্য আসুক’ কেমন যেন তিনি আসেননি। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য এসেছে, কেননা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছ। কেননা তিনি নিজে বলেন, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত (৩২)।

২৩। ‘তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও’; খ্রিস্টের রক্তের মধ্য দিয়ে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই শান্তি লাভ করল (৩৩): স্বর্গের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়, দিয়াবল নিষ্কিণ্ট হয়। সে সেইখানে ঘোরাফেরা করে, যেখানে সেই মানুষ আছে যাকে সে প্রবঞ্চিত করেছিল। ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’, অর্থাৎ, স্বর্গে যেমন, মর্তেও তেমনি শান্তি বিরাজ করুক (৩৪)।

২৪। ‘আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও’। যখন আমি সাক্রামেন্টগুলি বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, তোমরা সেই কথা স্মরণ কর। আমি তোমাদের বলেছিলাম, খ্রিস্টের বাণীর আগে যা অর্পণ করা হয়, সেবিষয়ে বলা হয়, তা রুটি; যখন খ্রিস্টের বাণী উচ্চারিত হয়, তখন সেবিষয়ে এমনটা আর বলা হয় না, তা রুটি, কিন্তু তা দেহ বলে অভিহিত। তবে কেনই বা প্রভুর প্রার্থনায় যা পরে আসে, সেই পদে তিনি ‘আমাদের রুটি’ বলেন? তিনি অবশ্যই রুটি হিসাবে সেবিষয়ে কথা বললেন, কিন্তু এমন রুটি যা ἐπιούσιον [এপিউসিওন, দিনের জন্য যথেষ্ট] অর্থাৎ সত্তাময় (৩৫)। সেটা সেই রুটি নয় যা দেহে প্রবেশ করে (৩৬), কিন্তু সেটা হল অনন্ত জীবনের সেই রুটি যা আমাদের প্রাণের সত্তাকে সহায়তা করে (৩৭)। তাই গ্রীক ভাষায় সেটা ἐπιούσιον [এপিউসিওন] বলে অভিহিত। তাছাড়া, লাতিন ভাষা এ রুটিকে ‘cottidianum’ [কত্তিদিয়ানুম] তথা দৈনিক বলে অভিহিত করল, কারণ গ্রীকেরা τὴν ἐπιούσιαν ἡμέραν [তেন এপিউসিয়ান হেমেরান] অর্থাৎ আগামী দিনের কথা বলে। তাই লাতিন ও গ্রীক পাঠ্য যা বলল, সেই শব্দ দু’টোই উপকারী মনে করি। গ্রীক ভাষা একটামাত্র শব্দে অর্থ দু’টো ব্যক্ত করল; লাতিন ভাষা সেই রুটির বিষয়ে তা ‘দৈনিক’ বলল।

২৫। যখন সেই রুটি দৈনিক, তখন কেন তুমি তা এক বছর পরে (৩৮) গ্রহণ কর যেইভাবে গ্রীকেরা, পূবাঞ্চলে, করে থাকে? যা দিনে দিনে উপকারী, তা দৈনিক গ্রহণ

কর। তাই তুমি এমনভাবে জীবনযাপন কর যেন তা দৈনিক গ্রহণ করতে যোগ্য বলে গণ্য হও। যে কেউ তা দৈনিক গ্রহণ করতে যোগ্য বলে গণ্য নয়, সে এক বছর পরেও তা গ্রহণ করতে যোগ্য বলে গণ্য নয়। সেই অনুসারে পবিত্র যোব নিজের সন্তানদের জন্য দৈনিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতেন, পাছে তারা দৈবাৎ মনে মনে বা কথায় কোন পাপকর্ম করত। তাছাড়া, তুমি কি এমনটা শোন যে, যতবার যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, ততবার প্রভুর মৃত্যু, প্রভুর পুনরুত্থান, প্রভুর উত্তোলন, ও পাপক্ষমা নির্দেশ করা হয়, এবং তুমি নিজে কি দৈনিক এই জীবন-রুটি গ্রহণ কর না? যার ক্ষত আছে, তার পক্ষে ঔষধ দরকার আছে। আমরা যে পাপের অধীন, তা একটা ক্ষত; ঔষধটা হল সেই স্বর্গীয় ও শ্রদ্ধার যোগ্য সাক্রামেন্ট।

২৬। ‘আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও’। তুমি তা দৈনিক গ্রহণ করলে তবে সেই দৈনিক তোমার জন্য হল আজ। যখন ‘আজ’ তোমার জন্য খ্রিস্টই হন, তখন তিনি তোমার জন্য দৈনিক পুনরুত্থান করেন। কেমন করে? তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম (৩৯)। তবে, সেই আজ তখনই হয় যখন খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেন। প্রেরিতদূত পল বলেন, ‘তিনি নিজেই হলেন কাল ও আজ’; কিন্তু অন্য স্থানে তিনি বলেন, রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে (৪০): গত রাত চলে গেছে, আজকের দিন কাছে এসে গেছে।

২৭। পরবর্তী পদ এ: ‘এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি’। পাপ ছাড়া ঋণ আর কী? তাই, তুমি যদি সুদে পরের টাকা ধার না নিতে, তাহলে তুমি নিঃস্ব হতে না, ও এর ফলে তোমার উপর পাপ আরোপ করা হত না। তোমার এমন টাকা ছিল যা দ্বারা তুমি ধনী বলে জন্ম নিতে। তোমাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যেই ধনী করা হয়েছিল। তোমার যা ছিল, অর্থাৎ বিনম্রতা, তা তুমি হারিয়ে ফেলেছ; যখন তুমি অহঙ্কার ধারণ করতে ইচ্ছা কর, তখন টাকা হারিয়ে ফেলেছ। আদমের মত তোমাকে উলঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছিল (৪১)। তুমি দিয়াবল থেকে এমন ঋণ গ্রহণ করলে যা নিষ্পয়োজনই ছিল। ও সেইভাবে সেই তুমি যে খ্রিস্টে স্বাধীন মানুষ ছিলে, সেই তুমি দিয়াবলের কাছে ঋণী হয়ে গেছ। একটা শত্রু

তোমার বন্ধক ধরে রাখছিল, কিন্তু প্রভু তা দ্রুশে দিলেন ও নিজের রক্ত দ্বারা তা ধ্বংস করলেন (৪২)। তিনি তোমার ঋণ হরণ করলেন, স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন।

২৮। তবে ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি পরে বলেন, ‘এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি’। তুমি যা বল, তা লক্ষ কর: ‘যেমন আমি ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।’ তুমি ক্ষমা করলে, তবে তাঁর কাছে যথার্থ ভাবে এগিয়ে যাও যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়। তুমি ক্ষমা না করলে, তবে কেমন করে তাঁর কাছে এগিয়ে যাও?

২৯। ‘আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না, কিন্তু অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর’। তিনি যা বলেন, তা তুমি লক্ষ কর: ‘আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না’, এমন প্রলোভন যা আমরা সহ্য করতে পারি না। তিনি তো এমনটা বলেন না, ‘আমাদের প্রলোভনে এনো না’, কিন্তু একজন প্রতিযোগীই যেন তিনি মানব অবস্থার সহনীয় এমন পরীক্ষা ইচ্ছা করেন, যেন এক একজন অনর্থ থেকে তথা পাপ থেকে নিস্তার পায়।

৩০। উপরন্তু, যিনি তোমাদের পাপ হরণ করলেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন, সেই প্রভু প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়াবলের ছলচাতুরির বিরুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করতে (৪৩) ও সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম, যাতে দোষ সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত সেই শত্রু তোমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। কিন্তু যে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেয়, সে দিয়াবলকে ভয় পায় না। কেননা, ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? (৪৪)। তাই তাঁর প্রশংসা ও গৌরব হোক, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(১) হিব্রু ৭:৩ দ্রঃ।

(২) প্রকাশ ১:১৭।

(৩) ‘জল’: পানপাত্রে যে জলও দেওয়া হয়, তা অন্তত ২য় শতাব্দী থেকে প্রচলিত রীতি (সাপু যুক্তিনুস দ্রঃ)।

(৪) ১ করি ১০:৪ দ্রঃ।

- (৫) যোহন ৪:১৪ দ্রঃ।
- (৬) যোহন ১:১৭ দ্রঃ।
- (৭) পরমগীত ১:২।
- (৮) পরমগীত ১:২ লাতিন পাঠ্য।
- (৯) পরমগীত ১:৩।
- (১০) পরমগীত ১:৪ লাতিন পাঠ্য।
- (১১) যোহন ১২:৩২ দ্রঃ।
- (১২) পরমগীত ১:৪।
- (১৩) সাম ২৩:১-৪ দ্রঃ।
- (১৪) যোহন ৬:৩৫ দ্রঃ।
- (১৫) সাম ২৩:১-৫।
- (১৬) পরমগীত ৬:২ লাতিন পাঠ্য।
- (১৭) পরমগীত ৫:১ লাতিন পাঠ্য।
- (১৮) সাম ৮০:৯ লাতিন পাঠ্য।
- (১৯) এফে ৫:১৮ দ্রঃ।
- (২০) লুক ১১:১।
- (২১) মথি ৬:৯-১৩।
- (২২) গা ৪:৭ দ্রঃ।
- (২৩) এফে ২:৫।
- (২৪) তীত ৩:৫; যাকোব ১:১৮ দ্রঃ।
- (২৫) ‘মণ্ডলীর দৃষ্টিতে ... নিজের বিষয়ে সুপারিশ কর’: যখন আমরা ‘হে আমাদের পিতা’ বলি, তখন, যেহেতু ‘আমাদের’ বলতে মণ্ডলীকেই বোঝায়, সেজন্য আমরা মণ্ডলীর অঙ্গ বলেই নিজেদের বিষয়ে সুপারিশ করি।
- (২৬) সাম ১১৩:৪ লাতিন পাঠ্য।
- (২৭) সাম ৮:২ ইত্যাদি; লাতিন পাঠ্য।

(২৮) ‘কেমন যেন দূতেরাও স্বর্গে না থাকতেন, কেমন যেন সেই সমস্ত প্রভুত্বও স্বর্গে না থাকতেন’: বাক্যটা অস্পষ্ট। সম্ভবত বিশপ আল্ভোজ বলতে চান, খ্রিষ্ট সেই দূতদের ও প্রভুত্বদের আরও বেশি উর্ধ্বতর স্বর্গে রয়েছেন।

(২৯) সাম ১৮:২।

(৩০) লেবীয় ১৯:২।

(৩১) যোহন ১৮:৩৭।

(৩২) লুক ১৭:২১ দ্রঃ।

(৩৩) কল ১:২০ দ্রঃ।

(৩৪) লুক ২:১৪ দ্রঃ।

(৩৫) ἑπιούσιον (এপিউসিওন) অর্থাৎ ‘সত্তাময়’: ἑπιούσιον (এপিউসিওন) গ্রীক শব্দ যে οὐσία (উসিয়া) অর্থাৎ ‘সত্তা’ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ৩য় শতাব্দীর ঐশতত্ত্ববিদ অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে আসে।

(৩৬) মার্ক ৭:১৯ দ্রঃ।

(৩৭) যোহন ৬:৩৫-৫৮ দ্রঃ।

(৩৮) ‘কেন তুমি তা এক বছর পরে গ্রহণ কর?’: বিশপ আল্ভোজের মত তাঁর সমসাময়িক বিশপ সাধু আগস্তিন ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসও বছরে দু’ একবার মাত্র কমুনিয়ন-গ্রহণ করার প্রথা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন: রুটিটা যখন ‘দৈনিক’, তখন তা দৈনিক গ্রহণ করা উচিত না?

(৩৯) সাম ২:৭।

(৪০) হিব্রু ১৩:৮; রো ১৩:২ দ্রঃ।

(৪১) আদি ৩:৭ দ্রঃ।

(৪২) কল ২:১৪ দ্রঃ।

(৪৩) এফে ৬:১১ দ্রঃ।

(৪৪) রো ৮:৩১।

## ৬ষ্ঠ পুস্তক

এউখারিস্তিয়া ও খ্রিস্টীয় প্রার্থনা বিষয়ক কাতেখেসিস।

পুস্তকের বিষয়বস্তু এরূপ :

- ১) যোহন ৬ অধ্যায় ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা
- ২) এউখারিস্তিয়াতে ত্রিত্বের এক-কর্মকাণ্ড ও এক-পবিত্রীকরণ প্রকাশিত
- ৩) খ্রিস্টিয়ানদের প্রার্থনা সম্পর্কে
- ৪) গোপনেই প্রার্থনা
- ৫) প্রার্থনাকালে নারীদের উচিত শালীনতা; সাধু পলের পত্র অনুসারে প্রার্থনা; প্রভুর প্রার্থনা ও সাম ৮ এর আদর্শে প্রার্থনা

### ১ যোহন ৬ অধ্যায় ভিত্তিক এউখারিস্তিয়া-ব্যাখ্যা

১। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট যেমন অনুগ্রহ গুণে মানুষ হিসাবে নয় কিন্তু পিতার সত্তা থেকে উদ্গত ঈশ্বরপুত্র হিসাবেই ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র, তেমনি, যেভাবে নিজে বললেন, তিনি নিজেই সত্যকার মাংস, যা আমরা গ্রহণ করি, ও তাঁর রক্তও সত্যকার পানীয় (১)।

২। কিন্তু হয় তো তুমি তাই বলবে যা খ্রিস্টের শিষ্যেরাও তখনই বললেন যখন তাঁকে এই কথা বলতে শুনেছিলেন : একজন যদি আমার মাংস না খায় ও আমার রক্ত পান না করে, সে আমাতে বসবাস করবে না ও অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে না (২), তাই হয় তো তুমি বলবে, ‘[মাংসটা] কেমন সত্য [অর্থাৎ বাস্তব]? আমি সাদৃশ্যটা দেখি বটে, রক্তের সত্যকে [অর্থাৎ বাস্তবতা] দেখি না।’

৩। সর্বপ্রথমে, আমি তোমাকে খ্রিস্টের সেই বাণী বিষয়ে বলেছিলাম যা এমন কার্যকারিতা রাখে যে, তা প্রকৃতির নির্ধারিত নিয়ম পরিবর্তন করতে ও রূপান্তরিত করতে সক্ষম। পরে, যখন তাঁর শিষ্যেরা খ্রিস্টের বাণী সহ্য না করে বরং এটা শুনে যে, তিনি খাবার জন্য নিজের মাংস ও পান করার জন্য নিজের রক্ত দিলেন, তাঁরা পিছটান

দিলেন; অথচ পিতর একাই বললেন, অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে, আমি আর কার কাছেই বা যাব? (৩), সেই অনুসারে, পাছে আরও বেশি লোক এমনটা বলে, তারা চলে যাবে, কেমন যেন রক্ত বিষয়ে একপ্রকার ঘুণা থাকত কিন্তু কেমন যেন মুক্তিকর্মের অনুগ্রহ থেকে যেত, সেজন্য তুমি প্রকৃতপক্ষেই সাক্রামেন্টকে সাদৃশ্যেই গ্রহণ কর, কিন্তু সত্যকার স্বরূপের অনুগ্রহ ও পরাক্রম প্রাপ্ত হও (৪)।

৪। তিনি বলেন, আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে (৫)। কিন্তু মাংসটা স্বর্গ থেকে নেমে আসেনি, অর্থাৎ, তিনি পৃথিবীতে একটি কুমারী থেকে মাংস ধারণ করলেন। তবে, কেমন করে রুটি এমনকি জীবনময় রুটিই স্বর্গ থেকে নেমে এল? কারণ আমাদের সেই একই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরত্ব ও দেহ দু'টোরই অংশভাগী, ও এই যে তুমি সেই মাংস গ্রহণ কর, সেই তুমি তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার সেই খাদ্যের সহভাগী হও।

## ২ এউখারিস্তিয়াতে ত্রিত্বের এক-কর্মকাণ্ড ও এক-পবিত্রীকরণ প্রকাশিত

৫। সুতরাং, তুমি সাক্রামেন্ট গ্রহণ করেছ; তুমি সবকিছু সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েছ। যেহেতু তোমাকে ত্রিত্ব-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে, সেজন্য যা কিছু আমরা সম্পাদন করেছি, সেই সবকিছুতে ত্রিত্ব-রহস্য অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকল। সর্বস্থানেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এক কর্মকাণ্ড, এক পবিত্রীকরণ, যদিও এমনটা মনে হয়, সেইসব কেমন যেন বিশেষ বিশেষ বিষয় (৬)।

৬। কেমন করে? যিনি তোমাকে ত্রিআভিষিক্ত করলেন, সেই ঈশ্বর ও প্রভু তোমাকে মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করলেন ও তোমার হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে স্থাপন করলেন (৭)। সেজন্য তুমি তোমার হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছ। আর একটা উদাহরণ ধর: যেমন পবিত্র আত্মা হৃদয়েতে আছেন, তেমনি খ্রিষ্টও হৃদয়েতে আছেন। কেমন করে? তুমি পরম গীতে এটা পাও: খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে বলছেন, তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহর উপর (৮)।

৭। তাই, ঈশ্বর তোমাকে খ্রিষ্টাভিষিক্ত করলেন, খ্রিষ্ট তোমাকে মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করলেন। কেমন করে? কারণ তোমাকে, তাঁর যন্ত্রণাভোগের উদ্দেশে, খোদ ত্রুশের রূপেই তোমাকে মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তুমি তাঁর সাদৃশ্যের উদ্দেশে মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করেছে যাতে তাঁর রূপে পুনরুত্থান করতে পার, তাঁরই দৃষ্টান্তে জীবনযাপন করতে পার যিনি পাপের কাছে ত্রুশে বিদ্ধ হলেন ও ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত আছেন। এবং তোমার পুরাতন মানুষ জলকুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে পাপের কাছে ত্রুশবিদ্ধ হল, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে পুনরুত্থান করল (৯)।

৮। পরে তোমার, অন্যত্র, বিশেষ একটা কিছু আছে যে, যখন ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করলেন, তখনই, সেইসঙ্গে, বাপ্তিস্মে তোমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে কেমন যেন এক বিশেষ উপায়েই ত্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে, এবং পরে (বিশেষ কর্মক্রিয়ার উদাহরণ স্বরূপ), অর্থাৎ তখনই, যখন তুমি, বিশেষ একটা কিছুই যেন, সেই মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ কর। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ব্যক্তি-পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ত্রিত্ব-রহস্য সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত।

৯। পরে প্রেরিতদূত তোমাকে কি বললেন? তা তো গতকালের আগের দিন স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ করা হয়েছিল: বহুবিধ অনুগ্রহ আছে, কিন্তু একই আত্মা; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, কিন্তু একই প্রভু; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর আছেন, যিনি সকলের মধ্যে সবকিছু সাধন করে থাকেন (১০)। তিনি বলেন, ‘ঈশ্বর সবকিছু সাধন করে থাকেন’। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা সম্পর্কেও এটা পাঠ করা হয়েছিল, কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক’রে যেমন ইচ্ছা করেন সেইমত এক একজনকে দান করেন (১১)। শাস্ত্রের কথা শোন, যখন সেই কথা এটা বলে যে, আত্মা বাধ্যতা অনুসারে নয়, নিজের ইচ্ছা অনুসারেই ভাগ ভাগ করেন। তাই আত্মা, তাঁকে যে আজ্ঞা করা হয়েছিল সেই অনুসারে নয়, কিন্তু তিনি ‘যেমন ইচ্ছা করেন সেইমতই’ তোমার জন্য অনুগ্রহ ভাগ ভাগ করলেন, এবং তা বিশেষভাবে এজন্য করলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের আত্মা, খ্রিষ্টের আত্মা। এবং তোমরা এটা আঁকড়ে ধর যে, তিনিই হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের স্বয়ং আত্মা, খ্রিষ্টের স্বয়ং আত্মা, স্বয়ং ‘paraclitum’ [পারাক্লিতুম] আত্মা (১২)।

১০। আরিউস-পস্থীরা মনে করে, [পবিত্র] আত্মাকে ‘পারাক্লিতুম’ বলায় তারা পবিত্র আত্মা থেকে কিছুটা হ্রাস করে। কিন্তু সান্ত্বনাদানকারী ছাড়া সেই ‘পারাক্লিতুম’ আর কি? কেমন যেন আমরা পিতা সম্পর্কেও এমনটা পড়ি না যে, তিনি সান্ত্বনার ঈশ্বর (১৩)। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারা এমনটা মনে করে যে, যখন অনন্তকালীন পিতার প্রতাপকে ভক্তিময় স্নেহে ঘোষণা করা হয়, তখন এতে পবিত্র আত্মা থেকে একটা হ্রাসকরণ ঘটছে।

### ৩ খ্রিস্টিয়ানদের প্রার্থনা সম্পর্কে

১১। আমাদের কেমন প্রার্থনা করা উচিত, এখন তা মেনে নাও। প্রার্থনায় বহু গুণাবলি রয়েছে। কোথায় যে প্রার্থনা করা উচিত, তা তো সামান্য ব্যাপার নয়, সামান্য প্রশ্নও নয়। প্রেরিতদূত বলেন, তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন করে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক (১৪)। এবং সুসমাচারে প্রভু বলেন, কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা কর (১৫)। এটা কি তোমার কাছে বিপরীত মনে হচ্ছে না? কেননা প্রেরিতদূত বলেন, ‘সব জায়গায় প্রার্থনা কর’, এবং প্রভু বলেন, তোমার নিজের কক্ষে প্রার্থনা কর’। কিন্তু এটা বিপরীত নয়। সেজন্য এসো, ব্যাপারটা বরখাস্ত করি; পরে এসো, এসমস্ত কিছু শিখে নিই, তথা: তোমার কীভাবে প্রার্থনা শুরু করা উচিত ও কীভাবে তা ভাগ ভাগ করা উচিত; তোমার কী কী যোগ করা উচিত, কোন বিষয় সামনে আনা উচিত, কীভাবে প্রার্থনা সমাপ্ত করা উচিত, অবশেষে কার্ জন্য তোমার প্রার্থনা করা উচিত।

১২। প্রথম: তোমার কোথায় প্রার্থনা করা উচিত। মনে হচ্ছে, পল একটা কথা বলেন, প্রভু অন্য কথা বলেন। পল যে প্রভুর নির্দেশের বিপরীত কিছু শেখাবেন, এমনটা কি হতে পারে? আদৌ নয়। কোন্ কারণেই বা তা করবেন? কেননা তিনি খ্রিস্টের বিরোধী নন বরং তাঁর ব্যাখ্যাতা। তিনি বলেন, তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিস্টের (১৬)। তবে? তুমি সর্বস্থানে প্রার্থনা করতে পার ও সেইসঙ্গে সবসময়

তোমার কক্ষ প্রার্থনা করতে পার; তোমার কক্ষ তো সর্বস্থানে রয়েছে। যদিও তুমি বিধর্মীদের মধ্যে বা ইহুদীদের মধ্যে স্থিত, তবু তোমার নির্জনতা সর্বস্থানেই তোমার আছে। তোমার মনই তো তোমার কক্ষ। যদিও তুমি লোকদের মধ্যে স্থিত, তবু তোমার গোপনীয়তা ও নির্জনতা অভ্যন্তরীণ মানুষেই তুমি রক্ষা কর।

১৩। ‘কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর’। তিনি উত্তমরূপেই বলেন, ‘প্রবেশ কর’, পাছে তুমি সেই ইহুদীদের মত প্রার্থনা কর যাদের বলা হয়েছিল, এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে (১৭)। তাই তুমি তোমার প্রার্থনা ওষ্ঠ থেকে একাই বের হতে দিয়ো না। তোমার পুরা মন দিয়েই প্রার্থনাটা স্থির কর, তোমার বুকের অন্তঃস্থলে প্রবেশ কর, তুমি পুরাই সেখানে প্রবেশ কর। যাকে তুমি প্রীত করতে ইচ্ছা কর, তিনি যেন তোমাকে ভাসা ভাসা না দেখেন। তিনি বরং যেন দেখতে পান, তুমি অন্তর থেকেই প্রার্থনা কর; এবং অন্তর থেকে প্রার্থনা কর যে তুমি, তিনি যেন সেই তোমাকে শুনতে প্রসন্ন হন।

১৪। ‘কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর’। তুমি একথা অন্যত্রও পেতে পার, চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না প্রভুর কোপ গত হয় (১৮)। প্রভু একথা নবীর মধ্য দিয়ে বলেছিলেন; তথাপি, সুসমাচারে তিনি বলেন, ‘কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা কর’।

১৫। এই ‘দরজা বন্ধ করাটা’ কি? আমাদের কোন্ দরজা আছে? যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন তোমার কোন্ দরজা আছে ও তোমার যে কি বন্ধ করা দরকার, সেবিষয়ে এটা শোন। আহা, নারীরাও যদি একথা শুনত! কিন্তু তুমি ইতিমধ্যেও শুনেছ: পবিত্র দাউদ তখনই তোমাকে এটা শিখিয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, প্রভু, পাহারা বসাও আমার মুখের সামনে, একটা দরজা আমার ঠোঁটের চারদিকে (১৯)। অন্যত্রও এমন দরজা আছে যা প্রেরিতদূত পল এইভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেওয়া হোক, যেন সেই খ্রিস্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি (২০)। অর্থাৎ, যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন বহু কথা দিয়ে জোরে চিৎকার করো না, তোমার

প্রার্থনা বিক্ষিপ্তও করো না, লোকদের মধ্যে এদিক ওদিক করে তা নিষ্ক্ষেপও করো না। তোমার আপন গোপনীয়তায় প্রার্থনা কর, এতে নিশ্চিত হয়ে যে, যিনি সবই দেখেন ও সবই শোনেন, তিনি গোপনে তোমাকে শুনতে পান। ‘তোমার পিতার কাছে গোপনে প্রার্থনা কর; কেননা যিনি গোপন সবকিছু দেখেন’, যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন তিনি তোমাকে শোনেন (২১)।

## ৪ গোপনেই প্রার্থনা

১৬। এসো, তদন্ত করি, আমাদের যে কোলাহলে প্রার্থনা করার চেয়ে বরং গোপনেই প্রার্থনা করা উচিত, তাতে সুবিধা কী? এর কারণ কি? শোন, মানুষদের ব্যবহার থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া হোক। যখন তুমি এমন একজনকে অনুরোধ কর যে তৎপর হয়ে শোনে, তখন তুমি তো এমনটা ভাব না, চিৎকার করা দরকার আছে; তুমি তো বরং নম্রভাবে, মৃদুকণ্ঠেই অনুরোধ কর। যখন তুমি বধির কোন মানুষের কাছে অনুরোধ রাখ, তখন সে যেন তোমাকে শুনতে পায়, তুমি কি জোরে কথা বলতে শুরু কর না? তবে, যে চিৎকার করে, সে মনে করে, সে চিৎকার না করলে ঈশ্বর তাকে শুনতে পান না, ও সে যখন তাঁর কাছে অনুরোধ রাখে, তখন তাঁর প্রতাপ থেকে কিছুটা হ্রাস করে। কিন্তু যে চুপে চুপে প্রার্থনা করে, সে বিশ্বাস নিবেদন করে ও এটা স্বীকার করে যে, যিনি পরীক্ষা করেন অন্তর ও প্রাণ, তিনি ঈশ্বর (২২), এবং তোমার প্রার্থনা তোমার মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই তিনি তা শোনেন।

১৭। তাই এসো, দেখা যাক। ‘তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা প্রার্থনা করুক’। তিনি [অর্থাৎ প্রেরিতদূত পল] কোন্ কারণেই বা ‘পুরুষমানুষেরা’ বললেন? কেননা প্রার্থনা অবশ্যই পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই জন্য সাধারণ। এ ব্যাপারে আমি কোন যুক্তি পাচ্ছি না, যদি না, হয় তো, পবিত্র প্রেরিতদূত ‘পুরুষমানুষ’ বললেন পাছে স্ত্রীলোকেরা সেই ‘সব জায়গায়’ কথাটা লক্ষ করে তা উল্টো বুঝে সব জায়গায় কোলাহল করতে শুরু করে; এবং আমরা এধরনের স্ত্রীলোকদের গির্জায় সহ্য করতে পারি না।

১৮। ‘তাই আমার ইচ্ছা, পুরুষমানুষেরা ...’, অর্থাৎ যারা নির্দেশবাণী মেনে চলতে পারে, তারাই ‘সব জায়গায় শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক’। এই ‘শুচি হাত তোলাটা’ কি? তোমার প্রার্থনায় তোমাকে কি বিধর্মীদের কাছে প্রভুর ক্রুশ দেখাতে হবে? (২৩)। অবশ্যই, সেই চিহ্ন লজ্জার নয়, পরাক্রমেরই চিহ্ন। কিন্তু তবু তুমি বাহ্যিক কোন ভঙ্গি না দেখিয়ে বরং তোমার কর্ম উত্তোলন করায়ই প্রার্থনা করতে পার। তুমি যদি তোমার প্রার্থনা সম্পাদন করতে ইচ্ছা কর, তবে নির্দোষিতার মধ্য দিয়েই শুচি হাত তোল। তুমি তো প্রত্যেকদিন হাত তুলবে এমন নয়; একবার হাত তোলার পর, তোমার পক্ষে পুনরায় হাত তোলা আর কোন প্রয়োজন হয় না।

১৯। ‘তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক’রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক’। এর চেয়ে আরও সত্যাশ্রয়ী কথা নেই। শাস্ত্র বলে, ক্রোধ প্রজ্ঞাবানকেও ধ্বংস করে (২৪)। তাই খ্রিস্টিয়ান মানুষ যেকোন অবস্থা-পরিস্থিতিতে, যতখানি সম্ভব হয়, নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, বিশেষভাবে তখনই যখন সে প্রার্থনা করতে আসে, এবং পাছে ক্ষোভ তোমার মন অস্থির করে, এমনকি পাছে ক্রোধের ক্ষিপ্ততা তোমার প্রার্থনায় বাধা দেয়, সেজন্য শান্ত-স্থির অন্তরে প্রার্থনার দিকে এগিয়ে চল। কেননা, তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও? একটা দাস তোমাকে অপমান করেছে। তুমি তো প্রার্থনা করতে আস যাতে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হয়, কিন্তু তুমি অন্যের প্রতি ক্ষুব্ধ হও? তবে, এটা ‘ক্রোধ বর্জন করার’ অর্থ।

## ☞ প্রার্থনাকালে নারীদের উচিত শালীনতা

সাধু পলের পত্র অনুসারে প্রার্থনা

প্রভুর প্রার্থনা ও সাম ৮ এর আদর্শ

২০। এখন এসো, ‘বিবাদের’ কথাটা লক্ষ করি। সাধারণত একটা বণিক প্রার্থনা করতে আসে, অথবা, কৃপণ একটা মানুষ টাকার কথা ভাবে, অন্য একজন লাভ, অন্য একজন সম্মান, অন্য একজন কোন বাসনার কথা ভাবে, এবং তেমন মানুষ মনে করে,

ঈশ্বর তাকে শুনতে পান। তাই, যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন তোমার পক্ষে মানব বিষয়ের চেয়ে বরং ঐশ্বরিক বিষয়ই পছন্দ করা সমীচীন।

২১। প্রেরিতদূত পল বলেন, একই প্রকারে, আমার ইচ্ছা, নারীরাও সোনা-মুক্তায় দস্ত না করে প্রার্থনা করুক (২৫)। কিন্তু প্রেরিতদূত পিতর এটাও বলেন, নারীদের কমনীয়তা অধিক মূল্যবান, যেন তার স্বামীর স্নেহ তার স্ত্রীর উত্তম জীবনধারণ দ্বারা বদলে যেতে পারে, ও অবিশ্বাসী মানুষ যেন খ্রিস্টের অনুগ্রহের দিকে ফেরে (২৬)। স্বামীকে বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে আকর্ষণ করার জন্য নারীর মর্যাদা ও বিনয়, ও তার উত্তম আচার-ব্যবহার নিজস্ব একটা ক্ষমতা রাখে; এ এমন কিছু যা বিচক্ষণ মানুষের কথা প্রায়ই সাধন করে। তিনি বলেন, তাই একটি নারীর অলঙ্কার চুলের ভূষণে নয়, মাথার চুল বাঁধার কায়দায় নয় (২৭), কিন্তু এমন শুচি হৃদয় (২৮) থেকে আগত প্রার্থনায় থাকুক যেখানে রয়েছে অন্তরের গুপ্ত সেই মানুষ যে সবসময় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধনবান (২৯)। তাই তুমি যে কোথায় ধনবান, সেবিষয়ে উত্তর পেয়েছ। খ্রিস্টেতেই রয়েছে তোমার শুচিতার ও শুদ্ধতার ঐশ্বর্য, বিশ্বাসের ফিতা, ভক্তি ও করুণা। সেখানেই রয়েছে ধর্মময়তার ধনভাণ্ডার, যেইভাবে নবী স্মরণ করিয়ে দিলেন (৩০)।

২২। তবে শোন কেমন করে তোমার শুরু করা উচিত। আমাকে বল, তুমি যদি কোন মানুষের কাছে কিছু যাচনা করতে ইচ্ছা কর, ও এধরনের কথা বলতে শুরু কর, ‘আমি যা যাচনা করছি, তুমি তা আমাকে দাও’; তাহলে তোমার প্রার্থনা কি অধিক অহংকারী মনে হয় না? সেই অনুসারে, প্রার্থনা ঈশ্বরের প্রশংসা দিয়েই শুরু করবে, কেমন যেন তুমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে যাচনা রাখ যাঁর পক্ষে সবকিছু সাধ্য, ও তিনি সাধন করার ইচ্ছা রাখেন (৩১)। তারপর মিনতি আসে, সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূত এই বলে শেখালেন, তাই আমি সর্বপ্রথমে মিনতি করছি, যেন প্রার্থনা, মিনতি, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয় (৩২); সেই অনুসারে, প্রথম প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রশংসা থাকা উচিত, দ্বিতীয়টায় মিনতি, তৃতীয়টায় আবেদন, চতুর্থটায় ধন্যবাদ-স্তুতি। ক্ষুধার্ত মানুষের মত খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে প্রার্থনা শুরু করা তোমার পক্ষে সমীচীন নয়; না, তুমি ঈশ্বরের প্রশংসা দিয়ে শুরু কর।

২৩। সেই অনুসারে প্রজ্ঞাবান উকিলেরা এই রীতি পালন করেন: বিচারককে নিজেদের প্রতি প্রসন্ন করার জন্য তাঁরা তাঁর প্রশংসা দিয়েই শুরু করেন, এইভাবে তাঁরা তাঁকে নিজেদের পক্ষে প্রসন্ন করে তোলেন। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে বিচারকের কাছে যাচনা করতে শুরু করেন যেন তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁর কথা শোনেন; তৃতীয়ত, উকিল যা অন্বেষণ করেন, তা উপস্থাপন করার জন্য সাহস করে নিজের আবেদন পেশ করেন; চতুর্থ, তাঁরা যেমন ঈশ্বরের প্রশংসা দিয়ে শুরু করলেন, তেমনি পুনরায় প্রশংসা নিয়ে শেষ করেন। এইভাবে আমাদের সবার পক্ষেও ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ-স্তুতিতে শেষ করা উচিত।

২৪। প্রভুর প্রার্থনায় (৩৩) তোমার ঠিক এটাই আছে: ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’। এটা ঈশ্বরের প্রশংসা, কেননা তিনি পিতা বলে ঘোষিত। এতেই রয়েছে ধর্মভক্তির গৌরব ও ঈশ্বরের প্রশংসা, কেননা তিনি মর্তে নয়, স্বর্গেই বসবাস করেন। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’, অর্থাৎ, তিনি যেন তাঁর দাসদের পবিত্র করে তোলেন, কারণ খ্রিষ্টিয়ান মানুষেরা যেইখানে ঘোষিত, সেখানে তাঁর নাম আমাদের মধ্যে পবিত্র বলে ঘোষিত। তাই, ‘তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’ বচনটা তাকেই মানায় যে কিছু না কিছু বাসনা করে। ‘তোমার রাজ্য আসুক’: এটা এমন আবেদন যেন খ্রিষ্টের রাজ্য আমাদের অন্তরে বিরাজ করে। যদি ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রাজত্ব করেন, তবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের অন্তরে স্থান পেতে পারে না, দোষ রাজত্ব করে না, পাপ রাজত্ব করে না, কিন্তু সদৃগুণ রাজত্ব করে, শুচিতা রাজত্ব করে, ভক্তি রাজত্ব করে। পরে: ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক রুটি আমাদের দাও’: যা কিছু আবেদন করা হয়, তার মধ্যে এই আবেদনই মুখ্য বিষয়। তিনি বলেন, ‘এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ঋণ ক্ষমা করি’: তাই দৈনিক গ্রহণ করে নাও, যেন তুমি তোমার ঋণের জন্য দৈনিক করুণা যাচনা করতে পার। ‘আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না, কিন্তু অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর’। এর পরে কি আসে? যাজক যা বলেন, তা শোনো, ‘আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর মধ্যে ও যাঁর সঙ্গে, পবিত্র আত্মার

সঙ্গে, সম্মান, প্রশংসা, গৌরব, মহিমা, প্রতাপ তোমারই, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন’ (৩৪)।

২৫। আরও একটা উদাহরণ : যদিও দাউদের সাসমঙ্গীতগুলোর একটা পুস্তক আছে যা প্রার্থনার সেই গুণাবলি ধারণ করে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তবু, সাধারণত, প্রার্থনার সেই নানা অংশ একটামাত্র সাসমঙ্গীতেও পাওয়া যেতে পারে, যেইভাবে আমরা ৮ নং সাসমঙ্গীতে দেখতে পাই। সাসমঙ্গীতটা এইভাবে শুরু করে, ‘হে প্রভু, আমাদের প্রভু, সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম’। এটাই প্রথম প্রার্থনা। পরে মিনতি, ‘কেননা আমি তোমার আঙুলের কারুকার্য সেই স্বর্গসমূহ দেখব’, অর্থাৎ, ‘আমি স্বর্গসমূহ দেখব’; অর্থাৎ ‘সেই চন্দ্র ও তারকারাজি দেখব যা তুমি নিজেই বসিয়েছ’। এটা স্পষ্ট যে, তিনি এমনটা বলেন না, ‘আমি স্বর্গ দেখব’, কিন্তু বলেন, ‘আমি সেই স্বর্গসমূহ দেখব’ যেখানে অনুগ্রহ স্বর্গীয় বিভায় শ্বেতশুভ্র হতে শুরু করে। পরে নবী প্রতিশ্রুত হন, এই স্বর্গসমূহ তাদের দেওয়া হয় যারা প্রভুর কাছ থেকে স্বর্গীয় অনুগ্রহ পাবার যোগ্য বলে গণ্য : ‘সেই চন্দ্র ও তারকারাজি যা তুমি নিজেই বসিয়েছ’ : ‘চন্দ্র’ হল মণ্ডলী, ‘তারকারাজি’ হল স্বর্গীয় অনুগ্রহের পুনরুৎপত্তিজনেরা। পরে তাঁর আবেদন লক্ষ কর, ‘মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তার সঙ্গে দেখা কর? অথচ দূতদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি, তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট : তাকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার’। এবং বাকি সবকিছু তথা, ধন্যবাদ-স্তুতি, ‘সবকিছু রেখেছ তার পদতলে, যত মেষ ও বৃষ, উপরন্তু মাঠের সমস্ত জন্তু’, ইত্যাদি।

২৬। আমরা আমাদের সাধ্যমত সেবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছি যা, হয় তো, শিখতে পারিনি; তা আমরা আমাদের সাধ্যমতই ব্যক্ত করেছি। তোমাদের পবিত্রতা যা গ্রহণ করেছে, তা রক্ষা করার জন্য যাজকীয় শিক্ষা দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে তোমাদের সেই পবিত্রতা শ্রম করুক, যেন তোমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, তোমাদের অর্ঘ্য শুদ্ধ বলির মত হয়, তিনি যেন সবসময় তোমাদের মধ্যে নিজের মুদ্রাঙ্কন চিনে নিতে পারেন, ও তোমরা নিজেরা যেন অনুগ্রহে ও সদৃশ্যের পুরস্কারে

পৌঁছতে পার, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা : সম্মান ও গৌরব, প্রশংসা, চিরস্থায়ীতা তাঁরই, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(১) হিব্রু ১:২, ৩; যোহন ৬:৫৫ দ্রঃ।

(২) যোহন ৬:৫৪-৬১ দ্রঃ।

(৩) যোহন ৬:৬৮ দ্রঃ।

(৪) তুমি ‘সত্যকার স্বরূপের অনুগ্রহ ও পরাক্রম প্রাপ্ত হও’ : আমরা খ্রিষ্টের দেহকে ‘সাদৃশ্যেই’ অর্থাৎ রুটি ও আঙুররসের আকারেই গ্রহণ করি বটে যেহেতু আমরা প্রভুকে শারীরিক ভাবে (অর্থাৎ শারীরিক অঙ্গগুলো সহ তাঁকে) গ্রহণ করি না; কিন্তু ‘সাদৃশ্যটা’ যে সত্যকার বাস্তবতারই সাদৃশ্য, আমরা সেই সত্যকার বাস্তবতা অর্থাৎ প্রভুর দেহের ‘অনুগ্রহ’ ও ‘পরাক্রম’ বাস্তবেই গ্রহণ করি। এটাই লক্ষণীয় যে, বিশপ আলম্বোজ উপরে এবিষয়ে এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন যা অনুসারে আমরা খ্রিষ্টের বাস্তব দেহ গ্রহণ করি, কিন্তু এখানে তিনি সেই উপস্থাপিত ধারণা কেমন যেন ‘হলকা’ করে ধর্মতত্ত্বের পরম্পরাগত শিক্ষা উল্লেখ করেন যা অনুসারে আমরা খ্রিষ্টের দেহের ‘অনুগ্রহ’ ও ‘পরাক্রম’ গ্রহণ করি। কিন্তু তবুও প্রথম ধারণাটা (আমরা শারীরিক ভাবে খ্রিষ্টের দেহকে গ্রহণ করি) মণ্ডলীর ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেল। এজন্য এক্ষেত্রে ‘ভূমিকায়’ বলা হয়েছিল, বিশপ আলম্বোজের ও তাঁর সমসাময়িক ঐশতত্ত্ববিদ বিশপ জন খ্রিসোস্তুমোস ও মন্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসের সাক্রামেণ্টীয়তা অতিরিক্ত বাস্তবমুখী। ধারণাটা ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পুনরায় ক্রমে ক্রমে আর তত সমর্থিত হয়নি; বাস্তবিকই বর্তমান খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে শুধু প্রাচীনতম ধারণাটাই (অর্থাৎ, আমরা খ্রিষ্টের দেহের ‘অনুগ্রহ’ ও ‘পরাক্রম’ গ্রহণ করি) উপস্থিত।

(৫) যোহন ৬:৪১ দ্রঃ।

(৬) ‘সেইসব কেমন যেন বিশেষ বিশেষ বিষয়’ : অর্থাৎ ‘সর্বস্থানেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এক কর্ম, এক পবিত্রীকরণ’; কিন্তু সেই ‘এক কর্মে’, ত্রিত্বের প্রতিটি ‘ব্যক্তি’ কেমন যেন বিশেষ বিশেষ দায়িত্বের অধিকারী।

(৭) ২ করি ১:২১, ২২ দ্রঃ।

(৮) পরমগীত ৮:৬ লাতিন পাঠ্য।

(৯) রো ৬:১০, ৪-৬ দ্রঃ।

(১০) ১ করি ১২:৪-৬ লাতিন পাঠ্য।

(১১) ১ করি ১২:১১।

(১২) স্বয়ং ‘paraclitum’ (পারাক্লিতুম) আত্মা : ‘paraclitum’ লাতিন শব্দের অর্থ কি? পরবর্তী পংক্তিতে বিশপ আন্দ্রেজ নিজেই বলেন, শব্দের অর্থ ‘সান্ত্বনাদানকারী’। প্রকৃতপক্ষে, ‘paraclitum’ (পারাক্লিতুম) লাতিন শব্দটা ‘παράκλητος’ (পারাক্লেতোস) গ্রীক শব্দের লাতিন বর্ণমালায় বর্ণান্তরিত এমন শব্দ যা নানা অর্থ বহন করে, যেমন ‘সহায়ক’, ‘সান্ত্বনাদানকারী’, ‘উকিল’, ‘সুমন্ত্রণাদাতা’, ‘আশ্বাস-দানকারী’, ইত্যাদি। এবং শব্দটা নানা অবস্থা অনুসারে নানা অর্থ গ্রহণ করে। সেই অনুসারে, পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে ‘সহায়ক’ ও ‘সান্ত্বনাদানকারী’ অর্থ প্রচলিত (যোহন ১৬:৭ ইত্যাদি দ্রঃ), কিন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে কেবল ‘সান্ত্বনাদানকারী’ অর্থই ব্যবহৃত (২ করি ১:৩ ইত্যাদি দ্রঃ)। এজন্য নানা বাইবেল-অনুবাদে ‘παράκλητος’ (পারাক্লেতোস) গ্রীক শব্দটা অনূদিত হয় না : ‘পারাক্লেতোস’ শব্দটাই ব্যবহৃত, সেইভাবে, যেভাবে ‘আমেন’, ‘বাপ্তিস্ম’, ‘এউখারিস্তিয়া’, ‘সাক্রামেন্ট’, ‘আলেলুইয়া’ ইত্যাদি শব্দ ক্ষেত্রেও ঘটে।

(১৩) ২ করি ১:৩।

(১৪) ১ তি ২:৮।

(১৫) মথি ৬:৬ দ্রঃ।

(১৬) ১ করি ১১:১।

(১৭) মথি ১৫:৮।

(১৮) ইশা ২৬:২০।

(১৯) সাম ১৪১:৩ লাতিন পাঠ্য।

(২০) কল ৪:৩ দ্রঃ।

(২১) মথি ৬:৬ দ্রঃ।

(২২) সাম ৭:১০ দ্রঃ।

(২৩) ‘প্রভুর ত্রুশ দেখাতে হবে’: প্রার্থনাকালে হাত উত্তোলিত করায় প্রার্থী বিশেষভাবে ঈশ্বরের হাতে নিজের আত্মসমর্পণ দেখায়। কিন্তু এখানে বিশপ আন্দ্রেজ গভীরতর আরও একটা দিক তুলে ধরেন : যখন আমরা প্রার্থনায় হাত দু’টো উত্তোলন করি, তখন ‘বিধর্মীদের কাছে’ সেই প্রভুর ত্রুশের পরাক্রম ও গৌরব প্রদর্শন করি যিনি উত্তোলিত হাতেই ত্রুশে বিদ্ধ ছিলেন। ধারণাটা কিন্তু কেবল বিশপ আন্দ্রেজেরই উদ্ভাবিত ধারণা নয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগে খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রায় সকল লেখকগণের কাছেই ধারণাটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অবশ্যই, বিশপ আন্দ্রেজ এতেও সচেতন যে, হাতের সঙ্গে আমাদের কর্মও বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে উত্তোলন করা উচিত।

(২৪) প্রবচন ১৫:১ লাতিন পাঠ্য।

- (২৫) ১ তি ২:৯।
- (২৬) ১ পি ৩:১-৪ দ্রঃ।
- (২৭) ১ তি ২:৯ দ্রঃ।
- (২৮) ২ তি ২ধ২২ দ্রঃ।
- (২৯) ১ পি ৩:৩, ৪ দ্রঃ।
- (৩০) ইশা ৩৩:৬ দ্রঃ।
- (৩১) মথি ১৯:২৬ ইত্যাদি দ্রঃ।
- (৩২) ১ তি ২:১।
- (৩৩) মথি ৬:৯-১৩ লাতিন পাঠ্য।
- (৩৪) ‘আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর মধ্যে ও যাঁর সঙ্গে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে, সম্মান, প্রশংসা, গৌরব, মহিমা, প্রতাপ তোমারই, আদিযুগগুলো থেকে, এখন, ও সর্বদা, যুগে যুগান্তরে। আমেন’: প্রভুর প্রার্থনা শেষে এই ধরনের গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ লাতিন মণ্ডলীগুলোতে তত প্রচলিত ছিল না, কিন্তু গ্রীক মণ্ডলীগুলোতে খুবই প্রচলিত ছিল; তাতে অনুমান করা যেতে পারে, মিলান-মণ্ডলী প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর রীতির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রাখছিল।

## রহস্যগুলি প্রসঙ্গ

‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’-তে বিশপ আন্দ্রেজ খ্রিস্টীয় দীক্ষা-সাক্রামেন্ট ত্রয়ের অনুষ্ঠানরীতি ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করেন :

- (১-৪০) পুরাতন ও নূতন নিয়মের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বাপ্তিস্মের কথা তুলে ধরেন ;

- (৪১-৪২) তিনি দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ট ব্যাখ্যা করেন যা গ্রহণে নবদীক্ষিতরা পবিত্র আত্মার সপ্ত দান গ্রহণ করে ও তাঁর মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয় ;

- (৪৩-৫৯) তিনি পবিত্র ভোজ বিষয়টা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করেন। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থাসমূহের তুলনায় পবিত্র ভোজের মাহাত্ম্য দেখাবার পর তিনি পুরাতন নিয়মের নানা অলৌকিক কাজ ও খ্রিস্টের মাংসধারণ নমুনা হিসাবে প্রয়োগ করে এবিষয় বুঝিয়ে দেন যে, খ্রিস্টের যে দেহরক্ত রুটি ও আঙুররসের আকারে আমাদের দান করা হয়, তা স্বয়ং খ্রিস্টের কার্যশক্তিমণ্ডিত উক্তির উপর নির্ভর করে যে উক্তি তিনি শেষ ভোজে উচ্চারণ করেছিলেন। এবং কমুনিয়নের নানা উপকার দেখানোর পর তিনি নব দীক্ষিতদের উৎসাহিত করেন যেন তারা যে নবজীবন বাপ্তিস্মে গ্রহণ করেছে, সেই নব জীবনের বাস্তবতা ও প্রভাবকে বিশ্বাস করে চলে। পরম গীতের নানা পদ উল্লেখ করে তিনি মণ্ডলীর আনন্দ প্রকাশ করতে চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের শুভ্রতায় ও গৌরবে সজ্জিত হয়ে খ্রিস্ট-বরের কাছে উপনীতা (৩৩-৪১), তিনি ঐশ্বরিক ভোজের উৎসবের বিস্ময় ও আনন্দও প্রকাশ করতে চান, যে ভোজ স্বয়ং খ্রিস্ট দ্বারা আয়োজিত (৫৫-৫৮)। লক্ষণীয়, উপদেশে ও ধর্মশিক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু বিশপ আন্দ্রেজের সময় নয়, বহু আগেও প্রচলিত ছিল; এবিষয়ে বিশপ আন্দ্রেজ দেখান, মণ্ডলীও বর-খ্রিস্টের কনে, প্রতিটি দীক্ষিতজনও বর-খ্রিস্টের কনে (৩৭)।

লেখাটা সম্ভবত ৩৯০-৩৯২ সালের মধ্যে, ‘সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ’ লেখাটার পরেই, এমনকি ‘সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ’ লেখাটা ভিত্তি করেই রচিত।

পুস্তকের বিস্তারিত বিষয়বস্তু এরূপ :

১) রহস্যগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপন

২) বাপ্তিস্মে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাসমূহ

- ৩) জল ও পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম গ্রহণ
- ৪) পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকারিতার ভিত্তি
- ৫) বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের কার্যকারিতা
- ৬) খ্রিষ্টাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন
- ৭) শুভ্র পোশাক
- ৮) এউখারিস্তিয়া
- ৯) রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়ে ওঠে

## ১ রহস্যগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপন

১। পিতৃকুলপতিদের কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আদেশগুলো পাঠ করতে করতে (১) আমরা ধর্মনীতি সংক্রান্ত দৈনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছি, যেন তাঁদের দ্বারা গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তোমরা পূর্বপুরুষদের পথে প্রবেশ করতে, তাঁদের পথে চলতে ও ঐশবচনগুলির প্রতি বাধ্য হতে অভ্যস্ত হতে পার; যাতে করে বাপ্তিস্ম দ্বারা নবীকৃত হয়ে প্রক্ষালিতদের যোগ্য জীবনাচরণ দেখাতে পার।

২। এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্টগুলির প্রকৃত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে বাপ্তিস্মের আগেই ব্যক্ত করব বলে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে আমাদের বিষয়ে এমনটা মনে করা হত, ব্যাখ্যা করার চেয়ে আমরা বরং রহস্যগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছি। তাছাড়া, কোনও উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির খোদ আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক প্রবল ভাবেই প্রবেশ করবে (২)।

৩। অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ (৩) ঘ্রাণ কর যা সাক্রামেন্টগুলির প্রভাবে ফুৎকারের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই তোমাদের কাছে তুলে ধরেছিলাম, যখন উন্মোচন-রহস্য (৪) উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম, এফেক্‌থা, অর্থাৎ খুলে যাও (৫), যাতে যারা অনুগ্রহের কাছে

এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে।

৪। আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই বধির ও বোবা মানুষকে নিরাময় করলেন। তিনি কিন্তু তার মুখ স্পর্শ করেছিলেন, কেননা যাকে তিনি নিরাময় করছিলেন সে ছিল বোবা ও একজন পুরুষ : অর্থাৎ, একদিকে [বোবা হওয়াতে] সেই মানুষ যেন সঞ্চারিত কণ্ঠস্বর দিয়ে নিজ মুখ খুলতে পারত, অপর দিকে তাঁর স্পর্শ করাটাই একজন পুরুষের প্রতি মানাত, একজন নারীর প্রতি মানাত না।

## ২ বাপ্তিস্মে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাসমূহ

৫। এরপর তোমার কাছে পরম পবিত্রস্থান (১) উন্মুক্ত হল, ও তুমি নবজন্মের পুণ্যালয়ে প্রবেশ করলে। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা জপ করতে থাক, তুমি যে উত্তর দিয়েছিলে, তা স্মরণে রাখ। তুমি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড, এবং জগৎ ও তার সমস্ত ললুপতা ও অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তোমার কণ্ঠ মৃতদের সমাধিস্থানে নয়, জীবিতদের পুস্তকেই রাখা আছে।

৬। [জলকুণ্ডের ধারে] তুমি একটি লেবীয়কে দেখেছিলে, একটি যাজককে দেখেছিলে, মহাযাজককে দেখেছিলে (২)। দৈহিক চেহারা নয়, সেবা-পদের অনুগ্রহই লক্ষ কর। স্বর্গদূতদের সাক্ষাতেই তো তুমি কথা বলেছিলে, যেমনটি লেখা আছে, যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানের অন্বেষণ করে, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীদূত (৩)। এব্যাপারে ভুল করা চলবে না, অস্বীকার করাও চলবে না যে, যিনি খ্রিষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেন, তিনি বাণীদূত। বাহ্যিক চেহারার জন্য নয়, ভূমিকার জন্যই তাঁকে মূল্যায়ন কর : চিন্তা কর তিনি তোমার কাছে কী সম্প্রদান করলেন, তাঁর দেওয়া দায়িত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেনে নাও।

৭। তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক'রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) (৪) তুমি পূর্ব দিকে ফিরেছিলে, কারণ দিয়াবলকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে খ্রিস্টের দিকেই ফেরে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই লক্ষ করে।

## ৩ জল ও পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম গ্রহণ

৮। [জলকুণ্ডের ধারে] তুমি কী দেখেছিলে? জল দেখেছিলে বটে, কিন্তু কেবল জল নয়; অনুষ্ঠান চালাতে লেবীয়েরা ছিলেন, প্রশ্ন করতে ও পবিত্রীকরণ সম্পাদন করতে মহাযাজক ছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূত তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, দৃশ্য বিষয়ের দিকে নয়, অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী (১)। কেননা অন্যত্র তুমি একথাও পড়তে পার যে, ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে (২)। এজন্য স্বয়ং প্রভুও বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কর্মেই বিশ্বাস রাখ (৩)। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে সেখানেই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিতি। তুমি কি সেই কর্মক্রিয়া বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর উপস্থিতি বিশ্বাস কর না? কেমন করে কর্মক্রিয়া পরেই আসবে, যদি না আগে উপস্থিতিই এসে থাকে?

৯। তথাপি ভেবে দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা জগতের উদ্ভব-লগ্নেও দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্বপ্রদর্শিত। সেই আদিতে, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন, তখন —লেখা আছে—আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন (৪)। যিনি জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, তিনি কি সেই জলরাশির উপরে ক্রিয়াশীল ছিলেন না? আমি কিন্তু কেন 'ক্রিয়াশীল' কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিতির দিক দিয়ে তিনি তো চলাচলই করছিলেন। চলাচল করছিলেন যিনি, তিনি কি ক্রিয়াশীল ছিলেন না? জগৎ-নির্মাণকর্ম হতে হতে তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, একথা তুমি তখনই স্বীকার কর, যখন নবী তোমাকে বলেন, প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মা দ্বারাই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব (৫)। নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু'টোর ভিত্তি, তথা তিনি

জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, আবার তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, একথা মোশিই বললেন; আর তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, এবিষয়ে দাউদই সাক্ষ্য দিলেন।

১০। অন্য একটা সাক্ষ্য গ্রহণ কর। নিজের সমস্ত শঠতার ফলে সমস্ত মাংস দূষিত ছিল। তিনি বললেন, আমার আত্মা মানুষদের মধ্যে থাকবেন না, কারণ তারা মাংসমাত্র (৬)। এতে ঈশ্বর দেখান, মাংসের কলুষ ও পাপের গুরুতর কালিমার দরুন আত্মিক অনুগ্রহ দূরে চলে যায়। তাই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছিলেন, তা সংস্কার করতে ইচ্ছা করে জলপ্লাবন ঘটালেন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়াকে জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন (৭)। জলপ্লাবন শেষে তিনি প্রথমে সেই কাকটা ছাড়লেন যা ফিরল না, পরে সেই কপোত ছাড়লেন যা—আমরা যেইভাবে পড়ি, সেই অনুসারে—জলপাইগাছের একটা কচি ডাল মুখে করে ফিরে এল (৮)। তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, কপোত লক্ষ করছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ করছ?

১১। জলের কথা : জলেই মাংস ডোবানো হয় যাতে মাংসের সমস্ত পাপ ধৌত হতে পারে। সেই জলেই লজ্জাকর সমস্ত কিছু সমাহিত। কাষ্ঠের কথা : কাষ্ঠেই প্রভু যিশুকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। কপোত হল সেই কপোত যার আকারে (যেইভাবে তুমি নূতন নিয়মে শিখেছ) সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন (৯), যিনি তোমার অন্তরে প্রাণের শান্তি ও মনের স্বৈর্য্য সঞ্চর করেন। কাকের কথা : কাকটা হল সেই পাপের দৃষ্টান্ত যা বাইরে চলে যায় আর ফেরে না—যদি তোমাতেও ধর্মময়তার সংরক্ষণ ও বাহ্যিক চেহারা রক্ষা করা হয়।

১২। তৃতীয় একটা সাক্ষ্যও রয়েছে, যেভাবে প্রেরিতদূত তোমাকে এবিষয়ে শিক্ষাদান করে বলেন, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মেঘে ও সমুদ্রে সকলের মোশিতে বাপ্তিস্ম হয়েছিল (১০)। উপরন্তু মোশি নিজে তাঁর সেই গীতিকায় বলেন, তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল (১১)। তুমি তো উপলব্ধি কর যে, হিব্রুদের সেই যে সমুদ্র-পারেও যেখানে মিশরীয়েরা মরল ও হিব্রুরা রেহাই পেল, পবিত্র বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত পূর্বপরিলাক্ষিত ছিল ;

আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রামেন্টে দৈনন্দিন আমাদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়, একথা ছাড়া যে, দোষ নিমজ্জিত হয়, ভুলভ্রান্তি ধ্বংসিত হয়, কিন্তু ধর্মভক্তি ও নিরপরাধিতা অক্ষুণ্ণ হয়ে পার হয়!

১৩। তুমি তো একথা শোন যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা একটি মেঘের নিচে, এমনকি মঙ্গলকারীই একটি মেঘের নিচে ছিলেন। মেঘটি মঙ্গলকারী ছিল যেহেতু মাংসের ভাবাবেগের অগ্নিদাহ শীতল করে দিল। আবার এজন্যও মেঘটি মঙ্গলকারী, যেহেতু তাদেরই উপর ছায়া ছড়িয়ে দেয়, পবিত্র আত্মা যাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অধিষ্ঠান করল ও পরাৎপরের পরাক্রম তাঁর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিল (১২) যখন সেই কুমারী মানবজাতির মুক্তির জন্ম দিলেন। আর সেই অলৌকিক কাজ মোশির মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্তেই ঘটেছিল (১৩)। ফলে ঐশআত্মা যখন দৃষ্টান্তে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি এখন কি সত্যে [অর্থাৎ বাস্তবে] উপস্থিত নন? শাস্ত্রও তো তোমাকে বলে: মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে (১৪)।

১৪। মারা তিস্ত জলের উৎস ছিল: মোশি তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্ট হয়ে উঠল (১৫)। কেননা প্রভুর ত্রুশের প্রচারিত বাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ত্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রীকৃত হলেই (১৬) জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশি, অর্থাৎ নবী, যেমন সেই জলের উৎসে সেই কাঠ ফেলেছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ত্রুশের প্রচারিত বাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহের উদ্দেশে মিষ্ট হয়ে ওঠে।

১৫। তাই তুমি কেবল তোমার দেহের চোখে বিশ্বাস করো না: বরং তা-ই দৃশ্য যা অদৃশ্য, কারণ দেহের চোখে যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী। বরং তা-ই দৃশ্য যা চোখ ধারণ করে না কিন্তু আত্মা ও মনের দ্বারা বিচার্য।

১৬। অবশেষে, এইমাত্র শোনা রাজাবলির পাঠ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক (১৭)। সেই নামান সিরিয়ান মানুষ ছিলেন, তাঁর কুষ্ঠ ছিল, আর কেউই তাঁকে শুচীকৃত করতে

পারত না। তখন বন্দিদের মধ্য থেকে একটি তরুণী একথা বলল যে, ইস্রায়েলে এমন এক নবী ছিলেন যিনি কুষ্ঠ সংক্রমণ থেকে তাঁকে শুচীকৃত করতে পারতেন। বর্ণনা বলে, সোনা ও রূপো সঙ্গে করে তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ শুনে রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে একথা বললেন যে, তেমন যাচনা যখন রাজ-অধিকারের বাইরে, তখন সেই যাচনা তাঁর পক্ষে অতিরিক্তই একটা পরীক্ষা। এলিশেয় কিন্তু রাজাকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর কাছেই সেই সিরীয় মানুষকে পাঠান, তিনি যেন জানতে পারেন যে ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন (১৮)। তিনি এলে এলিশেয় তাঁকে যর্দন নদীতে সাতবার ডুব দিতে আদেশ করলেন।

১৭। তখন সেই লোক মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর মাতৃভূমির নদীগুলোর এমন শ্রেয় জল আছে যার মধ্যে তিনি বারবারই ডুব দিলেও কখনও কুষ্ঠ থেকে শুচীকৃত হননি; আর একথা স্মরণে তিনি নবীর আদেশ মানছিলেন না। কিন্তু দাসদের অনুরোধ ও যুক্তির জোরে তিনি সম্মত হয়ে ডুব দিলেন ও তৎক্ষণাৎ শুচীকৃত হয়ে উঠে তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ যে শুচীকৃত হয়, তা জলের নয়, অনুগ্রহেরই গুণে ঘটে।

১৮। এখন তুমি উপলব্ধি কর ‘বন্দিদের মধ্য থেকে সেই তরুণীটি’ যে কে। অবশ্যই যুবতীটি হল বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত জনসমাবেশ, অর্থাৎ প্রভুর সেই মণ্ডলী যা একসময় পাপের দাসত্বে অবনমিতা ছিল: সেসময় সে অনুগ্রহের মুক্তির অধিকারী ছিল না, আর তার পরামর্শ মত অবোধ সেই বিজাতীয়েরা সেই নবীয় বাণী শুনল যা আগে সন্দেহই করত। তথাপি পরবর্তীকালে তারা যখন বিশ্বাস করল যে সেই নবীয় বাণী পালন করা দরকার, তখন রিপূর সমস্ত সংক্রমণ থেকে ধৌত হল। এবং এই লোকটি সুস্থ হয়ে উঠবার আগে সন্দেহ করেছিলেন; তুমি ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েই উঠেছ বিধায় তোমার পক্ষে সন্দেহ করা আদৌ উচিত নয়।

## ৪ পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্মের কার্যকারিতার ভিত্তি

১৯। এজন্যই তোমাকে আগে বলা হয়েছিল, তুমি যা দেখছিলে কেবল তা-ই বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমিও হয় তো বল: ‘এ কি সেই মহৎ রহস্য, কোন চোখ যা দেখেনি ও

কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি (১)। আমি সেই জল দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিদিনও দেখতে পেতাম; তবে এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব দিলেও আমি কখনও শুচীকৃত হইনি, এই জলই কি আমাকে শুচীকৃত করতে পারবে? এতে জেনে নাও যে, [পবিত্র] আত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করতে পারে না।

২০। আর এজন্যই তুমি পড়েছ যে, বাপ্তিস্মে তিন সাক্ষী একমত (২): জল, রক্ত ও [পবিত্র] আত্মা, কারণ তিনটির একটিকে বাদ দিলে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ট আর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টের ত্রুশ ছাড়া জল-ই বা কী? তা সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রামেন্ট ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই! একই প্রকারে, জল ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থাকে না, কারণ জল ও আত্মা থেকে নতুন করে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না (৩)। কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যিশুর সেই ত্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত (৪), তবু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করলে (৫) সে পাপক্ষমা পেতে পারে না, আত্মিক অনুগ্রহের মঙ্গলদানও পান করতে পারে না।

২১। তাই সেই সিরীয় লোক বিধানের ব্যবস্থাকালে সাতবারই জলে ডুব দিয়েছিলেন (৬), কিন্তু তোমার বাপ্তিস্ম ত্রিত্ব-নামেতেই হয়েছে: তুমি পিতাকে স্বীকার করেছিলে (তুমি যা করেছিলে তা স্মরণ কর!), পুত্রকে স্বীকার করেছিলে, [পবিত্র] আত্মাকে স্বীকার করেছিলে। অনুক্রমটা পালন করে থাক! এ বিশ্বাসে তুমি জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, ঈশ্বরের কাছে পুনরুত্থান করেছ, ও জগতের সেই পদার্থে কেমন যেন সমসমাহিত হয়ে পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে (৭) অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থিত হয়েছে। অতএব বিশ্বাস কর: জল ক্ষমতামূল্য নয়।

২২। এজন্যই তোমাকে বলা হয়েছিল: বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে যেতেন ও জল কেঁপে উঠত; ও জল কেঁপে ওঠার পর যে প্রথম জলকুণ্ডে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে সুস্থ হয়ে যেত (৮)। এই যে জলকুণ্ড যার মধ্যে প্রতি বছর একজন সুস্থ হয়ে যেত, তা যেরূপশালেমেই ছিল। কিন্তু দূত নেমে যাবার আগে কেউই সুস্থ হয়ে উঠত না। দূত নেমে যেতেন বটে, কিন্তু জল কেঁপে উঠত যাতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারত যে দূত নেমে গিয়েছিলেন। অবিশ্বাসীদের কারণেই জল কেঁপে উঠত: তাদের জন্য চিহ্ন, তোমার জন্য বিশ্বাস। তাদের জন্য নেমে যেতেন দূত,

তোমার জন্য পবিত্র আত্মা ; তাদের জন্য একটা সৃষ্টবস্তু কেঁপে উঠত, তোমার জন্য সেই খ্রিষ্টই ক্রিয়াশীল যিনি সৃষ্টির স্বয়ং প্রভু ।

২৩। সেসময় একজন মাত্রই নিরাময় হত, এখন সবাই সুস্থ হয়ে ওঠে ; বা আরও সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে গিয়ে, সুস্থ হয়ে ওঠে একজন মাত্রই তথা সেই খ্রিষ্টিয়ান জনগণ । প্রকৃতপক্ষে কয়েকজনের মধ্যে প্রবঞ্চক জলও আছে (৯) । কেননা অবিশ্বাসীদের বাপ্তিস্ম সুস্থ করে না, শুচীকৃতও করে না, বরং কলুষিতই করে । ইহুদীরা ঘটিবাটি ও পানপাত্রকে বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকে কেমন যেন চেতনাশূন্য বস্তুগুলো দোষ বা অনুগ্রহ পাবার সক্ষম হত ! তুমি কিন্তু চেতনাপূর্ণই তোমার এই পানপাত্রকে বাপ্তিস্ম দাও, যাতে তার মধ্যে তোমার শুভকর্ম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও তোমার অনুগ্রহের বিভা দীপ্তিময় হয় । অতএব সেই জলকুণ্ডও দৃষ্টান্তেই উপস্থাপিত, যাতে তুমি বিশ্বাস কর যে, ঐশ্বরিক পরাক্রম এই জলকুণ্ডে নেমে আসে ।

২৪। অবশেষে, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধারে] একটা মানুষের অপেক্ষায় ছিল (১০) । কুমারী-জাত প্রভু যিশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হতে পারে? তাঁরই আগমনে ছায়াটা একজন একজন করেই মানুষকে আর সুস্থ করে তোলে না, প্রকৃত সত্যই বরং নিখিল মানবজাতিকে সুস্থ করে তোলে । সুতরাং তিনিই সেই প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেমে আসার কথা ছিল, ও যাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর [বাপ্তিস্মদাতা] যোহনকে বলেছিলেন, যাঁর উপরে আত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে ও তাঁর উপরে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই জন যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন (১১) । এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন : আমি দেখেছি, আত্মা কপোত যেনই স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন (১২) । এবং পবিত্র আত্মা কোন্ কারণেই বা কপোতের মত নেমে এলেন, একারণে ছাড়া যে, তুমিও যেন দেখতে ও জানতে পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া জাহাজ থেকে যে কপোত ছেড়েছিলেন, সেই কপোতটাও এই কপোতের একটা চেহারা ছিল—অর্থাৎ কিনা, এতে তুমি যেন সাক্রামেন্টের দৃষ্টান্ত চিনে নিতে পার !

২৫। হয় তো তুমি এবিষয়ে বলবে, যে কপোতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু সেটা সত্যকার একটা কপোত ছিল, এবং পবিত্র আত্মা কপোত যেনই নেমে এলেন, সেহেতু এ কেমন হতে পারে যে এবিষয়ে আমরা বলি, সেখানে একটা বাহ্যিক চেহারা

[অর্থাৎ, কপোতের ‘রূপ’] ছিল কিন্তু এখানে সত্যই [অর্থাৎ বাস্তবতাই] রয়েছে, যখন গ্রীক ভাষায় লেখা আছে যে আত্মা কপোতের বাহ্যিক চেহারায় নেমে এলেন? কিন্তু যে ঈশ্বরত্ব চিরস্থায়ী, তাঁর মত সত্য কী আছে? আসলে সৃষ্টবস্তু সত্য হতে পারে না, তার একটা বাহ্যিক চেহারা মাত্র হতে পারে যা সহজে ধ্বংসিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া, যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তাদের সরলতা বাহ্যিক চেহারা অনুসারে নয় বরং সত্য অনুসারেই হওয়া চাই। এজন্যই প্রভুও বললেন, তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও (১৩)। তাই এ সত্যই উপযোগী হল যে তিনি কপোতের মত নেমে এলেন, যাতে করে আমাদের এ উপদেশ দিতে পারেন যে, আমাদের কপোতের মত সরলতা থাকা উচিত। আর চেহারা যে সত্য বলে গ্রহণযোগ্য, এবিষয়ে আমরা খ্রিস্ট সম্পর্কে এ পড়ি যে, চেহারায় তিনি মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন (১৪), এবং পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে এ পড়ি যে, আপনারা তাঁর চেহারা কখনও দেখেননি (১৫)।

## ৫ বাপ্তিস্মে খ্রিস্টের কার্যকারিতা

২৬। এখনও সন্দেহ করার তোমার আর কীবা আছে? সুসমাচারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই পিতা নিজেই তোমার কাছে ঘোষণা করে বলছেন: ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন (১)। যাঁর উপর পবিত্র আত্মা কপোতের মত নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেই পুত্র নিজেই ঘোষণা করছেন। যিনি কপোতের মত নেমে এলেন, সেই পবিত্র আত্মা নিজেও ঘোষণা করছেন। সেই দাউদ ঘোষণা করছেন, প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, মহিমময় ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন, প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত (২)। শাস্ত্র নিজেই তোমার কাছে সাক্ষ্য দান করে বলে যে, যেরুব-বায়ালের প্রার্থনায় আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল (৩), ও এলিয়ের প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেরিত হয়েছিল যা যজ্ঞ পবিত্রীকৃত করেছিল (৪)।

২৭। ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়, যাজকদের পদেরই কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখ। আর যদি গুণের কথা ধর, তবে এলিয়কে যেভাবে পরিগণিত কর, সেই পিতার ও পলের গুণও সেভাবে পরিগণিত করবে, যাঁরা প্রভু যিশুর কাছ থেকে এ রহস্য গ্রহণ করে

আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন (৫)। [প্রাচীনদের কাছে] দৃশ্য আগুন প্রেরিত হত তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত; আমরা কিন্তু যারা বিশ্বাস করি, সেই আমাদের অন্তরে অদৃশ্যই আগুন ত্রিযাশীল—তাদের বেলায় দৃষ্টান্তে, আমাদের বেলায় সতর্কবাণী স্বরূপ। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, যাজকদের প্রার্থনায় আহূত হয়ে সেই প্রভু যিশুই উপস্থিত যিনি বলেছিলেন: যেখানে দু'জন বা তিনজন থাকে, সেখানে আমিও আছি (৬)। ফলে মণ্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই [অর্থাৎ, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই] যেখানে থাকে, সেইখানে তিনি আরও বেশি প্রসন্ন হয়ে নিজের উপস্থিতি মঞ্জুর করেন।

২৮। তাই তুমি [জলকুণ্ডে] নেমে গেছিলে। তুমি উত্তরে যা বলেছিলে, তা স্মরণ কর: অর্থাৎ, তুমি পিতাতে বিশ্বাস কর, পুত্রতে বিশ্বাস কর, পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর। তুমি তো বলনি, 'আমি মহত্তমজনে, নিম্নজনে ও সর্বনিম্নজনে বিশ্বাস করি (৭);' বরং নিজের কঠোর একই প্রতিজ্ঞার দ্বারা তুমি এতেই নিজেকে আবদ্ধ করেছ যে, তুমি যেরূপে পিতাতে বিশ্বাস কর ঠিক সেইরূপে পুত্রতে বিশ্বাস কর, ও যেরূপে পুত্রতে বিশ্বাস কর ঠিক সেইরূপে আত্মায় বিশ্বাস কর—এই একমাত্র ব্যতিক্রম বজায় রেখে যে, তুমি এটা স্বীকার কর যে, তোমাকে একমাত্র প্রভু যিশুর দ্রুশে বিশ্বাস করতে হবে।

## ৬ খ্রিষ্টাভিষেক ও পাদপ্রক্ষালন

২৯। এসমস্ত কিছুর পর তুমি [জল থেকে বেরিয়ে এসে] অবশ্যই যাজকের কাছে আরোহণ করেছিলে (৮)। এর পরে কী ঘটেছিল তা বিবেচনা কর। তোমার কি তাই ঘটেনি, যা দাউদ বলেছিলেন, যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট মলম যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে? (৯)। এ হল সেই মলম যা বিষয়ে শলোমনও বলেন, ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি মলমের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসেছে ও তোমাকে আকর্ষণ করেছে (১০)। হে প্রভু যিশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবায়িত হয়ে তোমাকে ভালবেসে বলল: তোমার পিছু পিছু আমাদের আকর্ষণ কর! এসো, তোমার পোশাকের সুবাসের পিছনে ছুটে যাই (১১) যেন তারা পুনরুত্থানেরই সুবাসে পিপাসা করতে পারে।

৩০। তেমনটি কেনই ঘটে তা উপলব্ধি কর, কারণ প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে (৫)। আর এজন্যই মলম দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, তথা ঘোঁবনের অনুগ্রহের উদ্দেশ্যেই ঝরে পড়ে; এজন্যই মলমটা আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জাতি হতে পার (৬)। কেননা আমরা সবাই ঈশ্বরের রাজ্য ও যাজকত্বের উদ্দেশ্যেই আত্মিক অনুগ্রহে খ্রিষ্টাভিষিক্ত হই।

৩১। তুমি জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে উঠেছিলে: সুসমাচারের পাঠ স্মরণ কর (৭)। কেননা আমাদের প্রভু যিশু সুসমাচারে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি পিতরের কাছে এলেন ও পিতর বললেন, আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না (৮), তখন পিতর রহস্যটি লক্ষ করলেন না আর সেইজন্য সেবাকর্মটা অস্বীকার করলেন, কেননা তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি যদি ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর সেবা গ্রহণ করতেন, তাহলে দাসের বিনম্রতা নষ্ট হত। প্রভু তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, আমি তোমার পা ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ থাকবে না। তেমন কথা শুনে পিতর বলেছিলেন, প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন। প্রভু উত্তরে বলেছিলেন, যে স্নান করেছে, পা ছাড়া তার পক্ষে ধৌত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সে সর্বান্তেই শুদ্ধ (৯)।

৩২। পিতর শুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার ছিল, কেননা তিনি ছিলেন সেই প্রথম মানুষের পাপের উত্তরাধিকারী, যাকে সেসময়ে সাপ উল্টিয়ে দিয়েছিল ও ভুল করতে প্ররোচিত করেছিল (১০)। কাজেই তাঁর পা দু'টো ধৌত করা হয়, যাতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: বাস্তবিকই বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের পাপ মার্জনা করা হয়।

৩৩। একইসময় এটাও লক্ষ কর যে, রহস্যটি বিনম্রতা-সেবাকর্মেই নিহিত, কেননা তিনি বলেন, প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন মহত্তর কারণে তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত (১১)। বাস্তবিকই, যখন পরিত্রাণের স্বয়ং প্রণেতা (১২) নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তখন তাঁর দাস এই আমাদের পক্ষে আর কতই না উচিত বিনম্রতা ও বাধ্যতার সেবাকর্ম প্রদর্শন করা।

## ৭ শুভ্র পোশাক

৩৪। এরপর তুমি শুভ্র পোশাক গ্রহণ করেছিলে: এ এমন ইঙ্গিত যে তুমি পাপের খোসা থেকে বেরিয়ে এসে সেই নিরপরাধিতার শুচি কাপড় পরিধান করেছ যা বিষয়ে নবী বলেছিলেন: তুমি হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দেবে, আর আমি শুচীকৃত হব; তুমি আমাকে ধৌত করবে, আর আমি তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব (১)। কেননা যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে বিধান অনুসারে ও সুসমাচার অনুসারেও শুচীকৃত বলে প্রতীয়মান: বিধান অনুসারে, কারণ মোশি এক গোছা হিসোপগাছ দিয়েই মেঘশাবকের রক্ত ছিটিয়ে দিতেন (২); সুসমাচার অনুসারে, কারণ—সুসমাচারে যেভাবে খ্রিস্ট আপন পুনরুত্থানের গৌরব দেখালেন—তাঁর পোশাক তুষারের মতই শুভ্র ছিল। সেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে ওঠে (৩) যার দোষ ক্ষমা করা হয়। এজন্য ইশাইয়া দ্বারাও প্রভু বলেন, তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলেও আমি সেগুলিকে তুষারের মত শুভ্র করে তুলব (৪)।

৩৫। নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা (৫) তেমন পোশাক ধারণ করে মণ্ডলী পরম গীতে বলে: হে যেরুশালেমের কন্যারা, আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী ও সুন্দরী (৬)। মানবদশার দুর্বলতা হেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আমি সুন্দরী; পাপীদের নিয়ে গঠিত বিধায় আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, বিশ্বাসের সাক্রামেন্ট গুণে আমি সুন্দরী। তেমন পোশাক লক্ষ করে যেরুশালেমের কন্যারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে ওঠে: এ কে, যে শ্বেতাঙ্গিনী হয়ে উঠে আরোহণ করছে? (৭)। আগে সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গিনী, হঠাৎ করে সে কীভাবে শ্বেতাঙ্গিনী হয়ে উঠল?

৩৬। যখন খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছিলেন, তখন স্বর্গদূতেরাও সন্দেহ পোষণ করেছিলেন; স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ যখন দেখেছিলেন, মাংস স্বর্গে আরোহণ করছিল, তাঁরাও তখন সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। অবশেষে তাঁরা বললেন, এই গৌরবের রাজা, তিনি কে? আর যখন তাঁদের কয়েকজন বললেন, তোমাদের জনপ্রধানদের তোরণ উত্তোলন কর! উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার! প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা (৮), তখন অন্য কয়েকজন সন্দেহ পোষণ করে বললেন, এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?

একইভাবে ইশাইয়ার পুস্তকেও তুমি দেখতে পাও যে স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ করে বলেছিলেন, ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আরোহণ করছেন? বসোর থেকেই আগত তাঁর রক্তবর্ণ বসন। আপন শুভ্র পোশাকে তিনি উজ্জ্বল (৯)।

৩৭। নবী জাখারিয়ার পুস্তকেও এবিষয়ে পড়তে পার যে, যে মণ্ডলীর খাতিরে খ্রিষ্ট নোংরা কাপড় পরিধান করেছিলেন (১০), শুভ্র কাপড় পরা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীকে দেখে, অর্থাৎ নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনের গুণে শুচীকৃত ও ধৌত প্রাণকে (১১) দেখে তিনি বলেন, ওই দেখ, তুমি সুন্দরী, হে প্রতিবেশিনী আমার! ওই দেখ, তুমি সুন্দরী! তোমার চোখ দু'টো কপোতের মত (১২); তেমন কপোতের চেহারায় পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন (১৩)। চোখ দু'টো সুন্দর, কেননা—যেমন আমরা উপরে বলেছি—তিনি কপোতের মত নেমে এসেছিলেন।

৩৮। আর পরবর্তী পদগুলোতে আমরা পড়ি: তোমার দাঁত লোমকাটা এমন মেষপালের মত যা প্রক্ষালন-স্থান থেকে উঠে এল: তারা সকলে গর্ভে যুগ্ম বাচ্চা ধারণ করে আছে, তাদের মধ্যে একটাও বন্ধ্যা নয়। তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরে-লাল ফিতা স্বরূপ (১৪)। এ সামান্য প্রশংসা নয়! প্রথম, লোমকাটা মেষগুলোর সঙ্গে সেই মনোরম তুলনার জন্য; কেননা আমরা জানি যে ছাগগুলো বিনা ঝুঁকিতেই উচ্চস্থানে খাবার খায় ও সেইসঙ্গে নিরাপদেই খাড়া জায়গায় খাবার পায়। দ্বিতীয়, তাদের লোম একবার কাটা হলে তারা সেইসব কিছু থেকে মুক্ত যা নিষ্প্রয়োজন। মণ্ডলীকে তেমন মেষপালের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা তার মধ্যে সেই সকল প্রাণের বহু সদগুণ রয়েছে যারা জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে নিষ্প্রয়োজন যত পাপকর্ম ছেড়ে দেয় ও খ্রিষ্টকে অর্পণ করে সেই রহস্যময় বিশ্বাস ও নীতিগত অনুগ্রহ যা প্রভু যিশুর ত্রুশের কথা ঘোষণা করে।

৩৯। এদেরই মধ্যে মণ্ডলী সুন্দরী! এজন্য ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, প্রতিবেশিনী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে নিন্দাজনক কিছু নেই, কেননা যত দোষ নিমজ্জিত হল। লেবানন থেকে এখানে এসো, হে কনে; লেবানন থেকে এখানে এসো (১৫)। তুমি পার হয়ে বিশ্বাসের সূত্রপাত থেকে পার হয়ে চলবে; কেননা জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে মণ্ডলী ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলো পার হয়ে খ্রিষ্টের কাছে পার হয়ে চলল। আরও, ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে

তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা হয়ে উঠেছ! উচ্চতায় তুমি খেজুরগাছের মত হয়েছ; তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত (১৬)।

৪০। আর মণ্ডলী তাঁকে উত্তরে বলে, আহা ভ্রাতা, কে তোমাকে আমাকে দান করবে? সেই তুমি, আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে! তোমাকে বাইরে পেয়ে আমি তোমাকে চুম্বন করব, আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করবে না। তোমাকে ধরে আমি আমার মায়ের ঘরে নিয়ে যাব, তাঁর সেই গোপন কক্ষে যেখানে তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। তুমি আমাকে সবকিছু শিখিয়ে দেবে (১৭)। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ অনুগ্রহের উপহারে আনন্দিতা হয়ে মণ্ডলী অন্তরতম রহস্যগুণিতে প্রবেশ করার ও তার নিজের সমস্ত অনুভূতি খ্রিষ্টের কাছে পবিত্রীকৃত করার আকাঙ্ক্ষা করে। সে এখনও খোঁজ করছে, এখনও ভালবাসা জাগাচ্ছে, এবং যেরুশালেম-কন্যাদের অনুনয় করছে তারাও যেন তার হয়ে সেই ভালবাসা জাগায়; সে এমনটি কামনা করে যাতে তার বর তাদের অনুগ্রহে অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রাণদেরই অনুগ্রহে তার নিজের প্রতি অধিক গভীরতর প্রেমে উদ্দীপিত হন।

৪১। (১৮) এজন্য প্রভু যিশু নিজেও তেমন একাগ্র ভালবাসা দ্বারা এবং তেমন শালীনতা ও অনুগ্রহের সৌন্দর্য দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে—যেহেতু এখন আর কোন অন্যায়-অপরাধ প্রক্ষালিতদের কলুষিত করে না—মণ্ডলীকে বলেন, তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর (১৯); এর অর্থ: তুমি মনোহর, হে প্রতিবেশিনী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে কোন কিছুর অভাব নেই; আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর (২০), যেন তোমার বিশ্বাস সাত্রামেষ্টের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তোমার কাজকর্মও উজ্জ্বল হোক ও সেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করুক যাঁর প্রতিমূর্তিতে তোমাকে গড়া হয়েছিল। তোমার ভালবাসা যেন কোন নির্যাতন দ্বারা দুর্বল না হয়, সেই যে ভালবাসাকে জলরাশিও বাইরে আটকাতে পারে না, নদনদীও ভাসিয়ে দিতে পারে না (২১)।

৪২। ফলে স্মরণে রাখ যে, তুমি আত্মিক মুদ্রাঙ্কন (২২) গ্রহণ করেছিলে: সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞান ও ধর্মভক্তির আত্মা, ও পবিত্র ভীতির আত্মাকে (২৩) তুমি গ্রহণ করেছিলে, তবে যা গ্রহণ করেছিলে তা রক্ষা কর। পিতা

ঈশ্বর তোমাকে মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করলেন, খ্রিষ্ট প্রভু তোমাকে দৃঢ়ীকৃত করলেন, ও—  
যেমন প্রেরিতদূতের পাঠ থেকে শিখতে পেরেছ—সেই প্রভু অগ্রিম হিসাবে তোমার  
হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন (২৪)।

## ৮ এউখারিস্তিয়া

৪৩। তেমন সুসজ্জা গ্রহণে ধনবান হয়ে উঠে বিধৌত জনগণ খ্রিষ্টের বেদির দিকে  
অগ্রসর হতে হতে বলে : আমি প্রবেশ করে ঈশ্বরের বেদির কাছে যাব, যাব সেই ঈশ্বরের  
কাছে যিনি আমার যৌবন পুলকিত করেন (১)। কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ  
ক'রে ঈগলের যৌবনে নবায়িত হয়ে (২) তারা স্বর্গীয় ভোজসভায় আসন নিতে দ্রুতপদে  
এগিয়ে যায়। এসে তারা পরমপবিত্র বেদি সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে বলে ওঠে, আমার  
সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট (৩)। বিধৌত এই জনগণকে প্রবিষ্ট করে তাদের মুখ  
দিয়েই যেন দাউদ বলেন : প্রভু [মেঘ] আমাকে খাওয়ান; অভাব হবে না আমার ;  
আমায় তিনি স্থান দিলেন চারণমাঠে, আমায় চালনা করলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে। পরে  
তিনি আরও বলেন : মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না,  
তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচনি, এটিই আমাকে সান্ত্বনা  
দিল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট তাদেরই বিরুদ্ধে যারা আমাকে কষ্ট  
দেয়; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রটি, আহা,  
কেমন উৎকৃষ্ট (৪)।

৪৪। এবার এসো, এবিষয় বিচার-বিবেচনা করি, যেন এমনটি না ঘটে যে কেউ  
কেউ দৃষ্টিগোচর এই সমস্ত কিছু দে'খে (যেহেতু যা কিছু অদৃশ্য তা দৈহিক চোখ দ্বারা  
দেখা যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না) হয় তো বলে ওঠে, ঈশ্বর ইহুদীদের জন্য মান্না  
বর্ষণ করলেন (৫), বর্ষণ করলেন ভাড়াই পাখি (৬), কিন্তু তাঁর ভালবাসার পাত্রী মণ্ডলীর  
জন্য তা-ই প্রস্তুত করে রাখলেন যা বিষয়ে লেখা আছে, কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন  
কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে,  
ঈশ্বর তাদেরই জন্য তা-ই প্রস্তুত করেছেন (৭)। সুতরাং, কেউ যেন তেমন কথা না বলে,

সেজন্য আমরা যথাসাধ্যই চেষ্টা করব এবিষয়ে প্রমাণ দিতে যে, মণ্ডলীর সাক্রামেণ্টগুলি [ইহুদী] সমাজগৃহের সাক্রামেণ্টগুলির চেয়ে প্রাচীন ও মান্নার চেয়েও উৎকৃষ্ট।

৪৫। আদিপুস্তকের যে পাঠ আমরা একটু আগে শুনেছি, তা স্পষ্টই শেখায় যে মণ্ডলীর সাক্রামেণ্টগুলি অধিকতর প্রাচীন, কেননা সমাজগৃহ মোশির বিধান থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু [মোশির চেয়ে] আব্রাহাম ছিলেন আরও প্রাচীনকালের মানুষ। যখন এই আব্রাহাম শত্রুদের পরাজিত করে ও নিজের ভাগ্নেকে উদ্ধার করে বিজয় উপভোগ করেছিলেন, তখন মেক্সিসেদেক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন (৮) ও তা-ই এনেছিলেন যা আব্রাহাম শত্রুদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আব্রাহাম যে সেই সবকিছু এনেছিলেন এমন নয়, সেই মেক্সিসেদেকই তা এনেছিলেন যিনি এইভাবে উপস্থাপিত, তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, তাঁর দিনগুলির আরম্ভও নেই, অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ, এবং যঁার বিষয়ে হিব্রুদের কাছে পত্রে পল বলেন, তিনি সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন (৯)। লাতিন অনুবাদে তিনি ধর্মরাজ ও শান্তিরাজ বলেই অভিহিত (১০)।

৪৬। তিনি প্রকৃতপক্ষে কে, তুমি কি তা বুঝতে পার? একটি মানুষ যখন নিজে থেকে প্রায়ই ধর্মপ্রাণ হতে পারে না, তখন সে কি ধর্মরাজ হতে পারে? যখন সে প্রায়ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তখন সে কি শান্তিরাজ হতে পারে? তিনিই সে-ই, নিজ ঈশ্বরত্ব অনুসারে যঁার মাতা নেই যেহেতু তিনি পিতা ঈশ্বর হতেই জনিত ও পিতার সঙ্গে এক সত্তার অধিকারী; নিজ মাংসধারণ অনুসারে যঁার পিতা নেই যেহেতু তিনি কুমারী থেকেই জন্ম নিলেন; যঁার আরম্ভও নেই, অন্তও নেই যেহেতু তিনি নিজেই সবকিছুর আদি ও অন্ত (১১), তিনি নিজেই প্রথম ও শেষ (১২)। সুতরাং, যে সাক্রামেণ্ট তুমি গ্রহণ করেছ, তা মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক-ই এক দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত (১৩) যিনি বিশ্বাসের পিতা সেই আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন, যঁার অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তি তুমি শত্রুদের চোখে দর্শন কর।

৪৭। ইতিমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মণ্ডলীর সাক্রামেণ্টগুলিই প্রাচীনতম। এবার একথা জেনে নাও যে সেগুলো উৎকৃষ্ট। এ সত্যিকারে আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে

ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের উপর মান্না বর্ষণ করেছিলেন (১৪) ও তাঁরা দৈনিক স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণে পুষ্টি লাভ করেছিলেন। এজন্যই লেখা আছে: মানুষ স্বর্গদূতদের রুটি খেয়েছে (১৫)। অথচ যঁারা সেই রুটি খেয়েছিলেন, তাঁরা সকলে প্রান্তরে মারা গেছিলেন (১৬)। কিন্তু এই যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ, এই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে (১৭), এটাই অনন্ত জীবনের সত্তা যুগিয়ে দেয়, আর যে কেউ তা খায়, অনন্তকালেও তার মৃত্যু হবে না (১৮), কারণ এটি হল খ্রিষ্টের দেহ।

৪৮। এবার বিবেচনা করে দেখ, কোনটা অধিক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতদের রুটি নাকি সেই খ্রিষ্টের মাংস যা প্রকৃতপক্ষেই জীবনের দেহ? সেই মান্না স্বর্গ থেকে আগত, এটি স্বর্গের উর্ধ্বই বিরাজিত; সেটা স্বর্গীয়, এটি স্বর্গের প্রভুর; পরদিনের জন্য রাখলে সেটা অবক্ষয়ের অধীন (১৯), এটি সমস্ত অবক্ষয় থেকে মুক্ত, ও যে কেউ ধর্মভক্তি সহকারে তা আশ্বাদন করে, সে অবক্ষয় অনুভব করতে পারবে না। পিতৃপুরুষদের জন্য সেই জল শৈল থেকে প্রবাহিত হয়েছিল (২০), তোমার জন্য রক্ত খ্রিষ্ট থেকেই প্রবাহিত (২১); জল তাঁদের পিপাসা ক্ষণিকের মতই মিটিয়ে দিয়েছিল, রক্ত তোমাকে অনন্তকালের উদ্দেশেই প্রক্ষালিত করে। ইহুদী জল পান করে কিন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করলে তুমি আর তৃষ্ণার্ত হতে পারবে না—এক কথায়, সেই সমস্ত কিছু ছায়ায় (২২) ঘটেছিল, এ সমস্ত কিছু সত্যেই [বাস্তবেই] ঘটে।

৪৯। যা দেখে তুমি মুগ্ধ হও, তা যখন ছায়ামাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই সত্য যার ছায়া দেখে তুমি মুগ্ধ। পিতৃপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছিল, তা যে ছায়ামাত্র, সেবিষয়ে এবাণী শোন: তাঁরা এমন এক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা ছিলেন সেই খ্রিষ্ট। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি, কেননা সেই প্রান্তরে তাঁদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল। তবে, এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরে দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল (২৩)। যেটা অধিক উৎকৃষ্ট, তা তুমি জানতে পেরেছ: কারণ ছায়ার চেয়ে আলোই শ্রেয়, দৃষ্টান্তের চেয়ে সত্যই [অর্থাৎ বাস্তবতাই] শ্রেয়, স্বর্গ থেকে আগত মান্নার চেয়ে তার প্রণেতার দেহই শ্রেয়।

## ৯ রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়ে ওঠে

৫০। হয় তো তুমি বলবে, ‘আমি তো অন্য কিছু দেখছি! কেমন করে তুমি আমাকে নিশ্চিত করতে পার যে আমি যা গ্রহণ করেছি তা খ্রিষ্টের দেহ?’ আর আসলে এতক্ষণে এটি সেই শেষ বিষয় যা সম্পর্কে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে। আর কতই মহৎ উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি যাতে প্রমাণ দিতে পারি যে যা গ্রহণ করি তা প্রকৃতি গড়েনি বরং তা আশীর্বাদই পবিত্রীকৃত করেছে! আর প্রকৃতির শক্তির চেয়ে আশীর্বাদেরই শক্তি মহৎ, কেননা আশীর্বাদ দ্বারা প্রকৃতির নিজেরই পরিবর্তন ঘটে।

৫১। মোশি একটা লাঠি হাতে রাখছিলেন (১): তিনি মাটিতে ফেললেই তা সাপ হল। আরও, তিনি সাপের লেজ ধরলেই তা আবার লাঠির প্রকৃত অবস্থায় ফিরে গেল। তাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, নবীয় অনুগ্রহের গুণে দু’বারই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল, তথা সাপের প্রকৃতিরও পরিবর্তন, আবার লাঠির প্রকৃতিরও পরিবর্তন। মিশরের নদনদী বিশুদ্ধ জলস্রোতেই প্রবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ সেগুলোর উৎসের শিরা থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল, তাতে নদনদীতে পান করার মত আর কিছুই রইল না। আরও, নবীর প্রার্থনায় নদনদীর রক্তস্রোত থেমে গেল এবং জলের প্রকৃতি ফিরে এল (২)। হিব্রু জনগণ সব দিক দিয়েই আটকানো অবস্থায় ছিল: একদিকে মিশরীয়রা প্রাচীরের মত বাধা দিচ্ছিল, অপরদিকে তারা সাগর দ্বারা অवरুদ্ধ ছিল: মোশি তাঁর সেই লাঠি উচ্চ করলেই জল নিজে থেকে দু’ ভাগ হল ও দেওয়ালেরই মত জমাট হয়ে গেল (৩), এবং তরঙ্গমালার মধ্যে পায়ে চলার মত একটা পথ দেখা দিল। যর্দন নদী উজানে বইতে বাধ্য হওয়ায় নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নিজ উৎসের দিকে ফিরে যেতে লাগল (৪)। এতে কি একথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় না যে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ও নদীর স্রোতের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল? পিতৃপুরুষদের সেই জনগণের পিপাসা পেয়েছিল, মোশি সেই শৈলকে স্পর্শ করলেন, আর শৈল থেকে জল বইতে লাগল (৫)। তাই অনুগ্রহ কি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এমন ফল ফলায়নি যাতে শৈল সেই জলকে উদ্দিগণ করে যা প্রকৃতি অনুসারে শৈলে থাকে না? মারার জলাশয় এতই তিক্ত ছিল যে পিপাসিত সেই জনগণ সেই জল পান করতে পারছিল না। মোশি সেই জলে একটা কাঠ ফেললে জল নিজ তেতো প্রকৃতি

হারাল যা প্রবিষ্ট অনুগ্রহই সহসা সুপেয় করল (৬)। নবী এলিশেষের সময়ে নবী-সন্তানদের একজনের কুড়াল থেকে ফলা সরে গেছিল আর সাথে সাথে তা জলে ডুবে গেছিল। ফলাটা যে হারিয়ে ফেলেছিল, সে এলিশেষকে অনুনয় করল, আর এলিশেষও জলে এক টুকরো কাঠ ফেললেই ফলাটা ভেসে উঠল (৭)। আমরা অবশ্যই এটা মেনে নিই যে, এ ঘটনাও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ঘটেছিল, কেননা তরল জলের চেয়ে স্বভাবে লোহাই আরও বেশি ভারী।

৫২। অতএব আমরা লক্ষ করি, প্রকৃতির চেয়ে অনুগ্রহই অধিক কার্যকর; অথচ আমরা এতক্ষণে কেবল একটামাত্র নবীয় আশীর্বাদেরই অনুগ্রহের কথা বলে এসেছি। আর যখন মানবীয় আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তখন যে আশীর্বাদে ত্রাণকর্তা প্রভুর নিজেরই কথাগুলো ক্রিয়াশীল, সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদের বেলায় আমরা কী বলব? কেননা এই যে সাক্রামেন্ট তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রিস্টের উক্তি দ্বারাই সম্পন্ন (৮)। যখন এলিয়ের উক্তি এতই প্রভাবশালী ছিল যে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে দিল (৯), তখন কি খ্রিস্টের উক্তি পদার্থগুলোর স্বীয় স্বভাবকে পরিবর্তন করার প্রভাব রাখবে না? নিখিল সৃষ্টির কর্মগুলো সম্পর্কে তুমি একথা পড়েছ যে, তিনি কথা বললেন আর সেই সব গড়ে উঠল, তিনি আঞ্জা দিলেন আর সেই সব সৃষ্ট হল (১০)। সুতরাং, যা ছিল না, যখন খ্রিস্টের উক্তি তা শূন্য থেকে নির্মাণ করতে পারল, তখন সেই উক্তি কি, যা আছে, তা এমন কিছুতে পরিবর্তন করতে পারে না যা আগে ছিল না? কেননা একটা কিছু প্রকৃতি পরিবর্তন করার চেয়ে কিছুকে অভিনব প্রকৃতি দেওয়াটা কম ব্যাপার নয় (১১)।

৫৩। কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই দেওয়া উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং মাংসধারণ-রহস্যগুলোর মধ্য দিয়ে রহস্যের সত্য প্রতিষ্ঠা করি। প্রভু যিশু যখন মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, তখন প্রকৃতির প্রক্রিয়া কি পূর্বেই এসেছিল? যদি সাধারণ ক্রমের অনুসন্ধান করি, তাহলে পুরুষের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার পরেই নারী সাধারণত গর্ভধারণ করে। তবে এটা স্পষ্ট যে, কুমারী [মারীয়া] প্রকৃতির সাধারণ ক্রমের বিপরীতেই গর্ভধারণ করলেন। আর আমরা যা সম্পন্ন করি, তা হল

কুমারী থেকে জাত সেই দেহ। তবে তুমি এখানেই কেন খ্রিস্টের দেহে প্রকৃতির ক্রমের অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু যিশু নিজেই প্রকৃতির ক্রমের বিপরীতেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন? যা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই খ্রিস্টের সত্যকার মাংস, ফলে এ সত্যিকারেই সেই মাংসের সাক্রামেন্ট।

৫৪। স্বয়ং প্রভু যিশুই ঘোষণা করেন, এ আমার দেহ (১২)। স্বর্গীয় বাণীগুলোর আশীর্বাদের আগে অন্য ধরনের কিছু [তথা রুটি] উল্লেখিত হয়; পবিত্রীকরণের পরে দেহই নির্দেশিত হয়। তিনি নিজে আপন রক্তের কথা বলেন। পবিত্রীকরণের আগে সেটির জন্য আলাদা নাম ব্যবহৃত; পবিত্রীকরণের পরে তা রক্ত বলেই অভিহিত। আর তুমি বল, ‘আমেন,’ যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘তা সত্য’। মুখ যা বলে, অন্তঃস্থিত মন তা স্বীকার করুক। উক্তি যা ধ্বনিত করে, ভক্তি তা অনুভব করুক।

৫৫। তাই খ্রিস্ট আপন মণ্ডলীকে এ সাক্রামেন্টগুলি দ্বারা চরান যা দ্বারা প্রাণের সত্তা বলবান হয়; এবং অনুগ্রহের অবিরাম অগ্রগতি দেখে তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাকে বলেন, তোমার কুচ্যুগল কেমন মনোরম হয়ে উঠল, বোন আমার, কনে আমার! আঙুররসের গুণেই সেই কুচ্যুগল মনোরম হল! এবং তোমার পোশাকের সুবাস সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও উৎকৃষ্ট! কনে, তোমার ওষ্ঠ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মউচাকের মধু, তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ; ও তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত। আমার বোন, আমার কনে, সে তো রুদ্ধ উদ্যান, হ্যাঁ, সে এক রুদ্ধ উদ্যান, সীলমোহর-যুক্ত এক নির্ঝর (১৩)। এতে তিনি বোঝাতে চান যে, রহস্যটি তোমার কাছে সীলমোহর-যুক্ত থাকতে হবে যেন অসৎ জীবনের কোন কুকর্ম বা শুচিতা-সংক্রান্ত অবিশ্বস্ততা দ্বারা লঙ্ঘন করা না হয়; পাছে এমন লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয় যারা তার যোগ্য নয়; পাছে অসার বাচালতা দ্বারা অবিশ্বাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অতএব তোমার বিশ্বাস-রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম হোক যাতে জীবনের ও নীরবতার অখণ্ডতা অকলঙ্কিত হয়ে থেকে যায়।

৫৬। এজন্যে মণ্ডলীও তেমন গভীর ও স্বর্গীয় রহস্যগুলি রক্ষা করতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে যত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা দূর করে দেয় এবং নিজের কাছে বসন্তকালীন অনুগ্রহের মধুরতা আমন্ত্রণ করে। এবং একথা জেনে যে, তার উদ্যান খ্রিস্টকে অসন্তুষ্ট করতে পারে

না, সে একথা বলে বরকে আহ্বান করে, হে উত্তরা বাতাস, জাগ; হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো! আমার উদ্যানে বও, আমার নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক। আমার ভ্রাতা তাঁর নিজের উদ্যানে আসুন, নিজের ফলপ্রসূ গাছগুলোর ফল ভোগ করুন (১৪)। কেননা সেই উদ্যানে ভাল ও ফলদায়ী গাছ রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ শিকড় পবিত্র জলকুণ্ডের জলস্রোতে গাড়ল ও নবীন উর্বরতা লাভে এমন ভাল ভাল ফল উৎপন্ন করল যাতে করে সেগুলো নবীর কুড়াল দ্বারা (১৫) আর কাটা না হয়, বরং সুসমাচারের প্রাচুর্যতা লাভে ফল দেওয়ায় উপচে পড়বে।

৫৭। অবশেষে, তাদের ফলশালীতায় প্রীত হয়ে প্রভুও উত্তরে বলেন, বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার উদ্যানে প্রবেশ করেছি! আমার সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে আমার গন্ধনির্ধাস সংগ্রহ করেছি, আমার মধুর সঙ্গে আমার খাদ্য খেয়েছি, আমার দুধের সঙ্গে আমার পানীয় পান করেছি (১৬)। হে বিশ্বস্তজন, বুঝে নাও কেনই বা তিনি খাদ্য ও পানীয়ের কথা বললেন। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে খান ও পান করেন, যেহেতু তুমি একথা পড়েছ যে, তিনি নিজেই আমাদের বলেন, আমাদের অন্তরে তিনি কারাগারে আছেন (১৭)।

৫৮। ফলত মণ্ডলীও ততখানি অনুগ্রহ দেখে নিজ সন্তানদের ও প্রতিবেশীদের প্রেরণা দেয় তারা যেন সবাই মিলে সাক্রামেন্টগুলির দিকে ছুটে চলে; সে বলে, হে আমার প্রতিবেশী সকল! খাও, পান কর; প্রমত্ত হও, হে আমার ভাইসকল (১৮)। আমরা যে কী খাই ও পান করি, একথা পবিত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমাকে অন্যত্র জানিয়ে দিয়েছিলেন, তথা: আশ্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মধুর; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর উপরে ভরসা রাখে (১৯)। সেই সাক্রামেন্টে খ্রিষ্ট উপস্থিত, কারণ সেই দেহ হল খ্রিষ্টের দেহ। ফলত, সেই খাদ্য দৈহিক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেরিতদূতও সেই দেহের দৃষ্টান্ত বিষয়ে বলেন: আমাদের পিতৃপুরুষেরা আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন ও আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন (২০)। বাস্তবিকই ঈশ্বরের দেহ আত্মিক দেহ, খ্রিষ্টের দেহ ঐশ্বরিক আত্মার দেহ, কারণ ঐশআত্মা হলেন খ্রিষ্ট (২১), যেমনটি আমরা পড়ি: আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান যে আত্মা, তিনি খ্রিষ্ট প্রভু (২২)। এবং পিতরের পত্রে আমরা পড়ি, খ্রিষ্ট

তোমাদের জন্য মরলেন (২৩)। শেষ কথা : এই খাদ্য সবল করে আমাদের অন্তর এবং এই পানীয় আনন্দিত করে মানুষের অন্তর (২৪), যেইভাবে নবী স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৫৯। সুতরাং, সবকিছু অর্জন করে, এসো, আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত থাকি যে, আমাদের নবজন্ম হয়েছে। আমরা যেন না বলি, ‘কিভাবে আমাদের নবজন্ম হয়েছে? আমরা কি আমাদের মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে নতুন করে জন্ম নিয়েছি? (২৫)। এতে আমি প্রকৃতির ক্রম চিনে নিতে পারি না।’ কিন্তু যেখানে অনুগ্রহের উৎকৃষ্টতা রয়েছে, সেখানে প্রকৃতির কোনো ক্রম থাকে না। আরও, প্রকৃতির ক্রমের ফলেই যে সবসময় জন্ম ঘটে এমন নয় : আমরা খ্রিষ্ট প্রভুকে এক কুমারী থেকে জনিত বলেই স্বীকার করি ও প্রকৃতির ক্রম অস্বীকার করি। কেননা মারীয়া পুরুষ থেকে গর্ভবতী হননি, বরং পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তাঁর গর্ভধারণ ঘটেছিল, যেমনটি মথি বলেন, দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে (২৬)। সুতরাং, যখন পবিত্র আত্মাই কুমারীর উপরে এসে (২৭) তাঁর গর্ভধারণ ঘটিয়েছেন ও প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, তখন অবশ্যই এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জলকুণ্ডের উপরে, বা বাস্তিস্ম গ্রহণ করে যারা তাদের উপরে এসে সেই আত্মাই নবজন্মের সত্য [অর্থাৎ বাস্তবতা] ঘটান।

১ (১) বিশপ আন্দ্রোজ আদিপুস্তক ও প্রবচনমালা থেকে নেওয়া পাঠগুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যা মিলান মণ্ডলীতে পাস্কাপর্ব উপলক্ষে চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালে দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য মিসায় পাঠ করে শোনানো হত (উপরে দেওয়া ভূমিকা দ্রঃ)।

(২) প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেনই বা কাতেখেসিস বাস্তিস্ম গ্রহণের আগেই পূর্ণ ও বিস্তারিত ভাবে প্রদান করা হত না? অর্থাৎ, কেন শিক্ষার একটি অংশ যা একপ্রকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাস্তিস্ম ও রুটি গ্রহণের পরেই দেওয়া হত? এবিষয়ে বিশপ আন্দ্রোজ নিজেই কারণটা এই পদে উপস্থাপন করেন : প্রথমত, সাক্রামেণ্টগুলির রহস্য অদীক্ষিতদের কাছে ব্যক্ত করা উচিত নয়, করলে তা সাক্রামেণ্টগুলির প্রতি বিশ্বাসঘতকতাই হত। দ্বিতীয়ত, রহস্যময় সাক্রামেণ্টগুলির আলো শিক্ষাদানের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাই উজ্জ্বলতা পায়।

(৩) ২ করি ২:১৬।

(৪) ‘উন্মোচন-রহস্য’ : যে অনুষ্ঠানরীতি মিলান মণ্ডলীতে পাস্কা-রাতে বাস্তিস্ম দানকালে উদ্‌যাপন করা হত, সেই ‘কান-উন্মোচন’ অনুষ্ঠানরীতিতে অনুষ্ঠাতা প্রার্থীর কান ও নাসারন্ধ্র স্পর্শ করতেন ঠিক যেইভাবে মার্ক ৭:৩৪-তে উল্লিখিত ; এ অনুষ্ঠানরীতির মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করা হত যে, প্রার্থীর ইন্দ্রিয়গুলো সাক্রামেণ্টগুলি ফলপ্রদ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করা হত।

(৫) মার্ক ৭:৩৪ লাতিন পাঠ্য। ‘এফ্ফথা’ শব্দ থেকেই অনুষ্ঠানের নাম আগত। তাছাড়া, লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, সঠিক শব্দ ‘এফ্ফথা’ নয়, কিন্তু ‘এফ্ফাথা’, ও আজকালের বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীতিতেও ‘এফ্ফাথা’ বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ, ‘এফ্ফথা’ ছিল প্রাচীন লাতিন বাইবেলের অনুবাদ।

২ (১) ‘পরম পবিত্রস্থান’ (হিব্রু ৯:৩ দ্রঃ) বলতে সেই বাপ্তিস্মালয় বোঝায় যেখানে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত।

(২) গোটা পুস্তক জুড়ে লেবীয়রা হলেন পরিসেবকেরা, যাকজ হলেন প্রবীণেরা (অর্থাৎ পুরোহিতেরা), ও মহাযাজক হলেন বিশপ যেহেতু সেইকালের ঐশতত্ত্ব অনুসারে পুরাতন নিয়মের লেবীয়রা, যাজকেরা ও মহাযাজক ছিল যথাক্রমে নূতন নিয়মের পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপের দৃষ্টান্ত বা পূর্বছবি।

(৩) মালা ২:৭।

(৪) ‘তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক’রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) তুমি...’: অনুবাদান্তরে, ‘তাই তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য ও তার মুখে থুথু ফেলার জন্য প্রবেশ ক’রে তুমি...’।

৩ (১) ২ করি ৪:১৮।

(২) রো ১:২০।

(৩) যোহন ১০:৩৮।

(৪) আদি ১:২।

(৫) সাম ৩৩:৬।

(৬) আদি ৬:৩।

(৭) আদি ৭:১...।

(৮) আদি ৮:১১।

(৯) লুক ২:১১।

(১০) ১ করি ১০:১-২।

(১১) যাত্রা ১৫:১০।

(১২) লুক ১:৩৫।

(১৩) যাত্রা ১৪:২১।

(১৪) যোহন ১:১৭।

(১৫) যাত্রা ১৫:২৩... ।

(১৬) পাস্কা-রাত্রে বাপ্তিস্ম দেওয়ার আগে বিশপ জলকুণ্ড পবিত্রিত করার জন্য ক্রুশটি জলের মধ্যে নামিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতেন ।

(১৭) ২ রাজা ৫:১ ... ।

(১৮) ২ রাজা ৫:৮ । আসলে বাইবেলে 'ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন' নয়, 'ইস্রায়েলে এক নবী আছে' লেখা আছে; সম্ভবত বিশপ আন্দ্রোজ অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল বললেন ।

৪ (১) ১ করি ২:৯ ।

(২) ১ যোহন ৫:৭ ।

(৩) যোহন ৩:৫ ।

(৪) অনুমান করা যায়, সেইকালে জল শুধু নয়, দীক্ষাপ্রার্থীকেও ক্রুশ দিয়ে চিহ্নিত করা হত ।

(৫) মথি ১৮:১৯ ।

(৬) ২ রাজা ৫:১৪ ।

(৭) কল ২:১২-১৩; রো ৬:২, ৪ ।

(৮) যোহন ৫:৪ ।

(৯) যেরে ১৫:১৮ । সেকালের লাতিন পাঠ্যে মার্ক ৭:৪-তে লেখা ছিল, ইহুদীরা ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র জলে ডুবিয়ে দিয়ে ধুয়ে নিত; যেহেতু ডুবিয়ে দেওয়া বলতে বাপ্তিস্ম দেওয়াও বোঝায়, সেজন্য বিশপ আন্দ্রোজ বলতে চান, ইহুদীদের ও বিধর্মীদের দেওয়া বাপ্তিস্ম অনর্থক ।

(১০) যোহন ৫:৭ ।

(১১) যোহন ১:৩৩ ।

(১২) যোহন ১:৩২ ।

(১৩) মথি ১০:১৬ ।

(১৪) ফিলি ২:৭ (লাতিন পাঠ্য) ।

(১৫) যোহন ৫:৩৭ (লাতিন পাঠ্য) ।

৫ (১) মথি ৩:১৭ ।

(২) সাম ২৯:৩ ।

(৩) বিচারক ৬:২১।

(৪) ১ রাজা ১৮:৩৮।

(৫) এ বাক্যের অর্থ এরূপ : ব্যক্তি হিসাবে যাজকের (অর্থাৎ প্রবীণের বা বিশপের) কোনও গুণ নেই, এলিয়, পিতর ও পলের উত্তরসূরী বলেই যাজকত্ব পদ তাঁদের গুণের অধিকারী।

(৬) মথি ১৮:২০।

(৭) সেকালের ভ্রান্তমতপন্থীরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমস্বরূপ ও সম-অধিকার অস্বীকার করত।

৬ (১) বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজন বিশপের কাছে যেত ও তিনি তার মাথা মলম, অর্থাৎ খ্রিষ্টা-মলম দিয়ে তাকে খ্রিষ্টাভিষিক্ত করতেন। এই খ্রিষ্টাভিষিক-অনুষ্ঠানরীতি দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ট চিহ্নিত করে। বিশপ আন্থোজ যা লাতিন ভাষায় ‘মলম’ বলেন, তা গ্রীক ব্যাখ্যাগণ (যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল, সাধু জন খ্রিসোস্তুমোস, মল্লুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস, ইত্যাদি) ‘খ্রিষ্টা’ বলতেন, ও আজকালের মণ্ডলীর উপাসনায়ও তা ‘খ্রিষ্টা’ বলে অভিহিত : পুণ্য বৃহস্পতিবারে ‘খ্রিষ্টা মিসা’ বলে অভিহিত প্রাত্যকালীন মিসায় বিশপ ‘রোগীদের তেল’ ও ‘দীক্ষার্থীদের তেল’ আশীর্বাদ করার পর সেই ‘খ্রিষ্টা’ পবিত্রিকৃত করেন যা দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ট সম্পাদনকালে ব্যবহার করবেন। লক্ষণীয় বিষয় : প্রভু যিশু ‘খ্রিষ্ট’ বলে অভিহিত যেহেতু ‘খ্রিষ্টা’ মলমে ‘খ্রিষ্টাভিষিক্ত’।

(২) সাম ১৩৩:২ লাতিন পাঠ্য। যে ‘মলম’ উল্লিখিত, তা হল ‘খ্রিষ্টা’ মলম

(৩) পরমগীত ১:২। পরম গীতের নানা পদ উল্লেখ করে বিশপ আন্থোজ মণ্ডলীর আনন্দ প্রকাশ করতে চান, যে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের শুভ্রতায় ও গৌরবে সজ্জিত হয়ে খ্রিষ্ট-বরের কাছে উপনীত।

(৪) পরমগীত ১:৩।

(৫) উপ ২:১৪। মাথা মলম অর্থাৎ খ্রিষ্টা-মলম দিয়ে খ্রিষ্টাভিষিক্ত করা হত যেহেতু সেই ঐতিহ্যে মাথাই ছিল বুদ্ধির আধার।

(৬) ১ পি ২:৯।

(৭) যোহন ১৩...। বাপ্তিস্ম দানকালে যখন দীক্ষার্থীদের পা ধুয়ে দেওয়া হত, তখন এ পাঠ পড়া হত।

(৮) যোহন ১৩:৮।

(৯) যোহন ১৩:৯-১০।

(১০) আদি ৩:১ ...।

(১১) যোহন ১৩:১৪।

(১২) হিব্রু ২:১০ লাতিন পাঠ্য।

৭ (১) সাম ৫১:৯।

(২) যাত্রা ১২:২২।

(৩) মথি ২৮:৩।

(৪) ইশা ১:১৮।

(৫) তীত ৩:৫ দ্রঃ।

(৬) পরমগীত ১:৪।

(৭) পরমগীত ৮:৫।

(৮) সাম ২৪:৭-১০। সামসঙ্গীতের এই ব্যাখ্যা সম্ভবত এফে ৩:১০ ও ১ পি ১:১৩ দ্বারা প্রভাবান্বিত।

(৯) ইশা ৬৩:১। লাতিন পাঠ্যে ‘বসোর থেকেই আগত’; কিন্তু হিব্রু পাঠ্যে ‘বস্রা থেকেই আগত’।

(১০) জাখা ৩:৩। সেসময়ে যোশুয়া ও যিশু একই নাম হওয়ায় বিশপ আন্দ্রোজ যোশুয়ার বিষয়ে যা লেখা আছে তা যিশুতে আরোপ করেন।

(১১) লক্ষণীয়, উপদেশে ও ধর্মশিক্ষায় পরম গীত ব্যবহার করা শুধু বিশপ আন্দ্রোজের সময় নয়, বহু আগেও প্রচলিত ছিল। সেই অনুসারে পরম গীতের প্রেমিক-বর হলেন খ্রিষ্ট ও প্রেমিকা-কনে হল মণ্ডলী। এবিষয়ে বিশপ আন্দ্রোজের ব্যাখ্যা হল, মণ্ডলী শুধু নয়, মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে বিধায় প্রতিটি দীক্ষিত প্রাণও বর-খ্রিষ্টের কনে।

(১২) পরমগীত ৪:১।

(১৩) লুক ৩:২২।

(১৪) পরমগীত ৪:২-৩।

(১৫) পরমগীত ৪:৭-৮।

(১৬) পরমগীত ৭:৬-৭।

(১৭) পরমগীত ৮:১-২।

(১৮) হয় তো এইখানে (৪১-৪২) দৃড়ীকরণ সাত্রামেত্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মিলান মণ্ডলীতে সেইকালে এ অনুষ্ঠান যে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের শেষ অংশ নাকি অনুষ্ঠানটি স্বতন্ত্রই এক

অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত ছিল, তা বলা কঠিন। বাস্তবিকই কালক্রমে মিলানে এমনকি রোমীয় উপাসনা-রীতিতেও দৃঢ়ীকরণ বাপ্তিস্ম থেকে ভিন্নই এক সাক্রামেন্ট হয়ে ওঠে।

(১৯) পরমগীত ৮:৬।

(২০) পরমগীত ৮:৬।

(২১) পরমগীত ৮:৭।

(২২) ‘আত্মার মুদ্রাঙ্কন’: পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করায় দীক্ষিত মানুষ সেই আত্মার সপ্ত দানও গ্রহণ করে থাকে যা একই পংক্তিতে উল্লিখিত।

(২৩) ইশা ১১:২।

(২৪) ২ করি ১:২১-২২।

৮ (১) সাম ৪৩:৪।

(২) সাম ১০৩:৫।

(৩) সাম ২৩:৫।

(৪) সাম ২৩:১-৫।

(৫) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪...।

(৬) যাত্রা ১৬:১৩।

(৭) ১ করি ২:৯।

(৮) আদি ১৪:১৭...। সাধু কিপ্রিয়ানুসের সময় থেকে, অর্থাৎ মোটামুটি ২৪০ সাল থেকে, সকল লেখকগণ মেঙ্কিসেদেকের বলিদানকে এউখারিস্তিয়ার একটা পূর্বলক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করে আসছিলেন।

(৯) হিব্রু ৭:৩। সেইকালে অনেকে মনে করতেন, হিব্রুদের কাছে পত্র সাধু পলেরই লেখা পত্র।

(১০) হিব্রু ৭:২।

(১১) প্রকাশ ২১:৬।

(১২) প্রকাশ ২২:১৩।

(১৩) সম্ভবত বিশপ আম্বোজ আদি ১৪:১৮ -এর দিকে (উপরে উল্লিখিত মেঙ্কিসেদেকের দিকে) অঙুলি নির্দেশ করেন।

(১৪) সাম ৭৮:২৪; যাত্রা ১৬:৪।

- (১৫) সাম ৭৮:২৫।  
(১৬) যোহন ৬:৪৯।  
(১৭) যোহন ৬:৫১।  
(১৮) যোহন ৬:৫০, ৫১।  
(১৯) যাত্রা ১৬:২০ দ্রঃ।  
(২০) যাত্রা ১৭:৬।  
(২১) যোহন ১৯:৩৪।  
(২২) ‘ছায়ায়’ বলতে দৃষ্টান্ত বুঝায়।  
(২৩) ১ করি ১০:৪-৬।

৯ (১) যাত্রা ৪:৩-৪।

- (২) যাত্রা ৭:২০।  
(৩) যাত্রা ১৪:২২ দ্রঃ।  
(৪) যোশুয়া ৩:১৬।  
(৫) যাত্রা ১৭:৬।  
(৬) যাত্রা ১৫:২৩-২৫।  
(৭) ২ রাজা ৬:৫-৬।

(৮) শেষ ভোজে প্রভু রুটি ও পানপাত্র হাতে নিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণী এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ সেই বাণীর প্রভাবে সাক্রামেন্টীয় রুটি ও আঙুররস পবিত্রীকৃত হয়ে খ্রিষ্টের দেহরক্ত হয়ে ওঠে। এটি ছিল সেইকালের লাতিন জগতে সাধারণত প্রচলিত ধারণা যা বিশপ আন্দ্রোজের ‘সাক্রামেন্টগুলি প্রসঙ্গ’ লেখায়ও (৪র্থ পুস্তক ৪ অধ্যায় ১১ পদে) উপস্থাপিত।

(৯) ১ রাজা ১৯:৩৮।

(১০) সাম ৩৩:৯।

(১১) বিশপ আন্দ্রোজ বলতে চান, যখন শূন্য থেকে কিছুটা সৃষ্টি করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ ব্যাপার, তখন তাঁর পক্ষে একটা বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাও সহজতর ব্যাপার। এই বাক্যে ‘অভিনব প্রকৃতি দেওয়া’ বলতে এমন পদার্থ সৃষ্টি করা বোঝায় যা আগে ছিল না।

(১২) মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২।

- (১৩) পরমগীত ৪:১০-১২।
- (১৪) পরমগীত ৪:১৬।
- (১৫) সম্ভবত বিশপ আন্দ্রোজ মথি ৩:১০-এর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন।
- (১৬) পরমগীত ৫:১।
- (১৭) মথি ২৫:৩৬।
- (১৮) পরমগীত ৫:১।
- (১৯) সাম ৩৪:৯।
- (২০) ১ করি ১০:৩, ৪।
- (২১) যোহন ৬:৬৩, ১ করি ১৫:৪৪, ২ করি ৩:১৭ এর আলোতে বিশপ আন্দ্রোজ সম্ভবত বলতে চান, রহস্যগুলি সম্পর্কে তিনি যা এতক্ষণে বলে এসেছেন, তা যেন অতিরিক্ত বস্তুধর্মী অর্থে গ্রহণ করা না হয়; তা আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়।
- (২২) বিলাপ ৪:২০। প্রচীন এক লাতিন পাঠ্য ছিল, ‘আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান আত্মা যিনি, খ্রিস্ট প্রভু যিনি, তাঁকে তাদের ক্ষয়শীলতায় হরণ করা হয়েছে।’ এজন্য পরবর্তী পদে বিশপ আন্দ্রোজ ‘ক্ষয়শীলতা’ শব্দে ভিত্তি করে যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। যুক্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; ইরেনউস, প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১ দ্রঃ; যেরুশালেমের সিরিল, কাতেখেসিস ১৩:৭; ১৭:৩৫ দ্রঃ; রুফিনুস, প্রৈরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ।
- (২৩) ১ পি ২:২১।
- (২৪) সাম ১০৪:১৫।
- (২৫) যোহন ৩:৪।
- (২৬) মথি ১:১৮।
- (২৭) লুক ১:৩৫।